www.facebook.com/alipur.barta.5

ইন্টারনেট সংস্করণ: http://www.alipurbarta.org

চলছে রাজনৈতিক ধারাবাহিক

বিপন্ন গণতন্ত্র

চারের পাতায়

আলিপুর বার্তা

১৯৬৬–২০১৫

ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

নতুন খবরে

নার্সে'স ডে

ছয়ের পাতায়

কলকাতা ঃ ৪৯ বর্ষ, ২৮ সংখ্যা, ২৫ বৈশাখ – ৩১ বৈশাখ, ১৪২২ ঃ ৯ মে – ১৫ মে, ২০১৫

Kolkata : 49 year : Vol No.: 49, Issue No.28, 9 May - 15 May, 2015 ৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

জীবন পারাপারে। ওভার ব্রিজ না থাকায় এভাবেই এপার ওপার করেন মানুষজন। বজবজ স্টেশনে ছবিটি তুলেছেন অরুণ লোধ

জমি মাফিয়ার গ্রাসে শান্তিপুর

ডাঃ গৌতম পাল আক্রান্ত ধৃত ১, সর্বস্তরে ধিক্কার

নিজস্ব প্রতিনিধি : সম্প্রতি শান্তিপুরে অশান্তির তান্ডব, জমি মাফিয়াদের সন্ত্রাসে পুরসভার ৪ নম্বর ওয়ার্ডের লাহিড়ী বাগান সংলগ্ন বড়পুকুর সহ বিশাল এলাকা বেআইনিভাবে ধ্বংসের প্রতিবাদ করায় শান্তিপুরের বিশিষ্ট চিকিৎসক ডাঃ গৌতম পাল তাঁর চেম্বারে নির্মমভাবে প্রহৃত ও রক্তাক্ত হলেন। চিকিৎসককে বাঁচাতে গিয়ে দুষ্কৃতীদের হাতে পেসেন্টদের সামনেই অপমানিত ও নির্যাতিত হলেন পম্পা দাস ও সঞ্জীব কাষ্ঠ। পুলিশি নিষ্ক্রিয়তার সুযোগে শাসক দল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা প্রাণনাশের হুমকি দিয়েছে। এলাকার সুপরিচিত সমাজকর্মী ও নদিয়ার স্বামীজি–নেতাজি আইডিয়াল ইউথ সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা ডাঃ গৌতম পাল বেআইনিভাবে জলাশয় বোজানো ও সবুজ ধ্বংসের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন। থানার নিষ্ক্রিয়তায় দুবৃত্তরা উৎসাহ পায়। ডাঃ পালের নেতৃত্বে প্রায় ৫০টি সংগঠন সবুজ ধ্বংসের বিরুদ্ধে এলাকায় মিছিল করে। নানাভাবে সেই মিছিল আটকানোর চেষ্টা হয় এবং পুলিশি তরফে মাইক ব্যবহার বন্ধ করা হয়। প্রমোটার রাজ শান্তিপুরের পরিবেশবাদীদের বারং বার হুমকি দিয়ে যাচ্ছিল। তারই পরিণতিতে সেদিন ডাঃ পালের চেম্বারে সশস্ত্র হামলা হয়। এখনও পর্যন্ত মূল অভিযুক্ত ধরা পড়লেও একজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। আগামী ১৬ তারিখ কলকাতা সবুজ মঞ্চ, এপিডিয়া, পিইউসিএল, অনুরাধা তলোয়ারের নেতৃত্বাধীন পশ্চিমবঙ্গ ক্ষেতমজুর সমিতি, চাকদহ বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি সংস্থা, কাঁচড়াপাড়া বিজ্ঞান দরবার সহ বিভিন্ন সায়েন্স ক্লাবের কর্মী সদস্যরা শান্তিপুরে এক বিশাল ধিক্কার মিছিলের আয়োজন করেছে।

দক্ষিণের পুরভোটে তৃণমূলেরই জয় জয়কার

কাঁটা জয়নগর

কুনাল মালিক

বিরোধীদের তোলা সারদা, সন্ত্রাস, দুর্নীতি কোনও ইস্যুই দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায় পুরভোটে প্রভাব ফেলল না। পাঁচটি পুরসভার চারটিতে ব্যাপক ভাবে জয়লাভ করে তৃণমূল তার দুর্গ অটুট রাখল। শুধুমাত্র জয়নগর–মজিলপুর পুরসভায় কংগ্রেস ৬টি আসন পেয়ে কিছুটা স্বস্তিতে আছে। এখানে তৃণমূল পেয়েছে ৪টি, সিপিএম ১টি, এসইউসিআই ২টি, আর নির্দল ১টি। এই পুরসভাটি ত্রিশঙ্কু হলেও কংগ্রেসের দিকে পাল্লা ভারি।

বারুইপুর পুরসভার ১৭টি আসনের মধ্যে তৃণমূল পেয়েছে ১৬টি। বিজেপি ১টি। সারা জেলায় একমাত্র বারুইপুরে প্রথম বিজেপি খাতা খুলল। সিপিএম এই পুরসভায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে।

রাজপুর–সোনারপুর পুরসভায় ৩৫টি আসনের মধ্যে তৃণমূল পেয়েছে ৩২টি আসন। সিপিএমের প্রাক্তন চেয়ারম্যান তথা দীর্ঘদিনের কাউন্সিলার কমল গঙ্গোপাধ্যায় এবং সিপিএমের প্রাক্তন বিধায়ক রাহুল রায়ও এখানে হেরে গিয়েছেন।

মহেশতলা পুরসভার ৩৫টি আসনের মধ্যে তৃণমূল কংগ্রেস ২২টি আসনে জয় লাভ করেছে। চেয়ারম্যান দুলাল দাস এবং তাঁর স্ত্রী বিধায়ক কস্তরী দাস দুজনেই জিতেছেন। তৃণমূলের বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ হয়ে নির্দল থেকে দাঁড়িয়ে জিতে গিয়েছেন মিনতি বাগ।

বজবজ পুরসভার ২০টি আসনের মধ্যে ১৮টিতে জিতে তৃণমূল কংগ্রেস পুরবোর্ড দখলে রাখল। সিপিএমের অখিল মণ্ডল জিতে কোনওরকমে একদা লাল দুর্গে অস্তিত্ব বজায় রেখেছে। নির্দল হিসাবে জিতেছেন শঙ্কর প্রামাণিক। গত পুরবোর্ডের চেয়ারপার্সন ফুলু দে এবং ভাইস চেয়ারম্যান গৌতম দাশগুপ্ত দুজনেই জিতেছেন।

তৃণমূলের বিক্ষুব্ধ হিসাবে যারা বজবজে নির্দল হিসাবে লড়েছিলেন তারা কেউই জিততে পারেননি। বজবজে বিজেপিও কোনও ম্যাজিক দেখাতে পারেনি।

নতুন না পুরনো, কে হবে চেয়ারম্যান? জল্পনা তুঙ্গে

রাজপুর–সোনারপুর

নিজস্ব প্রতিনিধি : নজরুল মঞ্চে সদ্য নির্বাচনে জিতে আসা কাউন্সিলরদের নিয়ে সভা করলেন তৃণমূল দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। নির্দেশ দিলেন ভালো করে মানুষের জন্য কাজ করতে হবে। এর পরের দিন থেকেই শুরু হয়ে যায় দক্ষিণ ২৪ পরগনা রাজপুর–সোনারপুর পুরসভার ৩৫টি ওয়ার্ডের জয়ী কাউন্সিলরদের মধ্যে কানাঘুষো। কে হবেন রাজপুর সোনারপুর মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান। কে হবেন ভাইস চেয়ারম্যান। কে দিদির বেশি কাছের। এই নিয়ে সোনারপুরের রাজনীতি এখন সরগরম। সদ্য নির্বাচিতদের অনেকেই চাইছেন ফের চেয়ারম্যান হোন ইন্দুভূষণ ভট্টাচার্য। প্রথমত, তিনি গতবারের যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন এবারে তা আরো ভালোভাবে কাজে লাগাতে পারবেন। দ্বিতীয়ত দলমত নির্বিশেষে প্রতিটি মানুষের সঙ্গে তার যোগাযোগ ভালো। অন্য কেউ চেয়ারম্যান হলে এই সুবিধা মানুষ পাবে না বলে সন্দেহ অনেকের। কোনও লবি না দেখে সবাইকে সমান ভেবেছেন এই পাঁচবছর। অন্য এক অংশ অবশ্য ইন্দুবাবুকে চেয়ারম্যান হিসাবে চাইছেন না বয়স হয়ে গেছে এই

অজুহাতে। নানা সম্ভাবনা ঘুরপাক খাচ্ছে পুর রাজনীতির আকাশে। অনেকের ধারণা কিছু সুবিধাবাদী শক্তি নিজের কাউকে বসাতে চাইছে রোজগারের আশায়। উল্লেখ্য চেয়ারম্যান বা ভাইস চেয়ারম্যান ঠিক করবেন শোভন চট্টোপাধ্যায়, মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস, মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম ও মন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়েরা। কিন্তু সক্রিয় কর্মীদের এক অংশের বক্তব্য, শোভনবাবুর খুব কাছের লোক রাজপুরের বাসিন্দা সঞ্জীব সরকার যার ডাক নাম পিঙ্কু। দক্ষিণ ২৪ পরগনার সমস্ত বিষয়ে মাথা গলান। যতগুলো সরকারি অনুষ্ঠান হয় তার সব দায়িত্ব পিঙ্কুর হাতে যায়। সোনারপুরে ৪ লক্ষ টাকার ব্যায়ে সবলা মেলার খরচ থেকে শুরু করে তথ্য সংস্কৃতি অনুষ্ঠান পর্যন্ত সর্বদা সঞ্চালকের ভূমিকা পালন করে বিশিষ্ট মানুষের কাছের লোক হয়ে উঠেছেন পিঙ্কু। তৃণমূলের বেশ কিছু জয়ী কাউন্সিলার মনে করছেন এখানে চেয়ারম্যান হওয়ার দৌড়ে ইন্দ্রবাবু পিছিয়ে আছেন। ভাইস চেয়ারম্যান পদে নিয়ে চলেছে আরেক রকমের খেলা। জয়ী মহিলা প্রার্থীরা বলছেন নিজেদের পছন্দের এক মহিলা প্রার্থীকে ভাইস চেয়ারম্যান করার জন্য উপর মহল থেকে নির্দেশ আসছে। এখানেও বেশ কিছু মহিলা কাউন্সিলর ক্ষিপ্ত। একটাই কারণ যারা অনেকদিন ধরে তৃণমূল করে আসছে যাদের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় হয়েছে তাদেরকে বাদ দিয়ে নতুন প্রার্থীকে অনেকেই মেনে নিতে পারছেন না। তবে অনেকেই মনে করছেন শেষ মুহূর্তে কি হবে তা ঠিক করবেন তৃণমূল সুপ্রিমো নিজেই।

ফের দুলালেই ভরসা রাখছে দল

মহেশতলা

দীপক ঘোষ

ফের দুলাল দাসই চেয়ারম্যান হতে চলেছেন মহেশতলা পুরসভার। আগামী ১৪ মে শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান হবার কথা। ১৯৯৩ সালে গঠিত হয় রাজ্যের দ্বিতীয় বৃহৎ মহেশতলা পুরসভা। সেই থেকে ২০০৯–এর মাঝামাঝি পর্যন্ত মহেশতলায় ক্ষমতায় ছিল সিপিএম তথা বামেরা। তারপর থেকে মহেশতলা তৃণমূলের দখলে। গতবার ৩৫টি ওয়ার্ডের মধ্যে তৃণমূল পেয়েছিল ১৬টি। এবার তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২২। কংগ্রেস ১০ থেকে নেমে হয়েছে ৫। সিপিএম–এর কমেছে ১টি আসন। এবার তারা পেয়েছে ৬টি। নির্দল ২টি আসনই ধরে রেখেছে। গতবার যৌথভাবে বোর্ড গড়েছিল কংগ্রেস ও তৃণমূল। পরে অবশ্য কংগ্রেস ছেড়ে কয়েকজন তৃণমূলে যোগ দেয়।

গতবারের পুরবোর্ডের সাফল্য নিয়ে উচ্ছ্বসিত গতবারের চেয়ারম্যান দুলাল দাস। জিঞ্জিরাবাজার থেকে মোহনপুর পর্যন্ত সাড়ে সাত কিলোমিটার উড়ালপুলের কাজ। দুলালবাবুর কথায় খুব শীঘ্রই কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদন লাভ করবে ৬০২ কোটি টাকা ব্যায়ে ভুগর্ভস্থ নিকাশি ব্যবস্থা। টাউন লাইব্রেরির কাজ চলছে বাটা মোড়ে। মোল্লার গেটে ২০০ শয্যার হাসপাতালের কাজ চলছে। দুলালবাবুর আশা উন্নয়নের কাজ চলবে।

সাফল্যের পাশাপাশি কাঁচাও আছে বলে স্বীকার করে নিয়েছেন প্রাক্তন ও ভাবী চেয়ারম্যান। ভোটের আগে বেশ কয়েকজন বিশুদ্ধ দল ছেড়েছেন। এছাড়াও রয়েছে বেআইনি পুকুর ভরাট, অবৈধ কারখানা গড়ে ওঠার মত বিরোধীদের অভিযোগ। তবে তাকে পাত্তা দিতে নারাজ দলের ভরসা দুলাল। শুধু বললেন আসন বেড়েছে। ভোটে কারচুপির অভিযোগও কেউ করে নি।

হয়রানির দিন শেষ ঃ স্ব–প্রত্যয়ন আত্মপ্রত্যয়ের একটি নাম

সুনীল কাউল, মজিদ মুস্তাক পণ্ডিত

যখনই কোনও ব্যক্তি চাকুরির জন্য সাক্ষাৎকারে হাজির হতে চান, পাসপোর্টের জন্য আবেদন করতে চান বা ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খুলতে চান, তখন নথিপত্র গেজেটেড অফিসার বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত স্বাক্ষরকারী কর্তৃপক্ষের দ্বারা প্রত্যায়িত করাটা বেশ সমস্যার হয়ে ওঠে। দেখা গেছে বহু মানুষ শুধুমাত্র নোটারি এফিডেফিটের জন্য ২০০ থেকে ৫০০ টাকা খরচ করে থাকেন। এমনকি প্রত্যন্ত গ্রাম গঞ্জে গেজেটেড অফিসার পাওয়া দুষ্কর হয়ে ওঠে ফলে তা নানা সুযোগ বা আবেদন পত্র জমা দিতে বঞ্চিত থেকে যান। এখন থেকে নথিপত্র প্রত্যয়ন বা হলফনামা পেশের মতো জটিল পূর্ব শর্তগুলির এক ধরনের আমূল সংস্কার হচ্ছে। প্রত্যয়ন বা শংসাপত্র প্রদানের প্রক্রিয়াকে সরল করার নিরবচ্ছিন্ন যে উদ্যোগ সরকার নিয়েছে সেই অনুসারে সমস্ত কেন্দ্রীয় মন্ত্রক/বিভাগ, রাজ্য সরকার/কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিকে এই ধরনের বাধ্যতামূলক পুরনো প্রথা–পদ্ধতি পর্যালোচনা করার জন্য বলা হয়েছে। তার জায়গায় যেখানে সম্ভব স্ব–শংসায়নের পদ্ধতি চালু করার জন্য বলা হয়েছে।

এই সংস্কারের ভাবনা কোথা থেকে এল

স্ব–প্রত্যায়নের মতো প্রয়োজনীয় পদ্ধতিতে প্রার্থীদের নিজের পরিচয় বা ঠিকানা বিষয়ে পেশ করা নথিপত্র যে সত্য এবং আসল তার প্রমাণ থাকে। যে দেশে এখনও কাগজে লেখা নথিপত্রের ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়ে থাকে, সেখানে যে কোনও আবেদনপত্র পূরণ করতে হলে তার সঙ্গে একগুচ্ছ নথিপত্র পেশ করতে হয়। ফর্ম জমা দেওয়ার শেষ দিন দ্রুত এগিয়ে আসে এবং এর অর্ধেক সময় চলে যায়, আসল নথিপত্রের নকলের প্রত্যয়নের জন্য কোথায় গেজেটেড অফিসার পাওয়া যায় তা নিয়ে চিন্তা করতে আমরা বন্ধুবান্ধব বা আত্মীয়স্বজনদের ফোন করতে থাকি গেজেটেড অফিসারের খোঁজ করতে যাতে তাঁদের কাছে নথিপত্র প্রত্যায়িত করিয়ে সময়ের মধ্যে ফর্ম জমা দেওয়া যায়।

সম্প্রতি ভারত সরকার, তাদের সমস্ত বিভাগ ও রাজ্য সরকারগুলির স্ব–শংসায়নের সংস্থান এবং গেজেটেড অফিসার কর্তৃক প্রত্যায়িত না করে স্ব–প্রত্যায়িত নথিপত্র, প্রার্থীদের পরিচালিত প্রমাণ হিসেবে গ্রহণ করার নির্দেশ দিয়েছে। বেশ কিছু কেন্দ্রীয় সরকার সংস্থা এই ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে এবং বিভিন্ন রাজ্যেও এই ব্যবস্থা চালু হচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন, ২০১৪ সালের ২৬ সেপ্টেম্বর জারি করা বিশেষ নির্দেশনামা নম্বর এফ. ১৪–১১১২০১৪ (সিপিপি–II)–এর মাধ্যমে হলফনামা প্রদান ব্যবস্থা তুলে দিয়েছে এবং স্ব–শংসয়ন ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। এই উদ্যোগের ফলে কেবল যে ছাত্রছাত্রীরাই উপকৃত হয়েছে তাই নয়, শিক্ষা জগতের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিরাও স্বস্তি পেয়েছেন।

স্ব–প্রত্যায়নের এই ব্যবস্থা অনর্থক সময় ও অর্থব্যয় বাঁচাবে কারণ, নথিপত্র প্রত্যায়নের জন্য মানুষকে আর অফিসারদের পিছনে ঘুরতে হবে না। এমনও দেখা গেছে, কোনও কোনও আধিকারিক এই কাজের জন্য অর্থ দাবি করেন এবং এটা তাঁদের কাছে এক ধরনের ব্যবসা হয়ে উঠেছিল। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মানুষ গেজেটেড অফিসারদের চেনেন না এবং অপরিচিত লোকের কাছে নথিপত্র প্রত্যায়িত করার কাজ অর্থহীন হয়ে ওঠে। নথিপত্র প্রত্যায়িত করার এই ব্যবস্থার পিছনে কোনও মানুষের পরিচিতির নিশ্চয়তার ধারণা কাজ করলে, অপরিচিত ব্যক্তির কাছে নথিপত্র প্রত্যায়িত করানো অর্থহীন। স্ব–প্রত্যায়িত ব্যবস্থা চালু করার বিষয়ে সরকারের এই উদ্যোগ অত্যন্ত সদর্থক এক

পদক্ষেপ কারণ, এই ব্যবস্থা আমাদের নিজেদের কাজের দায়িত্ব স্বীকার করার এক সুযোগ এনে দিয়েছে।

এর জন্য কোনও আইনি সমস্যা হবে না

স্ব–প্রত্যয়নের এই সিদ্ধান্ত ঝুঁকিপূর্ণ মনে হতে পারে কারণ, স্ব–প্রত্যায়িত সমস্ত নথিপত্র আসল নাও হতে পারে, কিন্তু সেক্ষেত্রে নকল নথিপত্র প্রত্যয়নের সব দোষ যে ব্যক্তি এই কাজ করছেন, তার ওপরেই বর্তাবে। কেবল সেই মহিলা বা পুরুষ এই ধরণের নকল প্রত্যয়নের জন্য দায়ী হবেন।

স্বপ্রত্যয়নের সুবিধা হচ্ছে, জন সুবিধা প্রদানকারী সরকারি সংস্থাগুলির পরিষেবা (রেশনকার্ড বা বিদ্যুৎ সরবরাহ) বন্ধ হওয়া নিয়ে মিথ্যা বিবৃতির জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক জরিমানা ধার্য করতে পারে। এর ফলে নাগরিকরা ঝামেলার হাত থেকে মুক্তি পাবেন। এছাড়া অনর্থক ব্যয়ের হাত থেকেও তারা ছাড় পাবেন। কারণ, অনেক ক্ষেত্রেই এইসব কাজের জন্য হলফনামাতে প্রয়োজনীয় স্ট্যাম্প বা স্ট্যাম্পের কাগজ ঠিক সময়ে পাওয়া যায় না।

স্বপ্রত্যয়ন ব্যবস্থা চালুর ফলে কোনও আইনি সমস্যা হয়েছে বলে মনে হয় না। ভারতীয় দণ্ডবিধিতে ১৭৭, ১৯৩, ১৯৭, ১৯৮, ১৯৯ এবং ২০০'র মতো কয়েকটি ধারা রয়েছে। যেখানে কোনও ব্যক্তি মিথ্যা তথ্য/স্বাক্ষ্য/বক্তব্য/পেশ করলে তার পরিণামে নির্দিষ্ট শাস্তির সংস্থান আছে। এই ধরণের কোনও কাজের জন্য শাস্তি, জরিমানা ফৌজদারি মামলা এমনকি জেল পর্যন্ত হতে পারে।

ডিজি লকার আরও একটি বিরাট পদক্ষেপ

কেন্দ্রীয় সরকারের ইলেক্ট্রনিক্স ও তথ্য প্রযুক্তি দফতর সম্প্রতি নথিপত্র সংরক্ষণের জন্য আধার ভিত্তিক ই–লকার ব্যবস্থা চালু করেছে। এই লকার ব্যবহারকারীরা জন্মের সার্টিফিকেট, ভোটার পরিচয়পত্র, শিক্ষাগত যোগ্যতার নথিপত্রের মতো গুরুত্বপূর্ণ নথির ডিজিটাল নকল ই–লকারের মাধ্যমে সংরক্ষণ করে রাখতে পারবেন। তাঁরা প্রয়োজনে বৈদ্যুতিন পদ্ধতিতে এই সব নথিতে ই–স্বাক্ষর ব্যবস্থায় সইসাবুদ পর্যন্ত করতে পারবেন। এই ব্যবস্থাটির কার্যকারিতা নিয়ে অবশ্য বর্তমানে পরীক্ষা চালানো হচ্ছে। ই–লকার থেকে যখন প্রয়োজন, ব্যবহারকারীরা এই নথি ব্যবহারের জন্য দিতে পারবেন। এই সব নথি একটি নথিভুক্ত তথ্য কোষ থেকে দেওয়া যাবে। এই ব্যবস্থার ফলে নথিপত্রের বিশ্বাসযোগ্যতা নিশ্চিত করা যাবে। এর ফলে নকল বা ভুয়ো নথিপত্র ব্যবহারের সম্ভাবনা অনেকটাই কমবে এবং নথিপত্রের প্রামাণিকতার জন্য সময় কম লাগবে। ডিজিলকারের জন্য নাম নথিভুক্ত করতে অবশ্য আধার সংখ্যা থাকা দরকার এবং আধার সংযুক্ত মোবাইল ফোন থাকতে হবে।

ইতিমধ্যে প্রধানমন্ত্রী অফিস থেকে সব রাজ্য সরকার ও কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলকে স্ব–প্রত্যয়ন পদ্ধতি গ্রহণ করতে আবেদন জানানো হয়েছে। কেন্দ্রে নতুন সরকারের সংস্কার পরিকল্পনার এটা একটা যুগান্তকারী পদক্ষেপ। এর দ্বারা শুধু হয়রানি কমবে না, নাগরিকের দায়িত্ব বোধও নিজের প্রতি আত্মবিশ্বাস বাড়বে। তবে একথাও ঠিক সরকারের এই জনমোহিনী পদক্ষেপটি প্রচারের অভাবে অধিকাংশ মানুষ অন্ধকারে থেকে যাচ্ছে। বহু মানুষ জানেনই না এই সুবিধার কথা। জনধন যোজনা যেভাবে প্রচারের আলোয় এসে সারা দেশেসাড়াজাগিয়েছিলতাপারছেনাস্ব–প্রত্যয়ন।সম্ভবতএর পিছনে নোটারিয়ান বা উকিলবাবুদের রোজগার কমে যাবার আশঙ্কা তাড়া করছে। ফলে এমন একটা সুবিধা খুব ধীর গতিতে পৌঁছাচ্ছে মানুষের কাছে। সরকারের উচিত একে ত্বরান্বিত করা।

বাজারে অস্থিরতা অব্যাহত

এই টানাপোড়েনে নাকানিচোবানি খেলেও উঠে দাঁড়াতে হবে

শুদ্ধাশিস গুহ

শেয়ার বাজারের নাকানিচোবানি পর্ব খানিকটা স্থিমিত হল। এবার তা নিয়ে কিছুটা আলোচনা করা যাক। কিন্তু চর্চা করার আগে আমরা কি ভেবে নিতে পারি বাজার আপাতত একটা বেস বা ভিত খুঁজে পেয়েছে। এটাই এখন লাখ টাকার প্রশ্ন। হতেই পারে বাজারে বেশি ভীতি এসে যাওয়ার পরে সাময়িক স্বস্তির হাওয়া বইছে। অনেকটা গ্রীষ্মের প্রবল দাবানলে ভরপুর দুপুরের পর এ যেন এক কালবৈশাখীর আগমন, যা টেনে তুলতে চাইছে ভারতীয় শেয়ার বাজারকে। এক্ষেত্রে মনে রাখা দরকার ভারতীয় বাজার বা নিফটি–সেনসেক্সদ্বয় এর মধ্যে অনেকটাই নিম্ন ঘর থেকে ঘুরে এসেছে। আক্ষরিক অর্থে হয়তো এই পতন স্বাভাবিকতার মাপকাঠি এখনও অতিক্রম করেনি তাও খুব একটা ইতিবাচক বার্তাও বহন করেনি। বরং বাজারে একটু উত্থান আসার পরেও অনেকেই সিঁটিয়ে রয়েছেন যে আবার না কোনও অস্থিরতা বাজারকে গ্রাস করে।

আসলে এর আগেও মার্চ মাসে নিফটি চলে এসেছিল ৮২০০–র কাছেপিঠে। নিফটির অবস্থান দাঁড়িয়েছিল ৮২৭০–এর মতো। এবার বাজার সেই নিম্নরেখাকে পার করে আরও একটু ডুব সাঁতার মেরে এসেছে।এক নাগাড়ে চলছে কারেকশন। যার জেরে গত কয়েকদিনে ৯১০০–র ওপরে গিয়েও ভারতীয় শেয়ার বাজার নেমে এসেছে অনেকটাই নিচে। এখনও পর্যন্ত প্রায় দশ শতাংশের মতো পড়েছে বাজার। যেভাবে গতিপ্রকৃতি এগোচ্ছে তাতে আগামী দিনে ভারতীয় অর্থ বাজার আরও নিচে আসতে পারে বলে অনুমান করা হচ্ছে।

ভারতীয় বাজারের এই মন্দা কবে কাটবে তার পূর্বাভাস কেউই করতে পারছেন না। বিশেষজ্ঞদের ধারণা ভারতের শেয়ার বাজার যেভাবে ভালো খবরকে পাত্তা দিচ্ছে না, এবং যে কোনও ছোটখাটো খারাপ খবরকে বড় করে দেখছে তার ফলে এই কারেকশন দীর্ঘমেয়াদী হয়ে উঠতে পারে। এমতাবস্থায় সঠিক পরিস্থিতির জন্য অপেক্ষা করতে পরামর্শ দিচ্ছেন তারা। মানে বাজার যতক্ষণ স্থিতাবস্থা ফিরে পায় তার দিকে নজর রাখায় জোর দেওয়া হচ্ছে।

বাজারে সংশোধনী আসাকে অস্বাভাবিক না ভাবলেও যে পরিস্থিতির ওপর দাঁড়িয়ে তা চলছে তা একটু হলেও চিন্তা জাগিয়েছে। বিশেষ করে কেন্দ্রের পেশ করা পূর্ণাঙ্গ বাজেট প্রস্তাবের পরেও মনে হয়নি যে বাজার এভাবে নিচে চলে আসবে। বাজেট পেশের অব্যাবহিত পরে তো বাজার ওপরে অবস্থানও করছিল। তারপর মার্কিন মুলুকে ফেডারেল ব্যাঙ্ক সুদের হার বাড়াবে এই একটা ভীতি গ্রাস করে বাজারকে। সেখান থেকেও আসে ইতিবাচক সংবাদ। জানা যায় পরিস্থিতি অনুকূলে না আসা ইস্তক আমেরিকায় সুদের হার বাড়ানো হবে না। এখানে এও উল্লেখ করা হয়েছে যে আগামী অগস্ট–সেপ্টেম্বর মাসের পর সুদ বাড়ানোর পথে হাঁটতে পারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। অথচ এত ভালো খবরাখবরকেও পাত্তা নিয়ে ভারতের বাজার ক্রমাগত পড়েই চলেছে। বরাবরের মতো এই রকম অবস্থার সামনে পড়ে সাধারণ লগ্নিকারীদের মধ্যে একটা কিংকর্তব্যবিমূঢ় মনোভাব কাজ করছে। সবেমাত্র একটা এপ্রিল মাসের ফাঁড়া কাটিয়ে ভারতীয় সূচক প্রবেশ করেছে মে মাসে।

গত বৃহস্পতিবারের পর চারদিনের বিশাল ছুটি কাটিয়ে এই সোমবার অর্থাৎ ৪ মে থেকে পথ চলা শুরু হয়েছে মে মসের অগস্তযাত্রা। সাধারণভাবে অনেক লগ্নিকারী তথা বাজারের সঙ্গে যারা যুক্ত তারা দাবি করছেন এপ্রিল মাসে আপাতত যা খারাপ হওয়ার তা হয়ে গিয়েছে। মে মাস অপেক্ষাকৃত ভালো কাটবে। তবে সেই ভালোর পরিমাপ কতদূর বিস্তৃতি লাভ করবে তা এখনও বলা যাচ্ছে না। মোটামুটিভাবে বেশিরভাগ বিশেষজ্ঞ বলছেন বাজারের এই উত্থান হয়তো সাময়িক, তার পর আবার পড়বে বাজার। এখানেই অবশ্য দ্বিমত পোষণকারী আরেকটি অংশ রয়েছে। যাদের অভিমত মে মাস কাটবে অত্যন্ত বিরক্তিকর বা রেঞ্জ–বাউন্ড ট্রেডিং সেশনের মধ্যে। ফলে যেসব নেতিবাচক মনোভাবাপন্নরা এই ক্ষেত্রে বেচে খেলতে যাবেন তারা বিপদে পড়বেন। আবার উলটো দিকে যারা সব ঠিক হয়েছে ভেবে নিয়ে একটু কিনে খেলার কথাব ভাববেন তারাও খুব একটা থই পাবেন না এই মার্কেটে। মোদ্দা কথা চূড়ান্ত বিরক্তিকর পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে অতিবাহিত হওয়ার কথা মে সিরিজের। তার মধ্যেও স্টক স্পেশিফিক কিছু খেলা নির্ঘাত চলবে। রেজাল্ট মরসুম চলার সময় যেসব সংস্থা ভালো ফলাফল করবে তাদের শেয়ারে দারুণ

অর্থনীতি

অগ্রগতি বা উত্থান দেখা যাবে। বিগত কয়েকদিনের মধ্যে আমার এই ধরনের খেলা লক্ষ্য করেছি স্টক মার্কেটে। আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক, অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক, ইয়েস ব্যাঙ্ক, ডিসিবি প্রমুখ বেসরকারি ব্যাঙ্ক ফের তেড়েফুঁড়ে উঠেছে তাদের ফলাফলের অব্যাবহিত পর থেকে। খানিকটা ব্যতিক্রম রয়ে গিয়েছে ইনডাসইন্ড ব্যাঙ্ক। হতে পারে ইতিমধ্যে এই ব্যাঙ্ক অনেকটা বেড়ে থাকায় বা শেয়ার প্রতি তার আয় বা ইপিএস বেশি থাকার দরুণ এটি এখন থমকে রয়েছে যথেষ্ট ভালো ফল করার পরেও। আবার কিছু শেয়ারে উলটো চিত্রও চোখে পড়েছে। বাস্তবে অবশ্য তা খাটি চিত্রই।

কারণ যেসব সংস্থার ফল খারাপ হয়েছে বাজার তাকে চরম শাস্তি দিতেও দ্বিধা করেনি। যার রেখচিত্র লক্ষিত হয়েছে শেয়ারের দামে। এই যেমন বাজারের পরিচিত একটি শেয়ার হেক্সাওয়্যার টেকনোলজির কথাই উল্লেখ করা যাক। শেয়ারটির গতিপ্রকৃতি বেশ ভালোই যাচ্ছিল গত কয়েকদিনে। নয়া উচ্চতায় পৌঁছেও গিয়েছিল শেয়ারটি। সেখান থেকেই একরকম ধপাস মুড়ে চলে এসেছে এই টেকনোলজির অন্তর্ভুক্ত স্ক্রিপটি। ফলে যা হওয়ার হয়েছেও তাই। দাম বেশ কমে গিয়েছে এই শেয়ারের। এখন এই নিচের জায়গায় অনেকে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন শেয়ারটি কেনার ব্যাপারে।

বিশেষজ্ঞরা পরামর্শ দিচ্ছেন এখনকার বাজার যেভাবে প্রবাহিত হচ্ছে তাতে বটম ফিশিং করা একদম উচিত নয়। যাতে বাজারে অনেকটাই সমস্যা তৈরি হতে পারে। কারণ বাজার এখন বাড়লেও পরে যদি নিচের দিকে চলে আসবে না তার গ্যারান্টি কেউ দিতে পারবেন না। আসলে প্রথমেই যেটা উল্লেখ করা হল তাতে এই কথাটি সারমর্ম হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। এই অনিশ্চিত বাজারে তাই শেয়ার কেনাবেচা করতে হবে অনেক ভেবেচিন্তে, দেখেশুনে। তবেই গিয়ে মুনাফার ফসল তোলা সম্ভব হবে। না হলে ভাগ্যে জুটবে লবডঙ্কা। যার জেরে বেসামাল হয়ে যেতে পারে আমার–আপনার বা শেয়ার গ্রহীতার পোর্টফোলিও। এই দিকটা ভেবেচিন্তে তবেই সন্তর্পণে পা ফেলতে হবে হালফিলের বাজারে। নচেৎ চোরাবালিতে তলিয়ে গিয়ে অতল সমাধি হতে সময় লাগবে না।

সাপ্তাহিক রাশিফল

নমিতা জ্যোতিঃশাস্ত্রী

৯ মে – ১৫ মে, ২০১৫

মেষ : শরীরের দিকে নজর দেবেন, কোমরে চোট আঘাতের যোগ, পাকাশয়ের পীড়ায় কষ্ট। আর্থিক বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে, লেখাপড়ায় সাফল্যের যোগ রয়েছে, কর্মস্থলে দায়িত্ব বাড়বে। বন্ধুদের সহায়তা লাভ করবেন।

বৃষ : লেখাপড়ায় মনের মত ফল পাবেন, অর্থনৈতিক বিষয়ে মিশ্র ফল পাবেন। আধ্যাত্মিক উন্নতির যোগ রয়েছে। বুদ্ধি করে না চললে ক্ষতি হয়ে যাবে, মাথা ঠান্ডা রেখে চলার চেষ্টা করুন। শত্রুতার যোগ।

মিথুন : ত্রিধাতু রোগে কষ্ট পেতে পারেন, কথাবার্তায় সংযত থাকা উচিত। অন্যের দায়িত্ব নিজের কাঁধে নিতে যাবেন না। কর্মস্থলে শত্রুতার যোগ রয়েছে। আর্থিক বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে।

কর্কট : বিবাহ যোগ্য যোগ্যাদের বিবাহের যোগ রয়েছে। শিক্ষায় সাফল্যের যোগ রয়েছে। অর্থনৈতিক বিষয়ে সাফল্যের যোগ রয়েছে। চলার পথে অনেক বিপদ এলেও আপনি সেগুলো সামলিয়ে নিতে পারবেন।

সিংহ : কম–বেশি ঝগড়া অশান্তি লেগেই থাকবে। অতএব নিজেকে যথেষ্ট সংযমী হয়ে চলতে হবে। আত্মীয়–স্বজনদের সঙ্গে মনোমালিন্য ঘটতে পারে। লেন–দেনের ব্যাপারে সতর্ক থাকবেন।

কন্যা : ঝগড়া, বিবাদ, বিসম্বাদ এড়িয়ে চলুন পুরনো ঝামেলা নতুন করে ফিরে আসতে পারে। লেখাপড়ায় বাধা এলেও ফল ভাল হবে। আর্থিক বিষয়ে সাফল্যের যোগ রয়েছে।

তুলা : স্নেহ প্রীতির ব্যাপারে এগিয়ে যাবেন না। বেকারত্বের অবসান হবে খাওয়া–দাওয়া বুঝে করতে হবে। পাকাশয়ের পীড়ার যোগ। শিক্ষায় চঞ্চলতার জন্য ক্ষতি। নূতন করে ব্যবসায়ে অগ্রসর হবেন না।

বৃশ্চিক : ভাই বোনের সাহায্য লাভ করবেন, ঈশ্বরে মন নিবিষ্ট করলে ভাল হবে, এমন যোগ রয়েছে। পিতার পক্ষে সময়টি শুভ। শিক্ষায় ভাল ফল পাবেন। শরীর ভাল যাবে না। সাবধানে চলুন।

ধনু : পানাহারে সংযত হতে হবে। যকৃতের পীড়ায় কষ্ট পাবেন। সংক্রামক পীড়ায় কষ্ট পেতে পারেন। সন্তানের স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তিত থাকতেন। পড়াশুনায় মন বসতে চাইবে না। মাথার যন্ত্রণায় কষ্ট।

মকর : ব্যবসা–বাণিজ্যে আশানুরূপ ফল পাবেন না। গৃহ–ভূমি, বন্ধু–বান্ধব ও পরিবেশ পরিস্থিতি প্রভৃতি বিষয়ে শুভফল পাবেন। আর্থিক বিষয়ে বাধা এলেও আপনি সামলিয়ে নিতে পারবেন।

কুম্ভ : আর্থিক বিষয়ে মিশ্র ফল পাবেন। প্রতারনার যোগ রয়েছে। রাস্তা–ঘাটে সাবধানে চলবেন। শিক্ষায় ফল ভাল হবে। মানসিক চঞ্চলতা ও উদ্বেগ ক্ষতির কারণ হবে। হাড়ের ব্যথায় কষ্ট।

মীন : শিক্ষায় আশানুরূপ ফল পাবেন। আধ্যাত্মিক চিন্তাধারার বিকাশ ঘটবে। সন্তান–সন্ততি বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে। দায়িত্বমূলক কাজগুলি ভালভাবে করতে সক্ষম হবেন।

পশ্চিমবঙ্গ পাবলিক সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে

রাজ্য সরকারের ৩ বিভাগে ৭০ চাকরি

লিগ্যাল সার্ভিসে ৪০

পশ্চিমবঙ্গ বিভিন্ন আদালতে কাজের জন্য পশ্চিমবঙ্গ লিগ্যাল সার্ভিস পরীক্ষার মাধ্যমে ৪০ জন ছেলেমেয়ে নেওয়া হচ্ছে। আইনের ডিগ্রি কোর্স পাশ ছেলেমেয়েরা আবেদন করতে পারেন। বয়স হতে হবে ১–১–২০১৫'র হিসাবে ২৩ থেকে ৩৫ বছরের মধ্যে, অর্থাৎ জন্ম তারিখ হতে হবে ২–১–১৯৮০ থেকে ১–১–১৯৯২'এর মধ্যে। তপশিলীরা ৫ বছর, ওবিসিরা ৩ বছর ও প্রতিবন্ধীরা ১০ বছর বয়সে ছাড় পাবেন। মূল মাইনে : ১৫,৬০০–৪২,০০০ টাকা ও গ্রেড পে ৫,৪০০ টাকা। শূন্যপদ ৪০টি (জেনা: ২১, ওবিসি–এ ক্যাটাগরি ৪, ওবিসি–বি ক্যাটাগরি ৩, তঃজাঃ–৯, তঃউঃজাঃ ২, প্রতিবন্ধী১)। এই পদের বিজ্ঞপ্তি নং 8/2015. প্রার্থী বাছাই করবে পশ্চিমবঙ্গ পাবলিক সার্ভিস কমিশন। ২০১৪ সালের ওয়েস্ট বেঙ্গল লিগ্যাল সার্ভিস এক্সামিনেশন এর মাধ্যমে। প্রথমে লিখিত পরীক্ষা হবে আগস্টের প্রথম সপ্তাহে, কলকাতা ও দার্জিলিংয়ে। এই পরীক্ষায় ১০০ নম্বরের ৯টি পেপার থাকবে। প্রথম পেপারে থাকবে এই দুটি বিষয়: (১) ইংলিশ কম্পোজিশন, প্রবন্ধ লেখা ও প্রেসি লেখা–৫০ নম্বর, (২) বাংলায় কম্পোজিশন ও প্রবন্ধ লেখা – ৫০ নম্বর। দ্বিতীয় পেপারে থাকবে : (১) জেনারেল নলেজ–৫০ নম্বর (২) বাংলায় কম্পোজিশন ও প্রবন্ধ লেখা – ৫০ নম্বর। দ্বিতীয় পেপারে থাকবে : (১) জেনারেল নলেজ ৫০ নম্বর (২) কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স – ৫০ নম্বর। তৃতীয় পেপারে থাকবে : (১) কনস্টিটিউশনাল ল অফ ইন্ডিয়া –৫০ নম্বর, (২) ভারতীয় সংবিধান–৫০ নম্বর। চতুর্থ পেপারে থাকবে : (১) অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ল – ১০০ নম্বর। পঞ্চম থেকে নবম পেপারের প্রতিটিতে থাকবে ১০০ নম্বর করে আইন সংক্রান্ত বিষয়ের প্রশ্ন। সফল হলে ১০০ নম্বরের পার্সোন্যালিটি টেস্ট।

দরখাস্ত করবেন অনলাইনে ১৮ মে পর্যন্ত। এই ওয়েবসাইটে : www.pscwbonline.gov.in এজন্য বৈধ একটি ই–মেল আইডি থাকতে হবে। এছাড়াও পাসপোর্ট মাপের ফটো ও সিগনেচার জেপিইজি ফর্মাটে ২০ থেকে ৫০ কে বি'র মধ্যে স্ক্যান করে নেবেন। ফটো ও সিগনেচার স্ক্যান করবেন ২০০ ডিপিআই'তে।

প্রথমে ওই ওয়েবসাইটে গিয়ে 'One Time Registration'এ ক্লিক করলে পরের পেজে যেতে পারবেন। তখন যে তথ্য দিয়ে ফর্ম পূরণ করেছেন, সেগুলি পাবেন ও ডাউনলোড করে নেবেন। সম্পূর্ণ রেজিস্ট্রেশন ফর্ম একবারই ডাউনলোড করতে পারবেন। ফর্ম ডাউনলোড করার সময় Back Button এ ক্লিক করলে ওই রেজিস্ট্রেশন ফর্মটি আবার মডিফাই করতে পারবেন। কিন্তুconfirm button এ ক্লিক করলে রেজিস্ট্রেশন আইডি ও পাশওয়ার্ড পাবেন এই আইডি ও পাসওয়াডয় প্রার্থীর নিজস্ব ই–মেল আইডি'তেও পাবেন

যাঁরা প্রথম One Time Registration' করে আইডি ও পাসওয়ার্ড পেয়েছেন, তাঁরা আইডি ও পাসওয়ার্ড দিয়ে 'Log in' এ গিয়ে ক্লিক করলে ৬টি ট্যাব দেখতে পাবেন। এবার স্ক্যান করা ফটো ও সিগনেচার আপলোড করে নেবেন। তখন submit করলে নাম রেজিস্ট্রেশন হয়ে যাবে। এবার পরীক্ষা ফী বাবদ ২১০ (তপশিলী ও প্রতিবন্ধীদের ফী লাগবে না)টাকা দিতে হবে ডেবিট কার্ড বা ক্রেডিট কার্ড কিংবা নেট ব্যাঙ্কিকের মাধ্যমে। এছাড়াও টাকা অফলাইনে দিতে পারবেন ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক ইন্ডিয়ার চালানে। টাকা জমা দিতে পারবেন ২০ মে'র মধ্যে। টাকা জমা দেওয়ার পর সিস্টেম জেনারেটেড অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম প্রিন্ট করে নিজের কাছে রেখে দেবেন। আরো বিস্তারিত তথ্য ওপরের ওই ওয়েবসাইটে পাবেন।

১০ ইংলিশ রিপোর্টার

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিধানসভার সচিবালয়ে কাজের জন্য 'ইংলিশ রিপোর্টার' পদে ১০ জন ছেলেমেয়ে নেওয়া হচ্ছে।

ইংরিজি অন্যতম বিষয় হিসাবে নিয়ে যে কোনো শাখার গ্র্যাজুয়েটরা আবেদন করতে পারেন। ইংরিজি টাইপিং ও শর্টহ্যান্ডে মিনিটে অন্তত ৪০টি ও ১৪০টি শব্দ তোলার গতি থাকতে হবে। বাংলা ভাষায় লিখতে ও পড়তে জানা দরকার। বয়স হতে হবে ১–১–২০১৫'র হিসাবে ৩২ বছরের মধ্যে, অর্থাৎ জন্ম তারিখ হতে হবে ২–২–৮৩'র পর। তপশিলী সম্প্রদায়ের প্রার্থীরা ৫ বছর, অন্যান্য অনগ্রসর সম্প্রদায়ের প্রার্থীরা ৩ বছর, দৈহিক প্রতিবন্ধীরা (৪০ শতাংশ বা, তার বেশি হলে) ১৩ বছর বয়সের ছাড়া পাবেন। মূল মাইনে : ১৫,৬০০ থেকে ৪২,০০০ টাকা ও গ্রেড পে ৫,৪০০ টাকা। শূন্যপদ: ১০টি (জেনাঃ ৫, ওবিসি–এ ক্যাটেগরি ১, ওবিসি–বি ক্যাটেগরি ১, তঃজাঃ ২টি, তঃউঃজাঃ ১টি)।

কাজের খবর

এই পদের বিজ্ঞপ্তি নং : ৫/২০১৫।

প্রার্থী বাছাই করবে পশ্চিমবঙ্গ পাবলিক সার্ভিস কমিশন। ২০১৫ সালের ইংলিশ রিপোর্টার্স রিক্রুটমেন্ট এক্সামিনেশনের মাধ্যমে। প্রথমে লিখিত পরীক্ষা হবে জুলাইয়ে, কলকাতায়। লিখিত পরীক্ষায় থাকবে দুটি পার্ট প্রথম পার্টে ১০০ নম্বরের ৩ ঘন্টার পরীক্ষায় থাকবে এইসব বিষয়: (১) প্রবন্ধ লেখা ২৫ নম্বর, (২) প্রেসি লেখা ২৫ নম্বর, (৩) রিপোর্ট ড্রাফটিং করা ২০ নম্বর, (৪) গ্রামার ৩০ নম্বর। এরপর পার্ট টু পরীক্ষায় থাকবে ১০০ নম্বর। ১০০ নম্বরের টাইপিং টেস্ট। সময় থাকবে ১০ মিনিট। এরপর ২০০ নম্বরের ডিকটেশন টেস্ট ও ট্রান্সক্রিপশন।

দরখাস্ত করবেন অনলাইনে ১৮ মে পর্যন্ত। এই ওয়েবসাইটে : www.pscwbonline.gov.in এজন্য বৈধ একটি ই–মেল আইডি থাকতে হবে। এছাড়াও পাশপোর্ট মাপের ফটো ও সিগনেচার জেপিইজি ফর্ম্যাটে ২০ থেকে ৫০ কেবি–র মধ্যে স্ক্যান করে নেবেন। ফটো ও সিগনেচার স্ক্যান করবেন ২০০ ডিপিআইতে।

প্রথমে ওই ওয়েবসাইটে গিয়ে One Time Registration এ ক্লিক করতে হবে। তখন একটি ফর্ম পাবেন। আগে যাঁরা পিএসসি–র কোনো দরখাস্ত অনলাইনে করার জন্য নাম রেজিস্ট্রেশন করেছিলেন, তাঁদের নতুন করে নাম রেজিস্ট্রেশন করতে হবে না। ওই ফর্মের সব কলাম ঠিকভাবে পূরণ করবেন। এবার Register Button–এ ক্লিক করলে পরেরপেজে যেতে পারবেন। তখন যে তথ্য দিয়ে ফর্ম পূরণ করেছেন, সেগুলি পাবেন ও ডাউনলোড করে নেবেন। সম্পূর্ণ রেজিস্ট্রেশন ফর্ম একবারই ডাউনলোড করতে পারবেন। ফর্ম ডাউনলোড করার সময় Back Button–এ ক্লিক করলে ওই রেজিস্ট্রেশন ফর্মটি আবার মডিফাই করতে পারবেন। কিন্তু Confirm Button–এ ক্লিক করলে রেজিস্ট্রেশন আইডি ও পাশওয়ার্ড পাবেন। এই আইডিও পাশওয়ার্ড প্রার্থীর নিজস্ব ই–মেল আইডি–তেও পাবেন।

যাঁরা প্রথম One Time Registration করে আইডি ও পাশওয়ার্ড পেয়েছেন তাঁরা আইডি ও পাশওয়ার্ড দিয়ে Log in–এ গিয়ে ক্লিক করলে ৬টি ট্যাব পাবেন। এবার স্ক্যান করা ফটো ও সিগনেচার আপলোড করে নেবেন। তখন Submit করলে নাম রেজিস্ট্রেশন হয়েযাবে। এবার পরীক্ষা ফি বাবদ ২১০ (তপশিলী ও প্রতিবন্ধীদের ফি লাগবে না) টাকা দিতে হবে ডেবিট কার্ড বা, ক্রেডিট কার্ড কিংবা নেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে। এছাড়াও টাকা অফলাইনে দিতে পারবেন ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার চালানে। টাকা জমা দিতে পারবেন ২০ মের মধ্যে। টাকা জমা দেওয়ার পর সিস্টেম জেনারেটেড অ্যাপ্লিকেশন ফর্মপ্রিন্ট করে নিজের কাছে রেখে দেবেন। আরও বিস্তারিত তথ্য ওপরের ওই ওয়েবসাইটে পাবেন।

২০ অডিট অফিসার

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পার্সোনেল ও আরডি বিভাগে কাজের জন্য সমিতি অ্যাকাউন্টস অ্যান্ড অডিট অফিসার পদে ২০ জন ছেলেমেয়ে নেওয়া হচ্ছে। কমার্স শাখার গ্র্যাজুয়েট ছেলেমেয়েরা আবেদন করতে পারেন। চার্টার্ড ও কস্ট অ্যাকাউন্ট্যান্টরাও আবেদন করার যোগ্য। বয়স হতে হবে ১–১–২০১৫র হিসাবে ৩২ বছরের মধ্যে। তপশিলীরা ৫ বছর, ওবিসি সম্প্রদায়ের প্রার্থীরা ৩ বছর ও শারীরিক প্রতিবন্ধীরা ১৩ বছর বয়সে ছাড় পাবেন। মূল মাইনে: ৯,০০০ থেকে ৪০,৫০০ টাকা ও গ্রেড পে ৪,৭০০ টাকা। শূন্যপদ১ ২০টি (জেনারেল ৯, ওবিসি–এ ক্যাটেগরি ২, ওবিসি–বি ক্যাটেগরি ২ তপশিলী জাতি ৫, তপশিলী উপজাতি ১, প্রতিবন্ধী ১)।

প্রার্থী বাছাই করবে পশ্চিমবঙ্গ পাবলিক সার্ভিস কমিশন। ২০১৫ সালের সমিতি অ্যাকাউন্টস অ্যান্ড অডিট অফিসার রিক্রুটমেন্ট এক্সামিনেশন এর মাধ্যমে। প্রথমে প্রিলিমিনারি লিখিত পরীক্ষা হবে জুনে, এই পরীক্ষায় থাকবে জেনারেল স্টাডিজ এর ২০০টি অবজেক্টিভ মাল্টিপল চয়েজ টাইপের একটি প্রশ্নপত্র। প্রতিটি প্রশ্নে থাকবে ১ নম্বর ও সময় আড়াই ঘন্টা। নেগেটিভ মার্কিং আছে। এ পরীক্ষায় থাকবে এই ৮টি বিষয় ও প্রতিটি বিষয়ে ২৫টি করে প্রশ্ন : (১) ইংরিজি কম্পোজিশন, (২) সাধাণ জ্ঞান (জেনারেল, মেন্টাল এবিলিটি সহ) (৩) জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সাম্প্রতিক ঘটনা, (৪) ভারতের ইতিহাস (ভারতের জাতীয় সংগ্রাম সহ), (৫) পশ্চিমবঙ্গ সহ ভারতীয় ভূগোল, (৬) ভারতীয় রাষ্ট্রনীতি ও অর্থনীতি, (৭) ভারতীয় সংবিধান (পরিকল্পনা কমিশন, ফিনান্স কমিশন, ফিনান্স, অ্যাকাউন্টস অ্যান্ড অডিট সহ), (৮) কমার্স।

সফল হলে ডেসক্রিপ্টিভ টাইপের মেন পরীক্ষা হবে। মেন পরীক্ষায় থাকবে এই ৪টি আবশ্যিক বিষয় : (১) ইংরিজি প্রবন্ধ, প্রেসি লেখা ও কম্পোজিশন, (২) বাংল প্রবন্ধ, প্রেসি লেখা ও কম্পোজিশন, (৩) জেনারেল নলেজ ও কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স, (৪) বাণিজ্যিক অঙ্ক।

ওপরের প্রতিটি পেপারে থাকবে ১০০ নম্বর ও সময় ৩ ঘন্টা। এছাড়াও ২টি ঐচ্ছিক বিষয় বেছে নিতে হবে নিচে দেওয়া এই ১০টি ঐচ্ছিক বিষয় থেকে: স্ট্যাটিস্টিক্স, অর্থনীতি, অ্যাডভান্সড কমার্শিয়াল জিওগ্রাফি, কমার্শিয়াল অ্যান্ড ইন্টাস্ট্রিয়াল ল, কস্টিং, ব্যাঙ্কিং, অ্যাডভান্সড অ্যাকাউন্ট্যান্সি, বিজনেস অর্গানাইজেশন অ্যান্ড মেথডস, অডিটিং ট্যাক্সেশন ল অ্যান্ড প্র্যাক্টিস।

প্রতিটি ঐচ্ছিক বিষয়ে থাকবে ১০০ নম্বর আর সময় ৩ ঘন্টা। প্রশ্ন হবে ডেসক্রিপ্টিভ টাইপের। ঐচ্ছিক বিষয়ের প্রশ্ন হবে অনার্স ডিগ্রি কোর্স মানের। আবশ্যিক ও ঐচ্ছিক বিষয়ের (ল্যাঙ্গোয়েজ পেপার ছাড়া) উত্তর লিখতে পারবেন বাংলা বা ইংরিজিতে। সফল হলে ১০০ নম্বরের পার্সোন্যালিটি টেস্ট। বিস্তারিত সিলেবাস পাবেন এই ওয়েবসাইটে। www.pscwb.org.in এই পদের বিজ্ঞপ্তি নং: ৭/২০১৫।

দরখাস্ত করবেন অনলাইনে, ১৮ মে পর্যন্ত। এই ওয়েবসাইটে: www.pscwbonline.gov.in এজন্য বৈধ একটি ই–মেল আইডি থাকতে হবে। এছাড়াও পাশপোর্ট মাপের ফটো ও সিগনেচার জেপিইজি ফর্ম্যাটে ২০ থেকে ৫০ কেবির মধ্যে স্ক্যান করে নেবেন। ফটো ও সিগনেচার স্ক্যান করবেন ২০০ ডিপিআইতে।

প্রথমে ওই ওয়েবসাইটে গিয়ে One Time Registrationএ ক্লিক করতে হবে। তখন একটি ফর্ম পাবেন। আগে যাঁরা পিএসসির কোনো দরখাস্ত অনলাইনে করার জন্য নাম রেজিস্ট্রেশন করেছিলেন, তাঁদের নতুন করে নাম রেজিস্ট্রেশন করতে হবে না। ওই ফর্মের সব কলাম ঠিকভাবে পূরণ করবেন।এবার Register Buttonএ ক্লিক করলে পরের পেজে যেতে পারবেন। তখন যে তথ্য দিয়ে ফর্ম পূরণ করেছেন, সেগুলি পাবেন ও ডাউনলোড করে নেবেন। সম্পূণ৩ রেজিস্ট্রেশন ফর্ম একবারই ডাউনলোড করতে পারবেন। ফর্ম ডাউনলোড করার সময় Back Buttonএ ক্লিক করলে ওই রেজিস্ট্রেশন ফর্মটি আবার মডিফাই করতে পারবেন। কিন্তু Confirm Buttonএ ক্লিক করলে রেজিস্ট্রেশন আইডি ও পাশওয়ার্ড পাবেন। এই আইডি ও পাশওয়ার্ড প্রার্থীর নিজস্ব ই–মেল আাডিতেও পাবেন।

যাঁরা প্রথম One Time Registration করে আইডি আইডি ও পাশওয়ার্ড পেয়েছেন, তাঁরা আইডি ও পাশওয়ার্ড দিয়ে Log inএ গিয়ে ক্লিক করলে ৬টি ট্যাব পাবেন। এবার স্ক্যান করা ফটো ও সিগনেচার আপলোড করে নেবেন। তখন Submit করলে নাম রেজিস্ট্রেশন হয়ে যাবে। এবার পরীক্ষা ফি বাবদ ১৬০ (তপশিলী ও প্রতিবন্ধীদের ফি লাগবে না) টাকা দিতে হবে ডেবিট কার্ড বা, ক্রেডিট কার্ড কিংবা নেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে। এছাড়াও টাকা অফলাইনে দিতে পারবেন ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার চালানে। টাকা জমা দিতে পারবেন ২০ মের মধ্যে। টাকা জমা দেওয়ার পর সিস্টেম জেনারেটেড অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম প্রিন্ট করে নিজের কাছে রেখে দেবেন। আরও বিস্তারিত তথ্য ওপরের ওই ওয়েবসাইটে পাবেন।

জয়েন্ট নির্বিঘ্নে

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ৫ ও ৬ মে সারা রাজ্য জুড়ে অনুষ্ঠিত হল জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষা। বজবজ বিবিআইটিতে নির্বিঘ্নে পরীক্ষা দিলেন ৬৬৭ জন পরীক্ষার্থী। চেয়ারম্যান জগন্নাথ গুপ্তা জানিয়েছেন পরীক্ষা শেষে সকলের জন্য গাড়ির ব্যবস্থা ছিল।

স্ত্রীকে খুনের চেষ্টা গ্রেপ্তার শিক্ষক স্বামী

নিজস্ব প্রতিনিধি, ডায়মন্ড হারবার : অবৈধ সম্পর্কের প্রতিবাদ করায় স্ত্রীকে শ্বাসরোধ করে খুনের চেষ্টার অভিযোগে স্বামীকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। ধৃত উদয় গিরি পেশায় প্রাথমিক শিক্ষক। শনিবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে নামখানার শিবনগর আবাদে। জখম স্ত্রী রিনা গিরিকে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, উদয় স্থানীয় স্কুলে শিক্ষকতা করেন। বেশ কয়েকবছর আগে রিনার সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। কিন্তু ইদানীং উদয় এক মহিলার সঙ্গে অবৈধ সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েন। স্ত্রী রিনা বিষয়টা জানতে পারার পর প্রতিবাদ করেন। এদিন সকালে বাড়িতে উদয় স্ত্রীকে মুখে বালিশ চাপা দিয়ে খুনের চেষ্টা করে। রিনার চিৎকারে বাড়ির সদস্যরা চলে আসেন। উদয়কে ধরে ফেলেন। স্ত্রীর অভিযোগের ভিত্তিতে উদয়কে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ধৃতের বিরুদ্ধে খুনের চেষ্টার মামলা রুজু করেছে পুলিশ। অবৈধ সম্পর্কের জেরে যেভাবে সমাজে ফাটল গড়ে উঠছে তা উদ্বেল করে তুলেছে বিশিষ্ট সমাজবিদ এবং মনস্তত্ত্ববিদদেরও। এই অবাঞ্ছিত ঘটনা এড়াতে আগামীতে সেমিনারের আয়োজন করা হতে পারে।

মগরাহাটে সেতুর সূচনা রাজীবের

মেহেবুব গাজি: মগরাহাট–২ ব্লকের বাসিন্দাদের দীর্ঘদিনের দাবি মেনে ধনপোতা–মন্দিরবাজার খালের ওপর একটি কংক্রিটের সেতুর শিলান্যাস ও কাজের সূচনা হল বৃহস্পতিবার। নামখানার ইন্দিরা ময়দানে সেতুর আনুষ্ঠানিক শিলান্যাস করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মগরাহাটের ধানপোতায় উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের সেচ মন্ত্রী রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়, বিধায়ক নমিতা সাহা, সভাপতি টিঙ্কু ঘোষ, সহ সভাপতি খয়রুল হক লস্কর, বিডিও খোকনচন্দ্র বালা। এই সেতুর জন্য ব্যয় ধরা হয়েছে ১ কোটি ২০ লক্ষ টাকা। সেতুর দৈর্ঘ সংযোগকারী রাস্তা নিয়ে ২৫ মিটার। চওড়া সাড়ে ছ'মিটারের বেশি। আগামী তিন মাসের মধ্যে এই সেতুর কাজ শেষ করার জন্য ঠিকাদার সংস্থাকে

নির্দেশ দিয়েছেন সেচ মন্ত্রী। এদিন রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, এই এলাকায় সেতুর প্রয়োজন ছিল দীর্ঘদিনের। কিন্তু আগের সরকার সেই দাবি মানেনি। এই সরকার রাজ্য জুড়ে এরকম প্রচুর সেতু করেছে। আগামীদিনেও করবে। এই সেতু তৈরি হলে এলাকার বেশ কয়েকটি গ্রামের বাসিন্দারা উপকৃত হবেন। ইতিমধ্যে সেতুর কাজও শুরু হয়ে গেছে। আগামী দিন মাসের মধ্যে কাজ শেষ করতে হবে।' অন্যদিকে মমতা–মোদি বৈঠক নিয়ে সংবাদমাধ্যমের প্রশ্নের উত্তরে বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রী যখন প্রধানমন্ত্রী মোদির সঙ্গে বৈঠক করেন নি তখন সংবাদমাধ্যম সমালোচনা করেছিল। এখন যখন বৈঠকে বসছেন তখন আবার সমালোচনা করছেন। আমি মনে করি রাজ্যের দাবি দাওয়া আদায়ের জন্য মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক করতেই পারেন।'

নির্মল বাংলা দিবস উদযাপন

কুনাল মালিক : গত ৩০ এপ্রিল পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগে সারা রাজ্য ব্যাপী মিশন নির্মল বাংলা ও নির্মল বাংলা দিবস উদযাপিত হল। রাজ্যের মূল অনুষ্ঠানটি হয় নদিয়া জেলার কৃষ্ণনগরে। যেখানে স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় উপস্থিত ছিলেন। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার মূল অনুষ্ঠানটি হয় ফলতার বেলসিংহ হাই স্কুলে। জেলা সভাধিপতি সামিমা শেখ, জেলা শাসক শান্তনু বসু, পুলিশ সুপার প্রবীণ ত্রিপাঠী ওই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

বজবজ ২ নং পঞ্চায়েত সমিতির উদ্যোগে ও যথাযোগ্য মর্যাদায় নির্মল বাংলা দিবস উদযাপিত হয়। ডোঙারিয়া থেকে বিডিও পর্যন্ত র‍্যালি হয়। মানববন্ধন হয়। নির্মল বাংলা গড়ার লক্ষ্যে শপথ বাক্য পাঠ করান বজবজ ২ নং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি স্বপন কুমার রায়। নিজেদের পরিবেশকে স্বচ্ছ রাখার শপথ নেওয়া হয়। খোলা মাঠে মল মূত্র ত্যাগ করলে যে কুফল হয়, সে প্রসঙ্গে অতিথিরা বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিডিও অমর বিশ্বাস, নোদাখালী থানার আই সি শান্তিনাথ পাঁজা, ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ ইন্দ্রাণী ঘোষ, সিডিপিও মৌসুমী প্রামাণিক প্রমুখ। এরপর সঙ্গীতে ও নাটিকায় অংশগ্রহণ করেন কাশীপুর আলমপুর ও চকমাণিক অঞ্চলের অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ও সহায়িকারা।

পুলিশের বিরুদ্ধে সরব বিধায়ক

নিজস্ব প্রতিনিধি : পুরভোট ভোট গণনা শেষ হতেই সোনারপুর ১৩ নং ওয়ার্ডের একটি রাস্তা দখলকে কেন্দ্র করে তৃণমূল বিজেপি সংঘর্ষ শুরু হয়ে যায়। বহুদিন ধরে ওই রাস্তায় এলাকার কিছু মানুষ যাতায়াত করছিল। হঠাৎ করে বিজেপি নেতা রাজকুমার দে রাস্তাটি বন্ধ করে দেয়। সেখানে কিছু তৃণমূলের কর্মী তাদের পার্টির পতাকা গুলো সোজাভাবে লাগাতেই কিছু তৃণমূলের কর্মী তাদের পার্টির পতাকাগুলো সোজাভাবে লাগাতেই বচসা শুরু হয়। সেই সময় এক রিক্সাওয়ালাকেও মারে বিজেপির নেতা। সোনারপুর (দক্ষিণ)–এর বিধায়ক জীবন মুখোপাধ্যায়ের বক্তব্য এই গণ্ডগোল ব্যাপক আকারে যখন ছড়িয়ে পড়ে সেই সময় এলাকার মানুষ সোনারপুর থানায় বহুবার ফোন করে। কিন্তু পুলিশের কোনো হেলদোল নেই। অনেকক্ষণ বাদে পুলিশ এসে বিজেপির নেতাকে গ্রেফতার না করে গরিব রিক্সাওয়ালা সহ গ্রেফতার করলো আর এক নির্দোষ ব্যক্তিকে। একজন নির্দোষ ব্যক্তিকে কেন গ্রেফতার করা হল সে প্রশ্ন করতেই সোনারপুর থানার আই সি অনিল রায় প্রচণ্ড দুর্ব্যবহার করেন বলে অভিযোগ করেন জীবনবাবু।

সোনারপুর থানার প্রবেশ পথে তখন চলছে বন্দেমাতরম স্লোগান। সেই সময়ে আইসি অনিল রায় বেরিয়ে এসে জীবনবাবুকে ধমক দিয়ে বলেন আপনার কোনও কথা শুনবো না। থানায় এই গন্ডগোল দেখে নির্বাচনে আসা আধা সামরিক বাহিনীর এক জওয়ান জীবনবাবুকে রাইফেলের গুঁতো মারে, প্রায় চল্লিশ সেকেন্ডের মতো জীবন বাবুর সঙ্গে জওয়ানের ধস্তাধস্তি হয়। এরপর কোনও উপায় না দেখে জীবনবাবু মন্ত্রীকে ফোন করে ঘটনাটি জানান। সঙ্গে সঙ্গে মন্ত্রীর ফোন আসে থানায়। এরপর একেবারে ১৮০ ডিগ্রি ঘুরে আই সি জীবনবাবুকে নিজের চেম্বারে ডেকে ক্ষমা চান এবং ধৃতদের ছেড়ে দেন। এরপর প্রশ্ন হল ধরাই যদি হল, তাহলে ছাড়া হল কিভাবে? এভাবে কাউকে ছাড়া যায় নাকি? উল্লেখ্য এই জোড়া প্রশ্নে দিশাহারা আই সি মুখ্যমন্ত্রীর কাছ থেকে সেরা পুলিশের তকমা পেয়েছেন। জীবন বাবু আরো অভিযোগ অনিল রায়ের মাথা হঠাৎ গরম হয়ে যায়। কথাবার্তা চালচলন একেবারে হিটলারের মতো, কোনো সমীহ নেই বললেই চলে। এই থানায় অনেক ভালো ভালো ওসি–আইসিরা অনেকদিন ধরে ভালো কাজ করেছেন। সোনারপুরের মানুষের হৃদয় বুঝেছেন। তাদের মধ্যে একটা মানবিকতা বোধ ছিলো। এই রকম ভাবে যদি নির্দোষ ব্যক্তিদের ধরে ধরে সোনারপুর থানার ফাটকে আটকাতে থাকেন তাহলে প্রশংসাপত্রের গায়ে কালি ছিটবে বলে মনে করছে কাউন্সিলর, বিধায়ক থেকে রাজ্যের মন্ত্রী পর্যন্ত। বিধায়কদের অভিযোগ ও সেদিনর ঘটনায় তাঁর প্রতিক্রিয়া জানতে চাইলে আই সি কিছু বলতে অস্বীকার করেন। কিছুই হয়নি বলে এড়িয়ে যান।

দীপার নেতৃত্বে কালিয়াগঞ্জে মিছিল

নিজস্ব প্রতিনিধি: কালিয়াগঞ্জ পুরসভা নির্বাচনে এককভাবে দখল করার পর বুধবার বিকেলে বর্ণাঢ্য বিজয় মিছিল বের করে কংগ্রেস। এদিন কালিয়াগঞ্জের মাড়োয়ারি পট্টি এলাকা থেকে বিজয় মিছিল শুরু হয়ে গোটা কালিয়াগঞ্জ শহর পরিক্রমা করে। কর্মী সমর্থকরা একে অপরকে সবুজ আবীরে রাঙিয়ে দেয়। রাস্তার কাল পিচ ক্ষণিকের জন্য সবুজ হয়ে যায়।

এদিনের বিজয় মিছিলের প্রথম সারিতে পা মেলান রায়গঞ্জের প্রাক্তন সাংসদ তথা কংগ্রেস নেত্রী দীপা দাশমুন্সী। এছাড়াও এদিনের মিছিলে হাঁটেন রায়গঞ্জের বিধায়ক তথা রায়গঞ্জ পুরসভার পুরপিতা মোহিত সেনগুপ্ত, কালিয়াগঞ্জের বিধায়ক তথা ব্লক কংগ্রেস সভাপতি প্রমথনাথ রায়, ইসলামপুর পুরসভার প্রাক্তন পুরপিতা কানাইলাল আগরওয়াল, কালিয়াগঞ্জ পুরসভার প্রাক্তন পুরপিতা অরুন কুমার দে সরকার সহ প্রমুখ। বিজয় মিছিলকে কেন্দ্র করে যাতে কোনও অপ্রীতিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি না হয় সেই কারনে শহর জুড়ে প্রচুর পুলিশ মোতায়েন হয়। উল্লেখ্য ১৭ আসন বিশিষ্ট কালিয়াগঞ্জ পুরসভা নির্বাচনে কংগ্রেস ১৫টি আসনে জয়ী হয়। সিপিআই এম ১টি ও বিজেপি ১ আসনে জয়লাভ করে।

হুগলিতে অন্তর্দ্বন্দ্বে হারল চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যান

মলয় সুর ● চুঁচুড়া

চন্দননগর পুরসভা এককভাবে দখল করেছে তৃণমূল কংগ্রেস। ভদ্রেশ্বর পুরসভায় ২২টি আসনের মধ্যে ১১টি আসন পেয়েছে তৃণমূল। কিন্তু এককভাবে বোর্ড গঠনের জন্য ১২টি আসনের প্রয়োজন তাই বোর্ড গঠন করতে হলে কোনও একজন জয়ী প্রার্থীর সমর্থন অবশ্যই দরকার। এই অবস্থায় কার সমর্থন নিয়ে বোর্ড গঠন করবে তা নিয়ে চিন্তায় তৃণমূল কংগ্রেসের স্থানীয় নেতারা। ভোট গণনার দিন সকাল থেকেই চুঁচুড়ার এই আই টি, চন্দননগরের কানাইলাল বিদ্যামন্দির ও শ্রীরামপুর কলেজে ভোটের ফলাফল গণনা হয়। বিভিন্ন গণনা কেন্দ্রের সামনে জড়ো হওয়া তৃণমূল কর্মী–সমর্থকরা পুরসভার ফলাফল বের হওয়ার পরেই নিজেদের পেশিশক্তির প্রমাণ দিয়ে সবুজ আবির নিয়ে বিদায়ী আনন্দোল্লাসে মেতে ওঠেন। অজয় প্রতাপ সিং দলেরই গোঁজ প্রার্থী প্রবীর পালের কাছে ৬২১ ভোটে পরাজিত হয়েছেন। অপরদিকে বাঁশবেড়িয়া পুরসভায় ২২টি আসনের মধ্যে ১৭টি আসনে তৃণমূল, একটি আসনে বিজেপি ২টি আসনে বামফ্রন্ট ও নির্দলরা জয়ী হয়েছেন। দলের গোঁজ প্রার্থী পারিজাত ভট্টাচার্যের কাছে ৩৮০টি ভোটের ব্যবধানে পরাজিত হন পুরসভার বিদায়ী বোর্ডের চেয়ারম্যান রথীন্দ্রনাথ দাস মোদক, এছাড়া চাঁপদানী পুরসভায় ২২টি আসনে ১৩টিতে তৃণমূল, কংগ্রেস ২ বামফ্রন্ট ১ নির্দল ৫। তবে জেলে থেকেও তৃণমূলের বিক্রম গুপ্তা জয়ী হয়েছেন। অন্যদিকে গোঁজ প্রার্থী জিতেন্দ্র সিংহের কাছে পরাজিত হয়েছেন পুরবোর্ডের ভাইস চেয়ারম্যান মহম্মদ নাসিম।

মহানগরে

জোড়াফুলের বেহালায় বিরোধীদের অশনি সংকেত

বরুণ মণ্ডল, কলকাতা : কলকাতা পুর নিগম নির্বাচনে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা মহানাগরিকের মুখে হাসি ফোটালেও তার নিজের শক্ত দুর্গ বেহালায় পুর নির্বাচনের ফলাফলে ছন্দ পতন ঘটে গিয়েছে এবং আগামী দিনে আরও জোরালো ছন্দ পতন ঘটাতে বিরোধীরা কোমর বেঁধে লেগে পড়েছে। আরও একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো যে 'অতিসক্রিয়' পদ্ধতিতে তৃণমূল কংগ্রেস পুর নির্বাচন পরিচালনা করে পুর নিগমের ১১৪টি আসন দখল করল, আগামী দিনে তা হওয়া দুর অস্ত। আগামী বিধানসভা নির্বাচন পরিচালনা করবে 'কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশন' এবং নিরাপত্তার দায়িত্ব তত্ত্বাবধানে থাকবে কেন্দ্রীয় আধাসামরিক বাহিনী। স্থানীয় রাজ্য পুলিশ বা কলকাতা পুলিশ থাকবে শত হস্ত দূরে। রাজনৈতিক ভাবে নির্বাচনের নিরাপত্তা বাহিনীকে নিয়ন্ত্রণের কথা সমস্ত রাজনৈতিক দলকেই ভুলে যেতে হবে। ফলে ১২১ নম্বর ওয়ার্ডে শাসক দল তৃণমূলের ৮০ শতাংশ, ১১৯ ও ১২২ নম্বর ওয়ার্ডে ৭৫ শতাংশের বেশি ভোট দান এবং শাসকদল তৃণমূলের জয়ের স্বপ্ন দেখতে হবে। কারণ লোকসভা ও বিধানসভা নির্বাচনের ক্ষেত্রে কোনও বুথে ৭৫শতাংশের বেশি ভোট দান হলে সেখানে সাধারণ নির্বাচনের পরদিন স্ক্রুটিনির নির্দেশ দেয় কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশন। এদিকে ২০১০ ও ২০১৫–র পুর নির্বাচনের ফলাফলের দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যাচ্ছে, ২০১০–এর পুর নির্বাচনে বেহালার ১৮টি ওয়ার্ডের মধ্যে একমাত্র ১২৯ নম্বর ওয়ার্ড বাদে বাকি ১৭টি ওয়ার্ডের কোনও ওয়ার্ডেই ভারতীয় জনতা পার্টি ৫০০টিই ভোট পায়নি। সেখানে কিন্তু এবারের ২০১৫–র পুর নির্বাচনে ফলাফলের দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যাচ্ছে বেহালার ১৮টি ওয়ার্ডের মধ্যে অন্তত চারটি ওয়ার্ডে ভারতীয় জনতা পার্টি সি পি আই (এম) কে হটিয়ে দিয়ে দ্বিতীয় স্থানে নিজেরা উঠে এসেছে। ওয়ার্ডগুলি হলো : ১১৭, সেখানে তৃণমূলের সঙ্গে বিজেপির ব্যবধান ২২২০টি ভোট। ১১৯, সেখানে তৃণমূলের সঙ্গে বিজেপির ব্যবধান ২৯৬০টি ভোট। ১৩০, সেখানে তৃণমূলের সঙ্গে বিজেপির ব্যবধান ৪৯৪১টি ভোট এবং মহানাগরিকের ১৩১, সেখানে তৃণমূলের সঙ্গে বিজেপির ব্যবধান ৬২৯৫টি ভোট। আর ১২৪ নম্বর ওয়ার্ডে তৃণমূলের সঙ্গে বিজেপির ব্যবধান ৩২৩৩টি ভোট। বাকি ১৩টি ওয়ার্ডের একমাত্র ১২০ নম্বর ওয়ার্ডটি বাদে বাকি ১২টিতে বিজেপির ভোট রয়েছে ২৫০০–৪৫০০ টির মধ্যে। অন্যদিকে, আবার ১৪ নম্বর বরোর দু'টি গুরুত্বপূর্ণ ওয়ার্ডে তৃণমূল ২০১০–এর প্রথম বারের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেও দ্বিতীয় বারের পরীক্ষায় বামেদের সামান্য একটি হাওয়ায় খড়কুটোর মতো উড়ে যেতে বাধ্য হয়েছে। সেখানে এখন লালের জয়জয়কার ফিরে এসেছে। যা কাঁটার মতো খচখচ করে ১৯৮৫ থেকে সাত সাত বারের জয়ী মহানাগরিককে বিঁধছে। আর বর্তমান যা পরিস্থিতি মহানাগরিককে তা বহন করে নিয়ে চলতে হবে । এবং একে আগামী দিনে স্বাভাবিক ভাবেই মেনে নিতে হবে।

প্রসঙ্গত, এক সময়েই দুই বেহালা লাল দুর্গ বলে দক্ষিণ কলকাতার মানুষের নিকট পরিচিত ছিল। ২০১০–র পুর নির্বাচনে সিপিএমের সেই শক্ত লাল দুর্গের মধ্যে তৃণমূল প্রথম বার আঘাত হানল। ১৩ এবং ১৪ নম্বর বরোর ১৮টি ওয়ার্ড থেকে মহীরূহ সিপিআইএমকে হটিয়ে দিল জোড়াফুল। বেহালাবাসী যা স্বপ্নেও কোনও দিন ভাবেনি। আর আগামী দিনে আরও অশনি সংকেত সেই জোড়াফুলকে না হটিয়ে গেরুয়া পদ্মের আবির্ভাব ঘটে।

এদিকে ১২৭ নম্বর ওয়ার্ডে তৃণমূলের হারের কারণ বিশ্লেষণে দেখা যায়, এই এলাকায় তৃণমূলের সাম্প্রতিক রাজনৈতিক আধিপত্য থাকলেও ১৯৮৫–র পর থেকে ২০১০ দীর্ঘ ২৫ বছর এখানে বামেরাই রাজ করেছে। এলাকায় আকাশ–জমিন উন্নয়ন ঘটিয়েছে। দীর্ঘ ২০ বছর এই ওয়ার্ডের পুর প্রতিনিধি ছিলেন সিপিএম নেতা প্রাক্তন পুর অধ্যক্ষ নির্মল মুখোপাধ্যায় আর রীনা ধর পাঁচ বছর। গত লোকসভা ভোটে তৃণমূল ও সিপিএমের ভোটের ব্যবধান মাত্র ২৫২তে নেমে আসে। বড়িশার সাবর্ণ পাড়া রোডের অসুস্থ বিদায়ী পুর বোর্ডের উপাধ্যক্ষ শ্যামাদাস রায় মূল সরসুনার দ্বিতীয় বারের প্রার্থী, যে সরসুনা এই বিস্তীর্ণ এলাকার শিক্ষার একটা পথিকৃত। স্বাভাবিক ভাবেই এলাকার শিক্ষাকে অসম্মান করে বাইরের একটা লোককে প্রার্থী করা মূল সরসুনার লোক মেনে নেয়নি। যার ফলেই তৃণমূলের ২৬৩১ ভোটে পরাজয় স্বীকার করা। আর ১২৮ নম্বর ওয়ার্ডের পুর প্রতিনিধি দোলা সরকারের গত সাড়ে চার বছরে পৌর কাজকর্মে আচার আচরণ নিয়ে বিস্তর অভিযোগ নিজেই কেন্দ্রীয় পুরভবন পর্যন্ত বয়ে নিয়ে গিয়েছেন। পুর আধিকারিক থেকে সংবাদ প্রতিনিধি থেকে অন্যান্য পুর প্রতিনিধি সেসব লক্ষ্য করেছেন। আর ১৯৮৫ থেকে ওয়ার্ডটি দীর্ঘ ২৫ বছর বামেদের দখলে ছিল। টানা ২৫ বছরের পুর প্রতিনিধি রত্না রায় মজুমদার। ফলে ওয়ার্ডবাসীর সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত জনসংযোগ রয়েছে তাঁদের ঘরে ঘরে তিনি গিয়েছেন। দোলা সরকারের বিরাট খামতি ছিল। ফলস্বরূপ ৩১৬ ভোটে দোলার হার।

ওয়ার্ড	তৃণমূলী পুর প্রতিনিধি	২০১০–এর ব্যবধান	২০১৫–র ব্যবধান
১১৫	রত্না শূর	৪৮৩১	+৫৫৪৬
১১৬	কৃষ্ণা সিং	৫১৪৯	–৩১৭৫
১১৭	শৈলেন দাশগুপ্ত	৩৫৬৮	–২২২০
১১৮	তারক সিং	৪১৭	+২৫৪৪
১১৯	অশোকা মণ্ডল	৩৩১১	–২৯৬০
১২০	সুশান্ত ঘোষ (বুয়া)	৫১৪৫	–৩৯৩৮
১২১	মাণিক চট্টোপাধ্যায়	৯৩	+১৫২৯
১২২	সোমা চক্রবর্তী	২৫৫৪	+৪২৫৫
১২৩	সুদীপ পোল্লে (ননী)	৭১	+৫৪৭
১২৪	ইন্দ্রজিৎ ভট্টাচার্য/ রাজীব দাস	১৮৯৭	–১৫৮৭
১২৫	ঘনশ্রী বাগ	৫৬৮৯	+৮৮৮৫
১২৬	শিপ্রা ঘটক	৩৯৩০	–১৬৬০
১২৭	শ্যামাদাস রায়	১২০৪	তৃণমূল পরাজিত
১২৮	দোলা সরকার	২৫৬০	তৃণমূল পরাজিত
১২৯	সংহিতা দাস	৫০১৪	–৩৭১৪
১৩০	অভিজিৎ মুখোপাধ্যায়	৪০৯২	+৪৯৪১
১৩১	শোভন চট্টোপাধ্যায়	৫২৭৮	+৬২৯৫
১৩২	সঞ্চিতা মিত্র	৩৩২০	–২৭৯১

জাতীয় ভোটার পরিষেবা পোর্টালের উদ্বোধন

নিজস্ব প্রতিনিধি: ভোটার তালিকায় নাম তোলা বা ভুল সংশোধন নিয়ে মানুষের মধ্যে বিভ্রান্তির অন্ত নেই। এমনকি ভোটার কার্ড হারিয়ে গেলে কোথায় যেতে হবে। কি ভাবে বা কতদিনে তা পাওয়া সম্ভব তা নিয়েও প্রশ্নের অন্ত নেই। এসব প্রশ্ন শুধু অশিক্ষিত মানুষের নয় বহু আধুনিক শিক্ষিত ব্যক্তিও ভোটার তালিকা নিয়ে অজ্ঞতার শিকার। অথচ ভারতের নির্বাচন কমিশন অনেক এগিয়ে গিয়েছে। চালু হয়েছে অনলাইন পদ্ধতি। এমনকি এই বছরকে সহজে নথিভুক্তিকরণের জন্য বিশেষভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। অথচ প্রচারের অভাবে সব কিছুই থেকে যাচ্ছে জানার বাইরে।

এ বছরের জানুয়ারি ২৫ তারিখ জাতীয় ভোটদাতা দিবসে প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ডঃ আব্দুল কালাম জাতীয় ভোটার পরিষেবা পোর্টালটির (এনভিএসপি) উদ্বোধন করেন। একটি জানালার মাধ্যমে ভোটদাতাদের সবরকম পরিষেবা প্রদানের জন্য নির্বাচন কমিশনের ওয়েবসাইট এনভিএসপি) উদ্বোধন করেন। একটি জানলার মাধ্যমে ভোটদাতাদের সবরকম পরিষেবা প্রদানের জন্য নির্বাচন কমিশনের ওয়েবসাইট www.eci.nic.in–এ এনভিএসপি লিঙ্কটি দেওয়া হয়েছে।

১) ভোটার তালিকায় ভোটদাতার নাম খুঁজে পাওয়া যায়

২) নতুন ভোটদাতার নাম অনলাইনে ইংরেজি বা হিন্দিতে নথিভুক্ত করা যায়।

৩) কোন সংশোধনের প্রয়োজন থাকলে সেটিও অনলাইনে করা যায়।

৪) ভোটদাতা নিজের পোলিং বুথ, বিধানসভা কেন্দ্র ও সংসদীয় কেন্দ্রের তথ্য দেখতে পারেন।

৫) বুথ স্তরের আধিকারিক, ভোটার নথিভুক্তিকরণ আধিকারিক ও অন্যান্য নির্বাচনী আধিকারিকদের তথ্য পাওয়া যাবে।

৬) ব্যবহারকারীরা নিজেদের আধার নম্বরকে নির্বাচনী পরিচয়পত্রের তথ্যের সঙ্গে যুক্ত করতে পারেন।

৭) মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকদের দফতরের ওয়েবসাইটের লিঙ্ক পাওয়া যাবে।

৮) নির্বাচনী পদ্ধতি সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করতে ব্যবহারকারীরা স্বল্প পরিসরের অডিও–ভিজ্যুয়াল চিত্রগুলি দেখতে পারেন।

৯) নির্বাচনী পদ্ধতিগুলির বিষয়ে জানতে অডিও–ভিজ্যুয়াল চিত্রগুলির স্ক্রিপ্টটি দেখা যেতে পারে

১০) বৈদ্যুতিন ভোটযন্ত্রের বিষয়ে একটি স্বল্প পরিসরের শিক্ষামূলক চলচ্চিত্র দেখা যেতে পারে।

২০১৫ সালটিকে সহজে নথিভুক্তিকরণ ও সহজে সংশোধন–এর জন্য চিহ্নিত করা হয়েছে। এ বছর ভারতের নির্বাচন কমিশন তথ্যপ্রযুক্তির সবরকম সাহায্য নিয়ে ভোটদাতাদের সহায়তা প্রদানের প্রচেষ্টা করার প্রয়াস করবে। এন.ভি.এস.পি সেই লক্ষ্যে একটি প্রয়াস।

সোনারপুর আবগারি দফতরের তল্লাশি শুরু

নিজস্ব প্রতিনিধি : এবার থেকে সোনারপুর আবগারি দফতর নতুন পরিকল্পনায় চোলাই কারবারিদের ধরপাকড় শুরু করল। গাড়ি নয়, বড় ভ্যান নয়, টাটা সুমো নয়, কেবল মাত্র দু–চাকার বাইক দিয়ে এতো দিন ধরে ধরপাকড় চলছিল আবগারি দফতর লেখা বিশাল প্রিজন ভ্যান গাড়ি করে। কিন্তু দফতরের কর্মীরা চোলাইয়ের ঠেকে পৌঁছাবার আগেই খবর পেয়ে কারবারীরা চম্পট দিত। খুব একটা রেজাল্ট পাওয়া যেত না।

এবার থেকে আবগারি দফতর বাইক অভিযানে সফল হতে চলেছে। সোনারপুর সার্কেলের আবগারি দফতরের আধিকারিক বলেন যে সমস্ত চোলাইয়ের যে ঠেকগুলি আছে তাদের লোকজন বহু দূর থেকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পাহারা দেয়। যদি দূর থেকে দেখে আবগারি দফতরের গাড়ি ঢুকছে সঙ্গে সঙ্গে চ্যালারা খবর পৌঁছে দেয় ঠেকে মোবাইলের মাধ্যমে। সঙ্গে সঙ্গে কারবারীরা খবর পেয়ে পাততারি গুটিয়ে পালিয়ে যায়। সেই কারণে নতুন পদ্ধতি চালু করেছি। বড়বাবু জয়ন্ত বসু বলেন মাথা খাটিয়ে এবং অনেক ভাবনা চিন্তা করে আমরা বাইক বাহিনী দিয়ে কাজ শুরু করে হাতেনাতে রেজাল্ট পেয়ে গিয়েছি কয়েকদিনের মধ্যে। সোনারপুর অঞ্চলে রামচন্দ্রপুর, কামালগাজী বাইপাস পেপসির মোড়, খেয়াদা, গড়িয়া জলপোল থেকে এই নতুন পদ্ধতি প্রয়োগ করে প্রায় ৬ হাজার লিটার চোলাই মদ উদ্ধার করা হয়েছে।

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৪৯ বর্ষ, ২৮ সংখ্যা, ৯ মে – ১৫ মে, ২০১৫

প্রকৃতির সঙ্গে বাঁচা

সম্প্রতি ভারতসহ প্রতিবেশী নেপালে অজস্র মানুষ প্রকৃতির রোষে প্রাণ হারিয়েছে। সারা বিশ্বের সহানুভুতি ও সহযোগিতা নেপালের ভূমিকম্প বিধ্বস্ত মানুষের পাশে থেকেছে। দু'বছর আগে ভারতের কেদারনাথেও বহু মানুষ প্রকৃতির তান্ডবে প্রাণ হারিয়েছিল। প্রকৃতির প্রতি অত্যাচার এবং অবৈজ্ঞানিক ভাবে বিজ্ঞানের ব্যবহারের প্রবণতা সম্প্রতি দুই ঘটনার এক সংযোগ সূত্র লক্ষ্য করা যাচ্ছে। কেদারনাথের ভূমি ধসের নেপথ্যে ছিল একদিকে বেআইনি হোটেল নির্মাণের প্রবণতা, অন্যদিকে ডিনামাইট দিয়ে পাহাড় ধ্বংস করে, নদীর গতিপথ বিঘ্নিত করে বিভিন্ন নির্মাণ শিল্প গড়ে তোলার তাগিদ। নেপালের ক্ষেত্রে হয়তো ভূমিকম্পই এতো মানুষের প্রাণ কেড়ে নিয়েছে। কিন্তু জানা যাচ্ছে সাম্প্রতিক অতীতে চিন এভারেস্টের তলা দিয়ে পাহাড় ধ্বংস করে টানেল নির্মাণ করেছিল অত্যন্ত গোপনে। শুধু তাই নয় চিন তিব্বত এবং অরুণাচল প্রদেশের অধিকার কায়েম করার অন্ধ তাড়নায় একের পর এক পাহাড়ি পথ নির্মাণ করে চলেছে পাহাড় এবং প্রকৃতিকে ধ্বংস করে। কেদারনাথের শিক্ষা চিন গ্রহণ করেনি। স্বাভাবিক ভাবে শান্ত হিমালয় একের পর এক পর্যটনের নামে চলছে বেআইনি নির্মাণ। ভূমিকম্পের তীব্রতা যত সামান্যই হোক তুষারময় হিমালয়ের ক্ষেত্রে বিপদজনক হয়ে ওঠে সহজেই। পাহাড়ি অঞ্চলে নির্মাণ প্রক্রিয়া সমতলের মতো নয়। শুধু সবুজ ধ্বংস নয়, পাহাড়ি পথ নির্মাণ করতে গেলে ডিনামাইটের বিস্ফোরণ অনিবার্য। সেই কম্পন অল্পবিস্তর ক্ষতি করে বহু পুরনো মঠ–মন্দিরকে। ঐতিহাসিক নির্মাণগুলি সহজেই তাই ভেঙে পড়েছে ভূমিকম্পের দাপট সহ্য করতে না পেরে। প্রকৃতিকে সঙ্গে নিয়ে এগিয়ে চলাই প্রকৃত পরিবেশ বান্ধব সমাজ গঠনের হাতিয়ার। প্রকৃতির সঙ্গে বিরোধিতা করলে ধ্বংসের অভিশাপ সহ্য করতেই হবে। ভারতবর্ষের শহরগুলিতেও চলছে বিজ্ঞানের আড়ালে অবৈজ্ঞানিক নির্মাণের ব্যবসায়িক অসুস্থ প্রতিযোগিতা।

প্রাচীন ভারতের বিজ্ঞান ও নির্মাণ দর্শন পাশ্চাত্য শিক্ষাভিমানী বিজ্ঞানীকুল গ্রহণ করতে ব্যর্থ। পরিবেশ বান্ধব উৎসব অনুষ্ঠান এবং সামাজিক দর্শনের ভিত্তিভূমি ভারতবর্ষ। বোলপুরের শান্তিনিকেতনে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর শান্তিনিকেতন আশ্রমের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এমনই দর্শন নিয়ে। কবিগুরু রবিঠাকুরের হাতে শান্তিনিকেতন ও শ্রীনিকেতন হয়ে উঠেছিল পরিবেশ সচেতনতার প্রতীক ও দিশারী। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর কাজে তাঁর লেখনি ও জীবন দর্শনে প্রকৃতিকে সঙ্গে নিয়ে চলার শিক্ষা দিয়ে গিয়েছেন। আধুনিক ভারত সে শিক্ষা গ্রহণ করতে ব্যর্থ। রবীন্দ্রনাথ সমগ্র এশিয়াতে চেষ্টা করেছিলেন তাঁর ভাবনার বিস্তার ঘটাতে। পরিবেশের প্রতি বর্বরতা তিনি সহ্য করতে পারেননি। যুগদর্শী এই মহাপুরুষের ভবিষ্যৎবাণী আজ মানব সভ্যতার সঙ্কটকে নতুন ভাবে ভাবিয়ে তুলেছে। ভারত সহ প্রতিবেশী পার্বত্য রাষ্ট্রগুলির চিন্তা–ভাবনার দিন এসেছে বৈজ্ঞানিক নির্মাণের ক্ষেত্রে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট নীতি ও চুক্তির আশু প্রয়োজন। হিমালয় না বাঁচলে আমরা বাঁচবো না। চিন, ভারত, ভূটান, বার্মা, পাকিস্তান কেউই প্রকৃতির হাত থেকে রেহাই পাবে না।

মুকুল–মমতার দ্বৈরথ আসলে গট–আপ গেম

নির্মল গোস্বামী

বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতিকে মঞ্চে বসে আর এক সর্বভারতীয় নেতা যিনি পশ্চিমবঙ্গের সংগঠনের দায়িত্বপ্রাপ্ত তিনি বললেন ২০১৪–তে ভাগ মদন ভাগ, ২০১৫–এ ভাগ মুকুল ভাগ,, ২০১৬–এ ভাগ মমতা ভাগ। মদন ২০১৪–তেই সিবিআইয়ের হেফাজতে চলে গিয়েছেন। ২০১৫–এর প্রথম দিকে মুকুলের হাজতে থাকার কথা। কারণ যে দল সরকার চালাচ্ছে সেই দলের প্রধানমন্ত্রীর হাতেই সিবিআই দফতর। তদন্তের ডে টু ডে অগ্রগতির খুঁটি নাটি পিএম ও দফতর জানে এবং সেখান থেকে সেই দলের বাকি নেতা মন্ত্রীদের সেই তথ্য না জানার কারণ নেই। ফলে সেই দলের কেন্দ্রীয় নেতারা হাওয়ার কথা বলবে এটা বিশ্বাস করা সহজ নয়। আবার অন্য দিকে সিদ্ধার্থনাথ সিং নতুন কিছু বলেন নি। খোদ মুখ্যমন্ত্রী মিডিয়ার সামনে এরা চোর নয় বলে ক্রমানুসারে যাদের ডিফেন্স করতে চেয়েছিলেন সেই নামের তালিকায় শেষের দিকে থাকা তিনটি নামের উল্লেখ করেছেন মাত্র। 'ঠাকুর ঘরে কে রে না আমি তো কলা খাইনি'র মতো সারদার চোরের নামের তালিকায় মুখ্যমন্ত্রী ফেঁসে গিয়েছেন। তিনি নিজেই অর্থাৎ তাঁর পুলিশ তাঁরই সার্টিফায়েড তালিকার ১ম জনকে ধরেছে। অনেকে মনে করেন ব্যাপারটা কাকতালীয় ভাবে মিলে গিয়েছে। আসল কিন্তু তা নয়। তৃণমূল দলের মিটিং মিছিল এবং নির্বাচন পরিচালনার জন্য যে বিপুল পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন হতো তা জোগান দেওয়ার ভার যে কোর গ্রুপটার উপর ছিল তাদেরই নাম মুখ্যমন্ত্রীর মনে এসেছিল। তার বাইরে কারও নাম মনে পড়ার কথাও নয় মনে পড়েওনি। ফলে সিদ্ধার্থ সিংয়ের কথা শুনে বঙ্গবাসীগণ যে একেবারে আকাশ থেকে পড়ল তা কিন্তু নয়। সিবিআইয়ের নেক নজরে কারা কারা পড়তে পারে তার একটা ধারণা মানুষের ছিলই। সিদ্ধার্থ নাথ সেই ধারণাকেই মান্যতা দিয়েছিলেন মাত্র। যাই হোক উভয় দিকের বাকযুদ্ধের ফলে আমরা ভেবেছিলাম মদন মিত্রের পর মুকুলের হাজতবাস অবধারিত। ২০১৫–র চার মাস অতিক্রান্ত প্রায়। সিবিআই একবার যেন মুখ রক্ষার জন্য ডেকে কফি টিফিন খাইয়ে সেই যে ছেড়ে দিল আর তার নামও একবার উচ্চারণ করেনি। মমতাও তাকে তার সব পদ থেকে ঝেড়ে ফেলল। তিনি এখন মুক্ত পুরুষ। অথচ এমনটা হওয়ার কথা ছিল না।

মদন মিত্র এখনও জামিন পায়নি। তৃণমূল দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদকের নাম অবধারিত ভাবেই সারদার বৃহত্তর ষড়যন্ত্রের তালিকায় থাকার কথা। সংবাদ মাধ্যমের দৌলতে আমরা জেনে ছিলাম যে ২০১১ বিধানসভা নির্বাচনে প্রতি এমএলএ প্রার্থীদের ১৫ লক্ষ করে যে টাকা বিলি করেছিলেন স্বয়ং মুকুল রায়। সেই টাকার উৎসও তিনি জানেন। তারপর আসিফ খানের বয়ানে স্পষ্ট যে পালানোর আগে মুকুলের সঙ্গে সুদীপ্তের সাক্ষাৎকার হয়েছিল। চিঠির বয়ানও তিনি লিখে দিয়ে দিয়েছিলেন। গা ঢাকা দেওয়া অবস্থায় মুকুলের সঙ্গে সুদীপ্তের ঘন ঘন ফোন হতো। এই সব তথ্য সিবিআইয়ের হাতে থাকা সত্বেও সিবিআই মুকুল সম্পর্কে এমন উদাসীন কেন? তার কারণ হল মমতা–মুকুলের বোড়ের চালে বিজেপির রাজা কিস্তি খেয়ে গিয়েছে। মমতা–মুকুলের নকল দ্বৈরথকে সত্যি ভেবে বিজেপি বোকা বনে গিয়েছে। তারা ভাবছে মুকুলকে দিয়ে তৃণমূলকে ভেঙে পশ্চিমবঙ্গের ক্ষমতা দখল করবে। পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতা দখল করতে তারা এতোটাই লোভী হয়েছে যে হুস্যি দিগ্গি জ্ঞান শূন্য হয়ে গিয়েছে। গাছে একটা ফল সবে ধরছে তাকে পুরুষ্ঠ হওয়ার বা পাকবার বয়স তো দিতে হবে। আর অপুষ্ট অবস্থায় পেড়ে পাকাতে গেলে তা দরকাঁচা মেরে যাবে। পশ্চিমবঙ্গের বিজেপি দলটা বর্তমানে দরকাঁচা হয়েই গিয়েছে। পাঠককুল হয়তো ভাবছেন যে আমি উল্টোপাল্টা লিখছি। এর কোনও বাস্তব প্রমাণ নেই। আপনার লেখার স্বাধীনতা আছে বলে যা খুশি তাই লিখছেন। এ কথা সত্য যে আমার হাতে বাস্তব প্রমাণ নেই। কিন্তু সাংবাদিকরা যুক্তি নির্ভর অনুমানের উপর ভিত্তি করে মন্তব্য সত্য সম্পর্কে দিক নির্দেশ করেন। অনেক সময়ই তা মিলে যায়। আর যিনি মেলাতে পারেন তিনি তত দক্ষ সাংবাদিক রূপে পরিচিতি পায়।

এখানে সহজ যুক্তি হল যে যারা তৃণমূল দলটাকে জানে তারা জানে যে মমতার সম্মতি ছাড়া কোনও নেতা কোনও কাজই

করতে পারে না। ছাগল চাষের জন্য সরকারি অনুদানের টাকাটাও যিনি বিভাগীয় মন্ত্রীকে দায়িত্ব না দিয়ে নিজে হাতে বিলি করেন সেই মমতাকে না জানিয়ে মদন–মুকুলরা কোটি কোটি টাকা সারদা সহ অন্য কোম্পানিদের থেকে নিয়ে দলের কাজে লাগাবে এ কথা কি বিশ্বাসযোগ্য? ফলে ত্রিনেত্র হোক বা চার চোখ বা পাঁচ চোখ কোম্পানিই হোক যেখান থেকেই টাকা আসুক না কেন তা নেত্রী জানবেনই। আর শেষমেষ ১১ কোটি খরচ করেও যখন সিবিআই আটকানো গেল না তখন প্রথম সারির নেতাকে ডাক পড়বে তা কারও অজানা নয়। আর তাই নিয়ে কে কেমন ভাবে ডিফেন্স করবে তা নিয়ে দলের মধ্যে আলোচনা বা অভিযুক্তরা নেত্রীর সঙ্গে আলোচনা ছাড়াই সিবিআইয়ের কাছে বিবৃতি দিল এ কথা যারা ভাবছে তাদের রাজনীতির প্রাথমিক পাঠের অভাব আছে। মুকুল রায়ের সম্পর্কে যতটুকু খবর বাজারে চাউর ছিল তাতে করে মুকুলের বাঁচার পথ ছিল না। সব অভিযোগ স্বীকার করলেও গ্রেফতার আর অস্বীকার করলেও গ্রেফতার। একটা দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক গ্রেফতার হচ্ছে সেটা দলের ক্ষেত্রে বিরাট বিড়ম্বনা। মুকুল গ্রেফতার হলেই নেত্রীর সম্পর্কে সাধারণ কর্মী বা সমর্থকদের মনে সন্দেহ দেখা দিত। পার্টি তখন তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়বার সম্ভাবনা ছিল। এই অবস্থা থেকে বের হওয়ার একমাত্র পথ ছিল লোকসভার ফ্লোরে বিজেপির সঙ্গে আঁতাত করা। কিন্তু সংখ্যালঘু ভোট হারাবার ভয় আছে। মোদিজীর সঙ্গে মমতার প্রথম থেকে যা ব্যবহার তাতে করে এখন মোদিজীকে সরাসরি সমর্থন করে সিবিআইয়ের হাত থেকে বাঁচার চেষ্টা করা প্রায় অসম্ভব। সে ক্ষেত্রে যাতে দলও বাঁচে মুকুলও বাঁচে তার একটা নিখুঁত চিত্রনাট্য রচনা করে মুকুল–মমতা বাজারে নামলেন এবং তাতে ষোলো আনাই সফল হলেন।

এই ভাবে আইনের হাত থেকে কতটা রেহাই পাবে সেটা সময়ই বলবে। কিন্তু জনতার কাছে এখন মমতা বলছে টাকা পয়সার ব্যাপারটা মুকুল এতো দিন দেখতো। যা করার ওই করেছে আমি কিছু জানি না। আর মুকুল বলছে আমি এখন তৃণমূল দলের কোনও পদে নেই। ফলে সেই দলের কোনও কেলেঙ্কারির দায়ও আর আমার নেই। মুকুল দল ভাঙিয়ে বিজেপির হাতে রাজ্যের ক্ষমতা তুলে দিতে সাহায্য করবে এই আশার ছলনে ভুলে পিএম–ওর অফিসের নির্দেশে সিবিআই–ও বোধ হয় মুকুলকে এক্স্ ফ্যাক্টর করে দিয়েছে। মুকুল–মমতার লড়াই যদি সত্যি হতো তাহলে ছেলেকে তৃণমূলে রেখে নিজে অন্য দলে যাওয়ার চেষ্টা করত না। আর মুকুলবাবুও জানেন যে এই মুহূর্তে কোনও দলই তাঁকে ঠাঁই দিয়ে বিড়ম্বনায় পড়তে রাজি নয়।

দ্বিতীয়ত, লড়াই সত্যি হলে মুকুল যা জানে নেত্রীর কথা অনুযায়ী যা থেকে বিরোধের সূত্রপাত সিবিআইয়ের কাছে অভিষেকের নাম বলে এসেছে সেই সত্য কথাগুলো এতো দিনে মিডিয়ার সামনে বলে দিতেন। যেমন সিউড়ির বিধায়ক স্বপনবাবু সব বলেছেন সেইভাবে মুকুলবাবু তো বলতে পারতেন যে আমার নামে যা অভিযোগ তা নেত্রীর কথায় করেছি। তিনি যদি সত্যিই জননেতা হয়ে থাকেন তাহলে সত্য কথাটা দেশবাসীর কাছে জানানো উচিত। তিনি তো আর সাধারণ কর্মী ছিলেন না। তিনি দলের প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। তিনি গোটা দলকে পরিচালনা করতেন। সেই তিনি এখন ক্ষমতা শূন্য একজন সাধারণ সদস্য মাত্র। তাহলে কতখানি অপরাধ করলে একটা দলের সাধারণ সম্পাদকের এই হাল হয়। আমার প্রশ্ন অপরাধটা তিনি দলের কাছে করছেন না জনগণের কাছে করেছেন? সিবিআই একটা বিষয়ে সত্যানুসন্ধানে নেমেছে সেই সিবিআইকে সাহায্য করার জন্য যদি দল এই শাস্তি দেয় তাহলে সঙ্গে সঙ্গে আর একটা প্রশ্ন আসে তাহলে কাকে বাঁচাতে চাইছে দল? সেই কথাটা জনসমক্ষে মুকুলবাবুর বলা প্রয়োজন তবে তাঁর সততার কথা লোকে বিশ্বাস করবে। যে ভাবে তিনি আজ একাকী ঘুরে বেড়াচ্ছেন অথচ কিছুই প্রকাশ করছেন না, বা সিবিআই তাঁর দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে নতুন কোনও হেভিওয়েটের দিকে হাত বাড়াচ্ছে না তাতে করে মনে হওয়াটাই স্বাভাবিক যে এটা গট–আপ গেম– হয়তো বা কেন্দ্রীয় বিজেপি নেতৃত্বও এই গেমে সামিল!

অমৃত কথা

৫৪৯ ঈশ্বর দর্শন না হলে জীবের অহঙ্কার যায় না। যদি কারো অহঙ্কার গিয়ে থাকে, তার অবশ্য ঈশ্বর দর্শন হয়েছে বুঝতে হবে।

৫৫০ 'সিদ্ধাইদের' ওপর পরমহংসদেব ভারী চটা ছিলেন যদি কোনো সাধক কোনো সিদ্ধাইয়ের কাছে যাতায়াত করে শুনতেন, তবে তাকে নিষেধ করতেন, বলতেন, 'ওদের কাছে যেতে নেই। তা হলে সচ্চিদানন্দ স্বরূপ ভগবত পাদপদ্ম হতে হটে গিয়ে সামান্য শক্তিলাভের বাসনায় মন আবদ্ধ হয়ে পড়ে।'

৫৫১ যতদিন অবিদ্যার ল্যাজ না খসে, লোকে ততদিন সংসার জালে পড়ে থাকে, অবিদ্যার ল্যাজ খসলে জ্ঞান হলে তবে মুক্ত হয়ে বেরুতে পারে, আবার ইচ্ছে হলে সংসারেও থাকতে পারে।

৫৫২ সংসারি যদি জীবন্মুক্ত হয়, সে মনে করলে অনায়াসে সংসারে থাকতে পারে। যার জ্ঞান লাভ হয়েছে তার এখান সেখান নেই তার সব সমান।

৫৫৩ জীবন্মুক্ত পুরুষের একটু মায়া থাকে। পূর্ণ ব্রহ্মজ্ঞান হলে ২১ দিনের বেশি জীবন থাকে না।

৫৫৪ বড় বড় চালের গোলায় কল পেতে মুড়ি দিয়ে রাখে। ইঁদুরেরা মুড়ির সোঁদা সোঁদা গন্ধে চাল ছেড়ে তাই খেতে যায় এবং কলে পড়ে প্রাণ দেয়। জীবেরও সেই দশা, কোটি কোটি রমণ সুখের জমাট স্বরূপ ব্রহ্মানন্দ পরিত্যাগ করে বিষয়াদিতে যে একতিল আন্দ আছে, তাহা সংগ্রহ করে ও মায়ায় আবদ্ধ হয়।

৫৫৫ এক ব্যক্তি গৃহ ত্যাগ করে ১৪ বছর নির্জনে সাধনা করে কিছু শক্তি লাভ করে। পরে সে বাড়ি এসে আপন ভাইকে আহ্লাদের সঙ্গে বললে, 'দাদা! দাদা! আমি সিদ্ধি লাভ করেছি।' দাদা বললে 'কি সিদ্ধি লাভ করেছিস?' সে বললে 'আমি হেঁটে গঙ্গা পার হতে পারি।' দাদা বললে, 'ছি, ছি, ১৪ বছর তপস্যা করে শেষে কিনা আধ পয়সা রোজগার করতে শিখলি। তুই ১৪ বছর তপস্যা করে যা শিখেছিস লোকে আধ পয়সা খরচ করে তাই করে।'

যে সাধু ওষুধ দেয় ও নেশা করে সে ঠিক সাধু নয়, তাঁর সঙ্গ করা উচিত নয়।

ফেসবুক বার্তা

ভূমিপুত্ররা স্বদেশে পরবাসী

পর্ব ২২

সুস্বাগত বন্দ্যোপাধ্যায়

ভারতের আর্থ সামাজিক ব্যবস্থায় জাতপাত তথা দলিত সমস্যা শুধুমাত্র রাজনৈতিক বিচ্ছিন্নতা সংঘর্ষের ক্ষেত্র নয়। স্বাধীনতার পর থেকে উপজাতিগত উপজাতীয়তা দেশের বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনের ক্ষেত্র তৈরি করেছে। বৃহৎ ভারতীয় সমাজ জীবন থেকে ভৌগোলিক ও সামাজিক ভাবে বিচ্ছিন্ন সমকালের নৃতত্ত্ববিদ আন্দ্রে বেতে ভারতের আদিবাসী সমাজের ওপর দীর্ঘদিন ধরে গবেষণা করে চলেছেন। তাঁর ভাবনায় আদিবাসী বা ভূমিপুত্র রাষ্ট্র সমাজ–সভ্যতার বাইরে বসবাস করে। এই রাজনৈতিক ভূগোলে যারা বসবাস করে তাদের কাছে রাষ্ট্রের আইন ব্রাত্য। নিজস্ব প্রথা রীতিনীতি আইনের অনুশাসনে শাসিত ভূমিপুত্ররা ভারতে দলিতরা সামাজিক ভাবে পদদলিত হলেও তারা পৌর সমাজ জীবনে নিজেদের বেঁচে থাকার অধিকারে সংগ্রাম করে চলেছে। ভূমিপুত্ররা কিন্তু ভাষা সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যতা রক্ষার দাবিতে সক্রিয়।

ভারতে ২০১১ সালে জনগণনা অনুযায়ী ১০৪,২৪১,০৩৪ জন উপজাতি বসবাস করে। গ্রামে বসবাস করে ৯ কোটি ৮৩ লক্ষ ১৯ হাজার ১৬২ জন।। শহরে বসবাস করে ১ কোটি ৪৬ লক্ষ ১৮ হাজার ৭২। ২০০১ সালে উপজাতির জনগোষ্ঠীর সংখ্যা ছিল ৪৮৪,৩২৬,২৪০। গত দশ বছরে উপজাতির সংখ্যা বেড়েছে ৯%। সাক্ষরতা হার ৪৭.১%। ৮০% উপজাতি অন্ধ্রপ্রদেশ, ওড়িশা, ঝাড়খণ্ড, ছত্তিশগড়, মধ্যপ্রদেশ, উত্তর মহারাষ্ট্র ও দক্ষিণ গুজরাটে, ১২% উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলিতে বাকি ৮% দেশের অন্যান্য রাজ্যে বসবাস করে। তবে উত্তর পূর্বাঞ্চলের পার্বত্য অঞ্চলে উপজাতিরা সংখ্যাগরিষ্ঠ সমতল সহ অন্যান্য রাজ্যে তারা সংখ্যালঘু।

স্বাধীনতার উত্তরকালে উপজাতি জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতি গত স্বতন্ত্রতাকে রক্ষার জন্য সংবিধানের পঞ্চম তফশিলে স্পষ্টভাবে বিধিবদ্ধতা লিপিবদ্ধ করা হয়। ষষ্ঠ তফশিলে তাদের স্বাধিকারের স্বীকৃতি দেওয়া হয়। এই কারণে সংসদে আইন প্রণয়ন করে সাংবিধানিক সংশোধনের দ্বারা নাগাল্যান্ড মিজোরামে উপজাতিদের প্রথাগত নিয়ম রীতিনীতি অনুযায়ী স্থানীয় সামাজিক জীবন যাপনের স্বীকৃতি দেওয়া হয়। উপজাতিদের সুরক্ষায় সংবিধানের ৪৬ নং ধারায় সামাজিক অন্যায় অবিচার প্রতিরোধের জন্য শিক্ষা অর্থনীতির বিকাশে বিশেষ সুযোগ সুবিধা দেওয়া হয়। ২৪৪(২) ধারায় স্ব–শাসিত উপজাতি পর্ষদ গড়ে তোলা, ২৭৫(২) ধারায় তাদের জনকল্যাণে বিশেষ অনুদান, ৩৩০,৩৩২, ৩৩৫ ধারায় লোকসভা রাজ্য আইন সভায় আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

জওহরলাল নেহেরু চিন্তা ভাবনা করেছিলেন উপজাতি জীবনের সামাজিক অর্থনৈতিক রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশের মধ্য দিয়ে ভারতে সামাজিক জীবনের মূল ধারার সাথে কিভাবে যুক্ত করা যায়। উপজাতি কল্যাণে তিনি সরকারের পাঁচটি নীতি ঘোষণা করেছিলেন। প্রথমত, উপজাতিদের উন্নতি তাদের আপন প্রতিভা দ্বারা রূপায়িত হবে। দ্বিতীয়ত উপজাতিদের জমি জঙ্গলের লপর অধিকারকে মর্যাদা দেওয়া। উপজাতি এলাকায় বাইরের লোকেদের জমি কেনা নিষিদ্ধ। বাজারী অর্থনৈতিক কাজকর্ম ভূমিপুত্রদের জমি দখল করে করা যাবে না। তৃতীয়ত উপজাতি গোষ্ঠীর ভাষা কে মর্যাদা ও উৎসাহ দেওয়া হবে। চতুর্থত উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চলে প্রশাসক নিয়োগের ক্ষেত্রে তাদের মতামতকে গুরুত্ব দেওয়া। পঞ্চমত, উপজাতি গোষ্ঠীর সামাজিক সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের মধ্য দিয়ে প্রশাসনিকতা ও উন্নয়নের কাজকর্ম করা হবে। প্রশ্ন হল নেহেরুর উপজাতি কল্যাণ নীতি স্বাধীনতার ৬৮ বছরে কতটা বাস্তবায়িত হয়েছে।

দেশভাগের সময় পূর্ব পাকিস্তান থেকে হিন্দু উদ্বাস্তু পশ্চিমবঙ্গে আসতে শুরু করলে নেহেরু উপজাতিদের জমির অধিকার নীতিকে বেমালুম ভুলে গিয়ে তাদের জমি কেড়ে নিয়ে উদ্বাস্তু পুনর্বাসন করা হয়। পশ্চিমবঙ্গে ২ লক্ষ ৩০ হাজার হেক্টর জমি উদ্বাস্তু পূণর্বাসনে যে দেওয়া তার ৮০ হাজার হেক্টর জমি ছিল পুরাতন বৃটিশ শাসনাধীন জমি আইন অনুযায়ী উপজাতিদের সাধারণ সম্পত্তির উৎস বা Common Property resources. ভূমিপুত্রের ব্যক্তিগত মালিকানাকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছিল। তাদের জমি কেড়ে নেবার পর পশ্চিমবঙ্গ সরকার কোনরূপ ক্ষতিপূরণ দেয় নি। আসামে ১ লক্ষ ৪০ হাজার হেক্টর জমি উদ্বাস্তু পুনর্বাসনে যে দেওয়া হয় তাঁর মধ্যে ৬,৬০০ হেক্টর জমি উপজাতিদের এক্তিয়ার ভুক্ত। আসামে কাছাড় বরাক উপত্যকায় যে বোডো আন্দোলন ৮০ দশক থেকে মাথা চাড়া দিয়েছে তার একটা কারণ এই জমি জোড় করে অধিগ্রহণ। মেঘালয়–অরুণাচল প্রদেশে একই কায়দায় জমি কেড়ে নেওয়া হয়।

১৮৯৪ সালেতৎকালীন বৃটিশ সরকার যে জমি অধিগ্রহণ আইন রচনা করে সেই আইনে বলা হয় জঙ্গল এবং ভূমিপুত্রদের জমি বিনা নোটিশে এবং ক্ষতিপূরণে অধিগ্রহণ সরকার করতে পারে। জঙ্গলের ওপর ভূমিপুত্রদের অধিকার নীতি নেহেরু ঘোষণা করলেও সরকার পুরাতন জমি অধিগ্রহণ আইনের সংস্কার করে নি। যার ফলে উন্নয়নের নামে উপজাতি অধ্যুষিত রাজ্যগুলিতে দালাল চক্র জমি উপজাতিদের কাছ থেকে কেড়ে নিতে শুরু করে। যার ফলে সারা ভারতে ১০মিলিয়ান হেক্টর জঙ্গল ধ্বংস হয় একই সঙ্গে দলিতরা বাস্তুচ্যুত হয়।

ভূমিপুত্রের জমি জঙ্গলকে অর্থনৈতিক যুক্তিতে দেখাটা যতটা সঙ্গত ততটাই সঙ্গত ছিল সংস্কৃতিগত পরিচিতির ধারা। নেহেরু আদিবাসী মহিলার সাথে নেচে আদিবাসী সংস্কৃতি প্রেমের পরিচয় দিতে পারেন কিন্তু তাঁর জীবদ্দশায় ও পরবর্তীকালে আদিবাসী সংস্কৃতির ওপর আক্রমণ বন্ধ করতে পারেন নি। জমির দালাল মহাজন কাঠ শিকারীরা জঙ্গলে ঢুকে কেবলমাত্র জঙ্গল সাপাই করছে না। তাদের সংস্কৃতিকে ধ্বংস করতে সচেষ্ট। বিশেষ করে আধিবাসী মহিলাদের দেহ ব্যবসা করতে বাধ্য করছে। পশ্চিমবঙ্গে কলকাতার বাবুরা পুরুলিয়ায় মহুয়া রস আর ১০ টাকার নোট হাতে গুজে অযোধ্যা পাহাড়ে ফূর্তি করতে যায়। আধিবাসী মহিলারা বিশেষভাবে সম্মানিত। পুরুষতান্ত্রিক সমাজ হলেও মহিলা সম্মান রক্ষার্থে তারা সচেষ্ট থাকে। কিন্তু যেভাবে মধ্যবিত্ত বাবুরা মহিলাদের ভোগের জন্য ব্যবহার করছে তাতে তাদের সামাজিক শান্তি বিনষ্ট হয়। দেশের উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলিতে আদিবাসীরা সংখ্যাগুরুরা তারা ঐক্যবদ্ধ ভাবে প্রতিবাদ করতে জানে। অন্যান্য আদিবাসী অধ্যুষিত রাজ্যে মুখ বুজে অত্যাচার সহ্য করতে হয়।

ভারতের ৫৭৩ ধরনের আদিবাসী জনগোষ্ঠী রয়েছে। সরকারি পরিসংখ্যান অনুযায়ী ২৫৯টি জনগোষ্ঠী ১০৬টি ভাষায় কথা বলে কিন্তু তাদের ভাষাগত সংস্কৃতিকে যথাযথ ভাবে মর্যাদা দেওয়া হয় নি। প্রতিটি আদিবাসী জনগোষ্ঠী যাতে নিজেদের মাতৃভাষায় শিক্ষা লাভ করতে পারে তার সার্বিক উদ্যোগ লক্ষ্য করা যায় নি। পরিবর্তে প্রতিটি রাজ্যের আঞ্চলিক ভাষায় শিক্ষা তাদের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। সংস্কৃতিগত ভাবে আদিবাসীদের সহজ সরল সততা পূর্ণ জীবনকে প্রকৃতি জঙ্গলের সাথে বিষময় করে তোলা হচ্ছে।

দ্বাদশ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা কমিশনের (২০১২–১৭) রিপোর্টে স্বীকার করা হয়েছে যে ভারতে উপজাতি জনগোষ্ঠীর রক্ষণাবেক্ষণ কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকার বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পকে সার্বিক রূপায়নে ব্যর্থ হয়েছে। কমিশনের রিপোর্টে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, "....the extent to which to can benefit from general programs is more limited and the need from general programs in more limited and the need for special programs is greater than for SCS. The need for special efforts to ensure an adequate flow flows of benefits to the scheduled Tribes has been reorgianised in all plans beginning with first plan." কমিশনের রিপোর্ট অনুযায়ী ভারতে দারিদ্র্য সীমারেখা নীচে বসবাসকারী উপজাতি, জনগোষ্ঠীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ২২০.৪৯% কে মাত্র ১৫.২% উপজাতি পরিবারে পানীয় জলের ব্যবস্থা আছে। শিক্ষা থেকে উপজাতি ছাত্র ছাত্রীর সংখ্যা কমেছে। ২০১০–১১ সালে ১০.৯৩% থেকে ১০.৭০% উজজাতি শিশু ভর্তির সংখ্যা কমেছে। শিক্ষা ক্ষেত্রে সাধারণ ছাত্রদের সাথে উপজাতি ছাত্র–ছাত্রীদের ব্যবধান রয়েছে বলে কমিশনের অভিমত। উপজাতি জনজীবনে স্বাস্থ্য পরিষেবা আরো ভয়ংকর। যেখানে ৪২% দলিত গর্ভবতী মহিলা প্রসবকালীন চিকিৎসা পরিষেবা পায়, সেখানে প্রত্যন্ত গ্রামে বসবাসকারী উপজাতি ১৮% মহিলা হাসপাতালে শিশু সন্তান জন্ম দেয়। ভারতে প্রতি ১ হাজারে ৪ উপজাতি শিশু মৃত্যুর হার ৮৪। রক্তাল্পতা রোগে, অপুষ্টিতে ভোগে ১০.৫% উপজাতি শিশু।

পরিকল্পনা কমিশনে রিপোর্টে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে ৮টি রাজ্য ঝাড়খন্ড বিহার, ছত্রিশগড় মধ্যপ্রদেশ, পশ্চিমবঙ্গ, মহারাষ্ট্র, উত্তরপ্রদেশ, অন্ধ্রপ্রদেশের উপজাতি অধ্যুষিত জেলাগুলিতে ৭৬টি অতি বামপন্থী সংগঠন যে সমান্তরাল প্রশাসন গড়ে তুলেছে তার মূলে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর অনুন্নয়ন।

একাদশ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ন্যাশনাল সিডিউল ট্রাইবাস ফিনান্স এ্যান্ড ডেভালপমেন্ট করর্পোরেশনের মাধ্যমে উপজাতিদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের আর্থিক অনুদান সাহায্যের জন্য ২৬০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়। ২০০৭–৮ এবং ২০০৯–১০ সালে এই বরাদ্দ অর্থের একটি পয়তা খরচা খরচ হয়নি। ২০১১–১২ দেশের ৭.৫৬ লক্ষ উপজাতিকে এই প্রকল্পের আওতায় আনার জন্য আরো ৭০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়। ৩.৮৮ লক্ষ তফশিলি এই প্রকল্পের আওতাভুক্ত হয়েছে।

২০১০ সালে রামেশ্বর ওঁরাও সভাপতিত্বে তৃতীয় ট্রাইবাল কমিশন গড়ে তোলা হয়। এই কমিশন ২০১৩ সালে যে রিপোর্ট কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পেশ করেছে তাতে স্পষ্টভাবে ব্যক্ত হয়েছে উপজাতি সমাজের অনুন্নয়নের চিত্র। কমিশন সুপারিশ করেছে জঙ্গল এলাকায় উপজাতিদের অধিকার, খনিজ সম্পদের ওপর তাদের জীবিকা নির্বাহের সংস্থান এবং উপজাতি সামাজিক প্রতিষ্ঠানের স্বাধিকার রক্ষা করে তাদের উন্নয়নের রূপরেখা নির্মাণ করা।

সংশয়! দ্বাদশ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা তৃতীয় উপজাতি কমিশনের রিপোর্ট সুপারিশ আদৌ কি বাস্তবায়িত হবে! প্রথম দ্বিতীয় উপজাতি কমিশন উন্নয়নের গল্প শুনিয়ে বিপুল অর্থ খরচ করেছে। অথচ ভূমিপুত্রের গড় আয় সারাদিনে ৩০ টাকাও নয়। অনাহার ভাতের ফ্যান এমনকি গাছে পাতা পোকা মাকড় খেয়েও ওরা বেঁচে আছে। ধন্য নেহেরুর উপজাতি উন্নয়নের স্বপ্ন! উপজাতি রমনীর সাথে ধামসা–মাদল বাজিয়ে নাচ অথবা লাস্যময়ী সাঁওতাল রমনীর সাথে দেহের উদ্দামতা!

বীজের শক্তি বাড়িয়ে বেশি ফলন তোলা যায়

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ১ মে সকালে সামালিস্থিত বিবেক নিকেতনে নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি আয়োজিত এক কৃষক সচেতনতা শিবিরে প্রদর্শিত হলো ,ক অভাবনীয় যন্ত্র। যে যন্ত্রের সাহায্যে আবিষ্কর্তা শচীন প্রকাশ বেরা ও অলোক জলভী দেখালেন কিভাবে যে কোনও বীজের শক্তি বাড়িয়ে দেওয়া যায়। এই শক্তিবর্দ্ধক বীজ দিয়ে চাষ করলে ফলন হবে দ্বিগুণের বেশি। দীর্ঘ পরীক্ষায় প্রমাণিত এই যন্ত্রে ইলেট্রোম্যাগনেটিক কম্পনের মধ্যে বীজগুলিকে ফেলে দিলে বেড়ে যাবে তার শক্তি। সার ছাড়াই বেড়ে যাবে তার ফলন। শুধু কৃষক ও মানুষের উপকারের জন্য গ্রামে গঞ্জে প্রদর্শন করে বেড়াচ্ছেন। ৮০ ছুঁই ছুঁই দুই যুবক ও তাদের সঙ্গী অভিজিৎ পাল। অনেক কৃষক এই শিবিরের যোগ দিয়ে তাদের বীজের শক্তি বাড়িয়ে নেন।

২০১৫–র পুর নির্বাচনের হাত বদল

ওয়ার্ড নম্বর	বিদায় (২০১০)	স্বাগত (২০১৫)
৭	মঞ্জুশ্রী চৌধুরী (তৃণমূল কংগ্রেস) (১৯৮৫–২০১০ পর্যন্ত ওয়ার্ডটি সিপিএমের দখলে ছিল, ২০১০–২০১৫ তৃণমূলের দখলে আসে এবার বিজেপির দখলে এলো)	বাপি ঘোষ (বিজেপি) (তৃণমূল প্রার্থীর সঙ্গে ব্যবধান : ২৯৬টি ভোট)
১৩	বিরতি দত্ত (সিপিআইএম) (শ্রীমতি দত্ত ২০১০–২০১৫ এই ওয়ার্ডের পুর প্রতিনিধি ছিলেন)	অনিন্দ কিশোর রাউত (কলকাতা হাইকোর্টের আইনজীবী, তৃণমূল কংগ্রেস) (সিপিএম প্রার্থীর সঙ্গে ব্যবধান : ১০৬৯টি ভোট)
১৭	ডা. পার্থ প্রতিম হাজারি (তৃণমূল কংগ্রেস)(বিদায়ী পুরবোর্ডের খাদ্যে ভেজাল প্রতিরোধ, কেন্দ্রীয় মেডিক্যাল স্টোরস ও টিবি হসপিটল দফতরের মেয়র পারিষদ, ২০১০–১৫ পুর প্রতিনিধি ছিলেন)	মোহন গুপ্তা ওরফে মনা (নির্দল প্রার্থী, তবে বিক্ষুব্ধ এই তৃণমূলী প্রার্থীর তৃণমূলে ফেরা কেবল সময়ের অপেক্ষা) (তৃণমূল প্রার্থীর সঙ্গে ব্যবধান : ১৬৩৩ টি ভোট)
১৮	বিশ্বনাথ দাস (সিপিআইএম) (শ্রী দাস ২০০৫–২০১৫ এই ওয়ার্ডের পুর প্রতিনিধি ছিলেন, যদিও এবারের প্রার্থী ছিলেন শ্রাবণী চক্রবর্তী)	সুনন্দা সরকার (তৃণমূল কংগ্রেস, সিপিএম প্রার্থীর সঙ্গে ব্যবধান : ৩৬৮৯ টি ভোট)
২০	সুধাংশু শীল (সিপিআইএম) (প্রাক্তন সাংসদ ও প্রাক্তন মেয়র পারিষদ, ১৯৯০–২০০৫ ও ২০১০–২০১৫ পুর প্রতিনিধি ছিলেন)	বিজয় উপাধ্যায় (তৃণমূল কংগ্রেস) (সিপিআইএম প্রার্থীর সঙ্গে ব্যবধান : ৪৬৯৬ টি ভোট)
৩২	রূপা বাগচী (সিপিআইএম) (প্রাক্তন বিধায়িকা গত ১৫ বছর এই ওয়ার্ডে পুর প্রতিনিধি, বিদায়ী পুরবোর্ডের সিপিএমের বিরোধী দলনেত্রী ছিলেন)	শান্তিরঞ্জন কুণ্ডু (তৃণমূল কংগ্রেস) (সিপিএম প্রার্থীর সঙ্গে ব্যবধান : ৪৬০৫ টি ভোট)
৩৩	রাজীব বিশ্বাস ওরফে রাজা (সিপিআইএম) (রাজীব বাবু ২০০৫–২০১৫ এই ওয়ার্ডে পুর প্রতিনিধি ও বিদায়ী পুর বোর্ডের তিন নম্বর বরো কমিটির অধ্যক্ষ ছিলেন)	পবিত্র বিশ্বাস (তৃণমূল কংগ্রেস) সিপিএম প্রার্থীর সঙ্গে ব্যবধান : ৭৩১২ টি ভোট)
৩৪	ঝুমা দাস (ফরোয়ার্ড ব্লক) (শ্রীমতি দাস ২০০৫–২০১৫ এই ওয়ার্ডের পুর প্রতিনিধি ছিলেন)	অলকানন্দা দাস (কলকাত হাইকোর্টের আইনজীবী, তৃণমূল কংগ্রেস) (সিপিএম প্রার্থীর সঙ্গে ব্যবধান : ১৪৪৫৯ টি ভোট)
৩৫	সমীর চক্রবর্তী (সিপিআইএম) শ্রী চক্রবর্তী ২০০৫–২০১৫ এই ওয়ার্ডের পুর প্রতিনিধি ছিলেন)	আশুতোষ দাস (তৃণমূল কংগ্রেস) (সিপিএম প্রার্থীর সঙ্গে ব্যবধান : ১৫৩৬৯টি ভোট)
৩৬	মৌসুমী ঘোষ (সিপিআই) (শ্রীমতি ঘোষ ২০০৫–২০১৫ এই ওয়ার্ডের পুর প্রতিনিধি ছিলেন)	রাজেশ খান্না (তৃণমূল কংগ্রেস) (সিপিআই প্রার্থীর সঙ্গে ব্যবধান : ১৬৪৩ টি ভোট)
৪৩	শ্বেতা ইন্দোরিয়া (তৃণমূল কংগ্রেস) ২০০৫–২০১৫ শ্বেতা দেবী এই ওয়ার্ডের পুর প্রতিনিধি ছিলেন)	শগুফ্তা পরভীন (ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস) (তৃণমূল প্রার্থীর সঙ্গে ব্যবধান : ২৭২১টি ভোট)
৪৬	শীলা কাপুর (সিপিআইএম) (শ্রীমতি কাপুর ২০০৫–২০১৫ এই ওয়ার্ডের পুর প্রতিনিধি ছিলেন, যদিও এবারের প্রার্থী ছিলেন তৃপ্তি দাস সরকার)	গোপাল চন্দ্র সাহা (তৃণমূল কংগ্রেস) (সিপিএম প্রার্থীর সঙ্গে ব্যবধান : ২২৬৯টি ভোট)
৫৯	দেবাংশু রায় ওরফে মণি রায় (সিপিআইএম) (শ্রী রায় ২০০৫–২০১৫ এই ওয়ার্ডের পুর প্রতিনিধি ছিলেন, যদিও এবারের প্রার্থী ছিলেন সিপিএমের জয়শ্রী দেব নন্দী)	জলি বসু (তৃণমূল কংগ্রেস) (সিপিএম প্রার্থীর সঙ্গে ব্যবধান : ১০১৩৫টি ভোট)
৬৪	ফরজানা চৌধুরী ওরফে মেরী (সিপিআই) (শ্রীমতি চৌধুরী ২০০৫–২০১৫ এই ওয়ার্ডের পুর প্রতিনিধি ছিলেন এবং ২০০৫– ২০১০ বিকাশ বাবুর নেতৃত্বে পুর বোর্ডের নিকাশী দফতরের মেয়র পারিষদ ছিলেন)	ইকবাল আহমেদ (তৃণমূল কংগ্রেস) (১৯৯৫–২০১৫ পর্যন্ত ৬২ নম্বর ওয়ার্ডের পুর প্রতিনিধি এবং ছ'নম্বর বরো কমিটির অধ্যক্ষ ছিলেন) (সিপিআই প্রার্থীর সঙ্গে ব্যবধান : ৪৩৯২টি ভোট)
৬৭	দীপু দাস (সিপিআইএম) (শ্রীমতি দাস ২০০৫–২০১৫ এই ওয়ার্ডের পুর প্রতিনিধি ছিলেন)	বিজন লাল মুখোপাধ্যায় (তৃণমূল কংগ্রেস) (সিপি এম প্রার্থীর সঙ্গে ব্যবধান : ২২৬৩টি ভোট)
৭০	সচ্চিদানন্দ মুখোপাধ্যায় ওরফে মনুয়াদা (তৃণমূল কংগ্রেস) (বিদায়ী পুর বোর্ডের অধ্যক্ষ, ২০০৫–২০১৫ পুর প্রতিনিধি ছিলেন)	অসীম কুমার বসু (ভারতীয় জনতা পার্টি) (তৃণমূল প্রার্থীর সঙ্গে ব্যবধান : ১৯৭৮টি ভোট)
৭৭	নিজামুদ্দিন শামস্ (ফরোয়ার্ড ব্লক, ২০১৩–র অক্টোবর থেকে তৃণমূলে) (যদিও এবার এই ওয়ার্ডের তৃণমূল প্রার্থী ছিলেন পরভিন ইসলাহি)	শামিমা রেহান খান (ফরোয়ার্ড ব্লক) (২০০৫–২০১০–এ ৭৭ নম্বরে এবং ২০১০ থেকে ২০১৫পর্যন্ত৭৮ নম্বরে ওয়ার্ডে পুর প্রতিনিধি ছিলেন) (তৃণমূল প্রার্থীর সঙ্গে ব্যবধান : ৪৮৬০টি ভোট)
৭৮	শামিমা রেহান খান (ফরোয়ার্ড ব্লক ২০১০–এ ৭৭ নং ওয়ার্ডের এবং ২০১০–২০১৫ ৭৮ নং ওয়ার্ডের পুর প্রতিনিধি ছিলেন। যদিও এবার ফব প্রার্থী ছিলেন নৌসাদ আলম ওরফে পাপ্পু)	নিজামুদ্দিন সামস্ (তৃণমূল কংগ্রেস) (২০০৫–২০১০ পর্যন্ত ৭৮ নম্বর ওয়ার্ডের পুর প্রতিনিধি ছিলেন, ২০১০–এর পুর নির্বাচনে ৭৭ নম্বর ওয়ার্ড থেকে ফ.ব.–র পুর প্রতিনিধি নির্বাচিত হন, ২০১৩–র অক্টোবরে তৃণমূল কংগ্রেস দলে নাম লেখান) (ফ.ব. প্রার্থীর সঙ্গে ব্যবধান : ১১৫১১টি ভোট)
৮০	হেমা রাম (তৃণমূল কংগ্রেস) (গত ১০ বছর এই ওয়ার্ডের পুর প্রতিনিধি, তৃণমূল নেতা পুর প্রতিনিধি রাম প্যায়ারী রামে'র স্ত্রী)	মহম্মদ আনোয়ার খান (নির্দল)(জিতেই তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দিয়েছেন, মহম্মদ খান হলেন সামসুজ্জামান আনসারীর সৎ ভাই) (তৃণমূল প্রার্থীর সঙ্গে ব্যবধান : ১৮৬৭টি ভোট)
৮৬	দুর্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় (তৃণমূল কংগ্রেস) (এবার তৃণমূলের প্রার্থী ছিলেন সুমা নস্কর, দুর্গা বাবু ১৯৮৫–২০০০ ও ২০১০–২০১৫ এই ওয়ার্ডের পুর প্রতিনিধি ছিলেন)	তিস্তা বিশ্বাস দাস (ভারতীয় জনতা পার্টি) (তৃণমূল প্রার্থীর সঙ্গে ব্যবধান : ১১০টি ভোট)

'বিশ্ব বাংলা' নিয়ে বিশ্বজয়ের স্বপ্ন মমতার

নিজস্ব প্রতিনিধি, নামখানা: 'বিশ্ব বাংলা' একদিন সারা বিশ্বের মডেল হবে। বৃহস্পতিবার নামখানার ইন্দিরা ময়দানে 'সুন্দরবন কাপ–২০১৪–১৫' পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে থেকে এ কথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রাজ্য সরকারের 'বিশ্বা বাংলা' ব্যান্ড সম্পর্কে উচ্ছ্বসিত মমতা এদিন বলেন 'বিশ্ব বাংলা মডেল একদিন সারা বিশ্বের মডেল হবে। এর জন্য স্বপ্ন দেখতে হয়। ভাবতে হয়। স্বপ্ন কখনও ভাঙতে নেই। বাধা পেয়ে থেমে যেতে নেই। ভয় পেয়ে থমকে যেতে নেই। বিশ্বাস করতে হবে। বিশ্বাস রাখতে হবে। তবে এগিয়ে যাওয়া যাবে। গর্ব করুন। গর্ব করতেই হবে। এদিন দুই ২৪ পরগনারসুন্দরবনের ১৯টি ব্লকের পুরুষ ও মহিলা ফুটবল দলের বিজয়ী, বিজিত ও সেরা ফুটবলারদের পুরস্কৃত করেন মুখ্যমন্ত্রী। পুরুষ বিভাগে ৯৬০টি ও মহিলা বিভাগে ৭৯টি দল অংশগ্রহণ করেছিল এই প্রতিযোগিতায়। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অতীত দিনের ফুটবলার গৌতম সরকার, বিদেশ বসু, কম্পটন দত্ত, প্রশান্ত ব্যানার্জি, মানস ভট্টাচার্য, অলোক দাস, সমরেশ চৌধুরি, বিশ্বজিৎ ভট্টাচার্যরা। এছাড়া দাবাড়ু দিব্যেন্দু বড়ুয়া, অ্যাথলিট সোমা বিশ্বাস উপস্থিত ছিলেন। গৌতম, দিব্যেন্দু ও সোমা রাজ্য সরকারের ক্রীড়া নীতি ও মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভূয়সী প্রশংসা করেন রাজ্যের খেলাধূলার উন্নতির জন্য। উপস্থিত ছিলেন স্বরাষ্ট্র সচিব বাসুদেব বন্দ্যোপাধ্যায়, ডিজিজি এম পি রেড্ডি, জেলাশাসক শান্তনু বসু, এস পি প্রবীণকুমার ত্রিপাঠী।

সুন্দরবনের খেলাধূলার উন্নয়ন প্রসঙ্গে মমতা বলেন, 'সব খেলার সেরা বাঙালির ফুটবল। একটি বল জোগাড় করতে পারলেই খেলা যায়। রাজ্যের জঙ্গলমহল, পাহাড় ও সুন্দরবনে এই ধরনের প্রতিযোগিতা চলছে। রাজ্য পুলিস এই প্রতিযোগিতা পরিচালন করছে। সুন্দরবনের হাজার হাজার ছেলে–মেয়ে এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছিল। তাদেরকে পুরস্কৃত করার পাশাপাশি প্রায় ৭ হাজার ক্লাবকে পরিকাঠামো তৈরির জন্য ২ লক্ষ টাকা করে অনুদান দেওয়া হয়েছে। আগামি তিন বছর আরও এক লক্ষ টাকা করে দেওয়া হবে। এছাড়া অংশগ্রহণকারী সব ক্লাবকে সরকারি শংসাপত্র দেওয়া হবে। এছাড়া অংশগ্রহণকারী সব ক্লাবকে সরকারি শংসাপত্র দেওয়া হবে। পুলিস–সহ একাধিক চাকরিতে এই খেলোয়াড়দের গুরুত্ব দেওয়া হবে।' সম্প্রতি মৃত প্রতিবন্ধী সাঁতারু মাসদুর রহমান ও তরুণ ক্রিকেটার অঙ্কিত কেশরীর পরিবারের এক সদস্যকে সরকারি চাকরি দেওয়ার কথা ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী।

এই অনুষ্ঠানের পাশাপাশি জেলার বেশ কয়েকটি প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাস করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কাকদ্বীপের হারউডপয়েন্টে একটি উপকূল থানা ও ভাঙড়ে নতুন থানা ভবনের উদ্বোধন করেন। শিলান্যাস করা হয় একাধিক সেতু, রাস্তার। জেলার পর্যটন নিয়ে এদিন মমতা বলেন, 'সাগর, বকখালি, ঝড়খালিকে নিয়ে পর্যটনের ভাবনা ভাবা হয়েছে। সাগরে ভোর সাগার, রূপসাগর ও ঢেউ সাগর নামে তিনটি প্রকল্প রূপায়ন করা হবে। একটিতে হবে গভীর সমুদ্র বন্দর, অন্যটিতে পর্যটন ও কপিলমুনির মন্দির ঘিরে হবে একাধিক প্রকল্প।' উন্নয়নে এই জেলা পিছিয়ে পড়ায় আক্ষেপ শোনা যায় মুখ্যমন্ত্রীর গলায়। জেলা সভাধিপতি সামিমা সেখকে পাশে বসিয়ে মমতা বলেন, 'নির্মল বাংলা প্রকল্পে নদিয়া ১৮৭ দেশের মধ্যে সেরা হয়েছে। এই জেলাকেও এগিয়ে যেতে হবে। জেলায় কিষানবাজার, আই টি আই, বারুইপুর ফিল্ম সিটি তৈরি হচ্ছে। নামখানায় তৈরি হবে একটি মৎস্যবন্দর। কারণ এখানে রাজ্যের মৎস্যজীবীদের বড় অংশের বসবাস।' অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী মন্টুরাম পাখিরা, সংখ্যালঘু দফতরের রাষ্ট্রমন্ত্রী গিয়াসউদ্দিন মোল্লা, বিধায়ক বঙ্কিমচন্দ্র হাজরা, সমীর জানা, যোগরঞ্জন হালদার, দীপক হালদার।

১০টি উট উদ্ধার

বিশেষ সংবাদদাতা, মালদহ : মালদহ জেলার মহাদিপুর বর্ডার আউটপোস্ট সংলগ্ন এলাকা থেকে গত ১৬ এপ্রিল ৩ লক্ষ টাকা মূল্যের ১০টি উট উদ্ধার করা হয়েছে। সীমান্ত সুরক্ষা বাহিনীর (বিএসএফ) ১২৫ নম্বর ব্যাটেলিয়ানের জওয়ানরা সুনির্দিষ্ট গোয়েন্দা–তথ্যের ভিত্তিতে ওই উটগুলি উদ্ধার করে। বাংলাদেশে পাচার করার জন্য ওই উটগুলিকে সুদূর রাজস্থান থেকে নিয়ে আসা হয়েছিল। ওই ব্যাটেলিয়নের জওয়ানরা উট পাচারকারীদের গ্রেপ্তার করতে এক অভিযানের পরিকল্পনা নেয়। জওয়ানরা ভারত–বাংলাদেশ সীমান্ত লাগোয়া অঞ্চলে কয়েকজন ব্যক্তির সন্দেহজনক গতিবিধির ওপর নজর রাখে। পাচারকারীদের গ্রেপ্তার করা সম্ভব না হলেও জওয়ানরা ওই উটগুলি উদ্ধার করতে সক্ষম হয়। পাচারকারীরা অন্ধকারের সুযোগ নিয়ে পালিয়ে যায়। উদ্ধার হওয়া ১০টি উট স্থানীয় শুল্ক আধিকারিকদের হাতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য হস্তান্তরিত করা হয়েছে। উল্লেখ করা যেতে পারে, দক্ষিণবঙ্গ শাখার বিএসএফ–এর জওয়ানরা ২০১৩ সালে একটি এবং চলতি বছরে প্রায় ৫ লক্ষ ১০ হাজার টাকা মূল্যের ১৭টি উট উদ্ধার করেছে।

অভিযুক্ত অভিজিৎ

নিজস্ব প্রতিনিধি: অভিজিৎ ও ফারহা আলি খানের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করল বিহারের এক আদালত। আইনজীবী সুধীর কুমার ওঝার দায়ের করা মামলায় অ্যাডিশনাল চিফ জাস্টিস রাম চন্দ্র প্রসাদ অভিজিৎ ও ফারহার বিরুদ্ধে কাজি মহম্মদপুর থানায় এফআইআর দায়ের করার নির্দেশ দেন।

ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৫৩ ধারা (দাঙ্গা বাঁধাতে প্রলুব্ধ করে মন্তব্য), ১৫৩–এ(বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে শত্রুতা তৈরি), ৫০৪ (শান্তি বিঘ্ন করার উদ্দেশ্যে প্ররোচনা মূলক মন্তব্য), ৫০৬(অপরাধ করার প্রবণতা) মামলা দায়ের করা হয়েছে। বুধবার হিট অ্যান্ড রান মামলায় সলমনের সাজা ঘোষণার দিন অভিজিৎ টুইট করেন, রাস্তায় কুকুরের মতো ঘুমোলে কুকুরের মতোই মরতে হবে। অন্যদিকে, জুয়েলারি ডিজাইনার ফারহা আলি খান রাস্তায় ঘুমিয়ে থাকা কিছু মানুষের ছবি টুইট করে বলেন, দেশের এই অবস্থায় দুর্ঘটনা ঘটবেই। সরকার কিছু করা উচিত।

টেন্ডার নোটিশ

এতদ্বারা যোগ্য ঠিকাদারদের অবগত করা হচ্ছে যে, এন আই টি নং 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57/Kul/S24Pgs/2015, তাং ০৮/০৫/২০১৫ তে ২টি ইটের রাস্তা, ৫টি কালভার্ট, ১টি নিকাশি নালা, ৬টি গীতাঞ্জলী ঘর নির্মাণ, ৩টি টিউবওয়েল খনন ও ২০টি ইটের রাস্তা সংস্কার এবং কম্পিউটার ঘর সংস্কার করার জন্য টেন্ডার ডাকা হয়েছে।

উক্ত টেন্ডার মেমো নং এর জন্য ২২/০৫/২০১৫ বেলা ৪.০০টা পর্যন্ত শেষ সময় সীমা ধার্য করা হয়েছে। উক্ত বিষয়ে বিশদ জানতে কুলতলী নির্বাহী আধিকারিকের করণে যোগাযোগ করুন।

নির্বাহী আধিকারিক
কুলতলী পঞ্চায়েত সমিতি
জামতলা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা

৪৮১/৮.৫.১৫

Govt of West Bengal
Department of Food & Supplies
Office of the District Controller,
South 24-Parganas,
Alipore, Kolkata-27

TENDER NOTICE

A Tender notice is floated for appointment of Handling contractor for all Govt. & Hired godowns under F & S Department. South 24 Pgs. Information is available at the office of the DCF&S South 24 Pgs. During office hour from 30.04.2015 and web site of http://s24pgs.gov.in

Last date of submission of the the Tender in prescribed form on 21.05.2015 upto 3:00p.m.

Sd/-
District Controller (F&S)
Alipore, South 24 Pgs.

No. ৪৮০/জেতসদ/দক্ষিণ ২৪ পরগনা তাং: ৪/০৫/১৫

দরপত্রর বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা ক্যানিং–১ নম্বর ব্লক সুসংহত শিশু বিকাশ সেবা প্রকল্পের পক্ষ থেকে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, ব্যক্তি, সমবায়, স্বনির্ভর গোষ্ঠী ও অন্যান্যদের নিকট হইতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির জন্য দরপত্র আহ্বান করা হইতেছে।

(১) অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রের জন্য ব্যবহৃত খাদ্যসামগ্রী ও অন্যান্য সামগ্রী গুদামজাত করা প্রকল্পস্তরে।

(২) প্রকল্পস্তর হইতে কেন্দ্রস্তরে (ক) খাদ্যসামগ্রী পরিবহন (খ) অন্যান্য সামগ্রী পরিবহন এবং কলকাতা ও উঃ ২৪ পরগনার বিভিন্ন স্থান থেকে প্রকল্পের খাদ্যদ্রব্য পরিবহন।

(৩) অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রে ব্যবহারের জন্য বিভিন্ন রেজিষ্টার ও অন্যান্য সামগ্রী সরবরাহ।

প্রযোজ্য শর্তাবলী ও বিশদ বিবরণ সহ দরপত্রের নিদর্শন এই বিজ্ঞপ্তি সংবাদ পত্রে প্রকাশের দিন হইতে পরবর্তী ২১ দিন পর্যন্ত (ঐ দিন সরকারী ছুটির দিন হইলে পরবর্তী কাজের দিন) সকল কাজের দিন বেলা ১২টা থেকে বিকাল ৩টা পর্যন্ত বিনামূল্যে নিম্ন স্বাক্ষরকারীর কার্যালয় হইতে পাওয়া যাবে।

সম্বিতী চক্রবর্ত্তী
ক্যানিং–১ সুসংহত শিশুবিকাশ
সেবা প্রকল্প আধিকারিক
ক্যানিং, দক্ষিণ ২৪ পরগনা

৫০০(২)/ জেতসদ/ দক্ষিণ ২৪ পরগনা/৮.৫.১৫

মাঙ্গলিকী

স্বাধীনতা সংগ্রামের আলোচনায় সমৃদ্ধ সাহিত্য সংস্কৃতির বর্ণাঢ্য আসর

পশ্চিম পুটিয়ারির রবীন্দ্র নিকেতন পাঠাগারের একটি মাসিক সভা উপরোক্ত বিষয় নিয়ে আলোচনায় বিশেষ সমৃদ্ধ হয়। কবি, লেখক, শিল্পীদের উপস্থিতি ২৫ জনেরও বেশি ছিল। উপরোক্ত বিষয় নিয়ে সৌরীন চট্টোপাধ্যায় বলেন, স্বাধীনতা হল অনুভূতির বিষয়। সেটি আমাদের চিন্তায় ঘটেনি বলেই আজও দেশে সাম্প্রদায়িকতা মাঝে মাঝেই মাথা তোলে। তিনি আরও একটি মন্তব্য করেন যা প্রণিধান যোগ্য। অতিরিক্ত বাক্ স্বাধীনতা দেশকে খারাপ দিকেই নিয়ে যাচ্ছে বলে তিনি মনে করেন। দুলাল বন্দ্যোপাধ্যায় স্বাধীনতা নিয়ে তাঁর এক সুদীর্ঘ নিবন্ধই ভাষণ হিসাবে পেশ করেন। সিরাজের পরাজয় থেকেই অখন্ড ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের শুরু বলেই তিনি দাবি করেন। তাঁর ভাষণে স্বামীজির চিন্তা ভাবনা, সিস্টার নিবেদিতার পরোক্ষ অবদান, রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন লেখনী, ভাষণ, যে আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামকে প্রবাহ রাখতে সাহায্য করে তা তিনি সুন্দরভাবে তাঁর বক্তব্যে তুলে ধরেন। তবে এতবড় ভাষণে কোনও 'নোট'–এর সাহায্য না নিলে যা ঘটে তা শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাষণে ঘটল— স্বাধীনতা সংগ্রামে গান্ধিজির ও সুভাষচন্দ্রের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদানের কথা উল্লেখিত হল না। শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর ভাষণের শেষে আমাদের 'স্বাধীনতা দিবস' স্বরচিত কবিতাটি শোনান, যা ছিল মননশীল। এদিন দীপন সেনগুপ্ত শোনালেন স্বাধীনতা নিয়ে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের কবিতা। পরে শোনান ক্ষুদিরামকে নিয়ে নজরুলের কবিতা। এর পরেই 'একবার বিদায় দে মা' গানটি শোনালেন গীতা অধিকারী। আসর অন্য মাত্রা পেল। অতুল কর্মকার স্বরচিত রম্য রচনাধর্মী নিবন্ধ, 'বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদী' পাঠ করলেন; অত্যন্ত তির্যকধর্মী, তথ্য পূর্ণ, পরিশ্রমী নিবন্ধ যা সকলের মন ছোঁয়। শ্রীকর্মকার এদিন পাঠাগারকে তাঁর গল্প, প্রবন্ধের বই উপহার দেন। গুণেন্দ্র কিশোর চক্রবর্তী ৬৮ বছরে পা দেওয়া আমাদের স্বাধীনতা নিয়ে সুচারু ভাষণ দেন। ব্যতিক্রমী রচনা, 'ভিনদেশী এক বিষ্ণুশর্মা' পাঠ করেন। পরে দুটি অনু নীতি গল্প শোনান। একটা হল কির্লভের রচনা যা ছন্দের জাদুকর কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত 'সাচ্চা গল্প' নামে বাংলা কবিতা হিসাবে আমাদের উপহার দিয়ে গিয়েছেন। স্বাধীনতা নিয়ে আরও দুর্দান্ত রম্যরচনা, 'আমরা সবাই রাজা' শুনিয়েছেন সুকুমার মণ্ডল। সঞ্চালক, বাচিক শিল্পী উদয় চক্রবর্তী, অচিন্ত্য কুমার সেনগুপ্তর 'উদ্বাস্তু' গল্পটির হৃদয়স্পর্শী পাঠ শুনিয়েছেন, অন্নদাশঙ্কর রায়ের বিখ্যাত কবিতা 'খোকা খুকু'র সুন্দর আবৃত্তি শোনালো বালিকা (শিশু) শোভনিকা চট্টোপাধ্যায়। শ্যামল ভট্টাচার্য পাঠ করলেন বাংলা দেশের কবি হালাল হাকিমের কবিতা। সুব্রত সরকারও শুনিয়েছেন স্বরচিত কবিতা (যে কবিতার রস, বিষয় বস্তু নিয়ে কোনও ছবি এই প্রতিবেদকের জীর্ণ মস্তিষ্কে ঢুকল না)। তাপ্তী বন্দ্যোপাধ্যায় পাঠ করলেন স্বরচিত অনুগল্প— দিদি, গল্পটি আবার নতুন করে লিখুন, তাহলেই সেটি জমবে। অসীমা মুখোপাধ্যায়ের স্বরচিত কবিতা 'নারী' মনে দাগ কাটলো সবার। পার্থ সরকারের স্বরচিত কবিতা 'সোনা ঘুমালো, পাড়া জুড়ালো' ভালো লাগল। শাশ্বতী বন্দ্যোপাধ্যায় পাল, সুনীল গুহ প্রমুখের কবিতাও ভালো লাগল। এদিন স্থায়ী সভাপতি শ্রদ্ধেয় কবি রত্নেশ্বর হাজরার অনুপস্থিতিতে সভায় সভাপতিত্ব করেন বরিষ্ঠ সাংবাদিক অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় (এবং আজীবন জাদুকর হিসাবে জাদু দেখাবার সুযোগ হাতছাড়া করেননি— টেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভাঙে!)। সবশেষে বলতে হয় গ্রন্থাগারিক চয়ন ব্যানার্জীর কথা— কোনও কিছু পাঠ না করেও নির্বাক কর্মী হিসাবে, সভা ধরে রাখার কাজ করে গেলেন শ্রী ব্যানার্জী (চা জলযোগের ব্যবস্থাতেও কোনও ত্রুটি ছিল না!)। আগামী দিনে চয়ন ব্যানার্জীকে পাঠে অবশ্যই অংশ গ্রহণ করতে হবে...বরিষ্ঠ সঙ্গীত শিল্পী দেবাশিস গুহর সঙ্গীত দিয়ে আসরের সমাপ্তি টানা হল— ঘড়ির কাঁটা তখন রাত্রি ন'টা পার করে আপন ছন্দে এগিয়ে চলেছে।

বাংলা আকাদেমিতে অভিব্যক্তির শ্রুতিনাটক ও আবৃত্তি সন্ধ্যা

নিজস্ব প্রতিনিধি: অভিব্যক্তি টালিগঞ্জের খুব জনপ্রিয় শ্রুতিনাটক আবৃত্তির সাংস্কৃতিক সংস্থা। সম্প্রতি

তারা বাংলা আকাদেমিতে আয়োজন করেছিল আবৃত্তি এবং শ্রুতি নাটকের অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানের শুরুতে বিশিষ্ট আবহসঙ্গীত পরিচালক শান্তনু বন্দ্যোপাধ্যায়–এর নাট্য জগতে চল্লিশ বছর উপলক্ষে তার হাতে মানপত্র স্মারক উপহার সামগ্রী তুলে দেন অভিব্যক্তির কর্ণধার রঞ্জনা ভঞ্জ। উপস্থিত ছিলেন অভিনেতা বিশ্বজিৎ চক্রবর্তী, মধুমিতা বসু, দেবাশিষ বসু, সতীনাথ মুখোপাধ্যায়, চন্দ্রমৌলি বন্দ্যোপাধ্যায় সহ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। অনুষ্ঠান শুরু হয় শ্রেয়া অধিকারী, ঋত্বিক রায়, তৃষা বড়ুয়ার শ্রুতিনাটক স্বপ্নের বাজার দিয়ে। শ্রুনিাটক সুয়োরাণীর সাধ পরিবেশন করেন বিশ্বজিৎ চক্রবর্তী ও মধুমিতা বসু। নাটক 'একমুঠো স্বপ্ন' পরিবেশনায় ছিলেন রঞ্জনা ভঞ্জ, সুমনা ভাদুড়ি, রাজীব চট্টোপাধ্যায়, বিমল কোনার। নাটক আজ কাল পরশুতে অভিনয় করেন অমিতা ঘোষ রায়, শর্মিলা বন্দ্যোপাধ্যায়, অনিন্দিতা বসু, মিথিলা মুখার্জী, তিলক ভট্টাচার্য, হীরালাল শীল। অনুষ্ঠানে সব থেকে কমেডি শ্রুতিনাটক মঞ্চস্থ হয় চরিত্র রসায়ন বটিকা, চমৎকার অভিনয় করেন আবহ সঙ্গীতের পরিচালক শান্তনু বন্দ্যোপাধ্যায়, রঞ্জন ভঞ্জ, সুভাশিষ সরকার, সাধনা বড়ুয়া। বনানী মুখোপাধ্যায় এর একক অভিনয় ''হারিয়ে গেছি আমি'' সকলের মনে দাগ কাটে। সব কটি শ্রুতি নাটক রঞ্জনা ভঞ্জের লেখা। অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বুদ্ধদেব বসু ও পূর্ণেন্দু পত্রীর কবিতা আবৃত্তি করেন অমিতাভ ভট্টাচার্য,নীহারেন্দু ভট্টাচার্য। সমগ্র অনুষ্ঠান পরিকল্পনা ও পরিচালনায় ছিলেন অভিব্যক্তির কর্ণধার রঞ্জনা ভঞ্জ। সঞ্চালনায় ছিলেন অপরাজিতা পাল।

পরম্পরার বার্ষিক মিলনোৎসব

হীরালাল চন্দ্র

১২ইএপ্রিল ১৫ সারাদিনব্যাপী সল্ট লেক সিটির কমিউনিটি হলে ''পরম্পরার'' ষষ্ঠ বার্ষিক শাস্ত্রীয় সঙ্গীত সম্মেলনে ওস্তাদ আমির খান ও পণ্ডিত শ্রীকান্ত বাকরের স্মরণে ও প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক, কর্ণধার, সঙ্গীত শিল্পী সমীর জানার সুষ্ঠু পরিচালনায় সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হল। পৌরোহিত্য করেন ডাঃ নির্মলেন্দু কুন্ডু। প্রধান ও বিশেষ অতিথি ছিলেন সুনীত চ্যাটার্জী ও শান্তনু দেববর্মা। প্রদীপ জ্বালিয়ে উৎসবের সূচনা হয়। গৌর সারঙ্গ রাগে খেয়াল গেয়ে আনন্দ দেন রোসি দস্তপাট। ভীমপলাশ্রী রাগে সেতার বাজিয়ে মোহিত করেন সৌম্য আঢ্য। সঙ্গে কৃতিত্বপূর্ণ তবলা বাজান অনিন্দ্য মুখার্জী। পরদীপ রাগে বাঁশি বাজিয়ে আপ্লুত করেন সুদীপ চ্যাটার্জী। সঙ্গে তবলা বাজিয়ে পরিতৃপ্ত করেন অমিত চ্যাটার্জী। শেষে ইন্দোর ঘরানার পন্ডিত শ্রীকান্ত বাকরের সুযোগ্য ছাত্র সমীর জানা (খেয়াল) ইমন রাগে বিলম্বিত, তিন তাল ও এক তালে বন্দিশ দরবারি কানাড়া (রাগ) ও ভৈরবীতে ভজন সঙ্গীত পরিবেশন করে অসংখ্য শ্রোতাদের মন্ত্রমুগ্ধ করেন। সাথে তবলা ও হারমোনিয়াম বাজিয়ে বিশেষ মুন্সিয়ানার পরিচয় দেন প্রতিভাবান তবলা বাদক মনোজ পান্ডে ও মধুসূদন চক্রবর্তী। সংস্থার ছাব্বিশ জন ছাত্রছাত্রী শিল্পী অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে সঙ্গীত পরিবেশন করেন। সুন্দরভাবে সঞ্চালনা করেন রাজর্ষি ভট্টাচার্য্য ও ডঃ তারা দুগার। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন সমীর জানা (সম্পাদক, কর্ণধার)।

দিপা কর্মকার

রকে অভিনব সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা

১ বৈশাখ ১৪২২(১৫ইএপ্রিল) বুধবার নববর্ষকে নতুন স্বাদে ও নতুন ভঙ্গিমায় বরণ করল প্রিটোনিয়া পাবলিশার্স, উত্তর কলকাতার রকের বিশেষ আবহ ছড়িয়ে দিতে বহু বিশিষ্ট সারস্বত ব্যক্তিত্বের সান্নিধ্যে এক বৈঠকি মেজাজের ভঙ্গিতে নববর্ষের সন্ধ্যা উদযাপিত হল।

উপস্থিত ছিলেন বেলু। রামকৃষ্ণ মিশন শিক্ষণ মন্দিরের অধ্যক্ষ স্বামী তত্ত্বসরানন্দ, লেক কালী বাড়ির কর্ণধার নিতাই চন্দ্র বসু, প্রখ্যাত কবি তরুণ স্যানাল, প্রবীণ সাংবাদিক গোপালকৃষ্ণ রায়,সাহিত্যিক জহর মুখোপাধ্যায়, সাহিত্যিক গুরু বিশাবাস, বিধানসভার মুখ্য সচেতক শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়, বঙ্গীয় প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতা সভার সম্পাদক অশোক রায়, পশ্চিমবঙ্গ পাবলিশার্স অ্যান্ড বুক সেলারস অ্যাসোসিয়েশনের চেয়ারম্যান প্রদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'শুক্তি' সাহিত্য পত্রিকার সম্পাদিকা অর্পিতা দেবনাথ আইচ এবং বিশিষ্ট চিত্রপরিচালক শতরূপা স্যানাল।

সভাপতি পিনাকী দত্তের নববর্ষকে ঘিরে উদ্বোধনী সম্ভাষণের পর উপস্থিত ব্যক্তিদের নিয়ে বর্ষবরণের এক অভিনব মজলিশি আড্ডা বসে।

আড্ডার পর সন্ধ্যার মূল আকর্ষণ স্বামী বিবীকানন্দ স্বামী বিবেকানন্দকে ঘিরে সাহিত্য পুরস্কার প্রদানের ভাবনা প্রিটোনিয়া প্রথম চালু করল। ২০১৩ সালে সাহিত্য পুরস্কার প্রদান। এই বছর এই পুরস্কার লাভ করেন শেখর সেনগুপ্ত তাঁর উৎকৃষ্ট সাহিত্য সৃষ্টির জন্য।

প্রিটোনিয়ার পক্ষ থেকে প্রথম এই সাহিত্য পুরস্কার লাভ করেন গোপালকৃষ্ণ রায়।

এরপর তরুণ সান্যাল শুক্তি সাহিত্য পত্রিকার গ্রাহক পত্র উদ্বোধন করেন।সম্পাদিকা জানান যে ২০০ টাকা দিয়ে যে কোনও সাহিত্যপ্রেমী এই পত্রিকার গ্রাহক হতে পারেন।

শুধু বাক্যালাপ নয় গানে–ছন্দের মধুর সম্মিলন ঘটেছিল এই বর্ষবরণ সন্ধ্যায়। প্রবাসী বাঙালি রথিদেব দত্তের পরিবেশিত সেতারের সুর, অর্পিতার লোকগান ও দেবারতি চক্রবর্তীর পরিবেশিত নববর্ষের গানের দোলায় সন্ধ্যার এই ক্ষণটি হয়ে উঠেছিল স্মৃতিমধুর।

এরইমধ্যে প্রিটোনিয়া পাবলিশার্সের পক্ষ থেকে তাদের বই বাধাঁই –এর সঙ্গে দীর্ঘদিন যুক্ত উত্তম হাজরাকে সম্মান জানানো হয়,তবে তার অনুপস্থিতির কারণে তাঁর পুত্র রবী হাজরাকে উত্তরীয় ও গণেশের মূর্তি দিয়ে বরণ করে নেন সভাপতি পিনাকী দত্ত। উপস্থিত অতিথি কবি যতীন্দ্রনাথ সরকার সহ আরও অনেকে পিনাকি বাবুর এই সম্মান দানকে সাধুবাদ জানান। সৌরভ কর্মকার, সুজাতা কর সাহার লাইভ ক্যানভাসিং ও শিল্পী শঙ্কর বসাকের ছবি উপস্থিত দর্শকমন্ডলীদের মন্ত্রমুগ্ধ করে দিয়েছিল।অবশেষে সঞ্চালক চন্দ্রজি প্রামাণিক সকলকে ধন্যবাদ ও নববর্ষের আন্তরিক শুভেচ্ছা জানিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

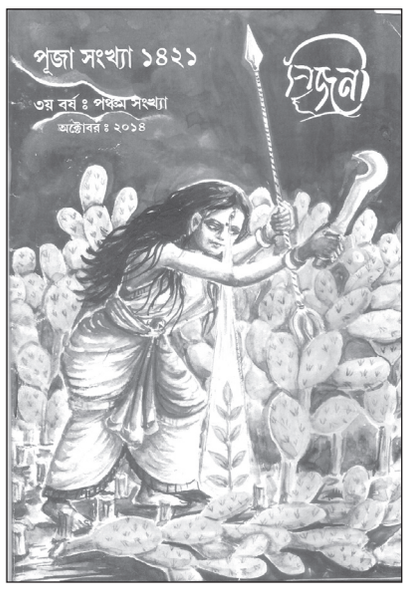

সৃজনী পুজো সংখ্যা বেশ উপভোগ্য

কুনাল মালিক : তৃতীয় বর্ষের শারদীয় সৃজনী পত্রিকা আমাদের দফতরে সমালোচনার জন্য এল। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বুড়ুল থেকে সম্পাদক অভিজিৎ বেরা যত্ন করে এই পত্রিকাটি প্রকাশ করে থাকে। প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা, ছড়া ও রম্য রচনার সম্ভারে পত্রিকাটি বেশ উপভোগ্য। বিপ্লবী নিকেতন বুড়ুল নামে একটি তথ্য নির্ভর প্রবন্ধ লিখেছেন আঞ্চলিক ইতিহাস গবেষক গণেশ ঘোষ। গল্পের ক্ষেত্রে প্রদীপ কুমার সামন্ত, সৌমিত্র মজুমদার, সুমিত মোদক সাবলীল। কবিতা ও ছড়া গুলোও বেশ সমৃদ্ধ। অনুগল্প, খেলার লেখা, ক্যুইজ, ছোটদের আঁকা ছবি পত্রিকাটিকে আরো উজ্জ্বল করেছে। সাগর দলুইয়ের করা প্রচ্ছদটিও আকর্ষণীয়।

সম্প্রতি ক্যালকাটা ইন্টারলিঙ্ক (বিশেষ শিশুদের স্কুল) বিশেষ শিশুদের হাতে গড়া জিনিস নিয়ে আয়োজন করে একটি প্রদর্শনী। তাদের আঁকা কিছু ছবি দর্শকরা সেখান থেকে কিনে নিয়ে যায়। –নিজস্ব চিত্র

সারদা প্রিয় সঙ্গীত ও শতমুখে সারদা

ইন্দ্রজিৎ আইচ

ডঃ পরিমল চক্রবর্তী তিনি একাধারে সুলেখক, সমাজসেবী, প্রকৃতিপ্রেমী, সঙ্গীতশিল্পী এবং সিটি কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ, অবসর সময় তিনি দুঃস্থ গরীব ছেলেমেয়েদের বাগবাজারে নিজের বাড়িতে পড়ান, তাদের নিজের পয়সায় বই খাতা পেন–ব্যাগ কিনে দেন। নিজে একটা সংস্থা তৈরি করেছেন, তার নাম দিয়েছেন সারদা অপর্ণা স্মৃতি মন্দির।

সম্প্রতি বাগবাজারে নিবেদিতার বাড়ির পাশে সারদা দেবীর ১৬২ তম জন্মতিথি পালন করল সারদা অপর্ণা স্মৃতি মন্দির। মা সারদা ও সিস্টার নিবেদিতার প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করেন অধ্যাপক পরিমল চক্রবর্তী। প্রকাশিত হয় পরিমল চক্রবর্তীর লেখা বই সারদা প্রিয় সঙ্গীত ও শতমুখে সারদা এবং নিবেদিতা ক্যুইজ। বই গুলি উদ্বোধন করেন সর্বানন্দ চৌধুরী (মহারাজ)।

''সারদা প্রিয় সঙ্গীত'' এক গবেষণা মূলক গ্রন্থ। সারদা মায়ের সমস্ত প্রিয় গান এই বইতে রয়েছে। গান রয়েছে ১১১টি। মায়ের কবিতা প্রবাদ প্রবচন রয়েছে ২০২টি। ৬০২ পাতার এই বই এর দাম ২০০ টাকা। পাশাপাশি ''শতমুখে সারদা'' তার জীবন নিয়ে আলোচনা বাণী বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করেছেন পরিমল চক্রবর্তী ও অপর্ণা চক্রবর্তী। বই এর দাম ১০০ টাকা। এছাড়া সিস্টার নিবেদিতাকে তাঁর জীবনের উপর ক্যুইজের বই প্রকাশ করেছেন। এছাড়া প্রকাশিত হয়েছে লেখকের শ্রীরামকৃষ্ণ দর্শন, বিবেকানন্দ বাণী গল্প, বিবেকানন্দের বর্তমান ভারত এবং গল্পামৃত, স্বামীজী কথামৃত, শ্রীশ্রী সারদা কথামৃত এবং ডিভোশ্যনাল গান নিয়ে বই সাধনার সঙ্কলিত সঙ্গীত। সব মিলিয়ে পাঠক সমাজে এই বইগুলো সকলের নজর কাড়বে।

বর্ষবরণ উৎসব

নিজস্ব প্রতিনিথি : ''কিছু সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্প জাতীয় শক্তি ও ক্রীড়া সংঘের মাধ্যমে রূপায়ণ করুক সরকার''—এই দাবি তুললেন জাতীয় শক্তি ও ক্রীড়া সংঘের রাজ্য সভাপতি তথা আঞ্চলিক ইতিহাস গবেষক (বজবজ) গণেশ ঘোষ মহাশয়। স্থান—বিষড়া, ফলতা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা। মঞ্চ—জাতীয় শক্তি ও ক্রীড়া সংঘের বর্ষবরণ উৎসবের। আয়োজনে বিষড়া ওয়েল ফেয়ার সোসাইটি। গত ৩ মে। ৮৬ বৎসরের অশক্ত শরীর কিন্তু কর্ম উদ্দিপক ও উৎসাহ বর্ধক মন নিয়ে ঠিক বিকেল চারটায় হাজির হলেন অনুষ্ঠান মঞ্চে। তিনি প্রধান অতিথির স্বাগত ভাষণে বলেন যে এই জাতীয় শক্তি ও ক্রীড়া সংঘই বাংলাদেশে চালু করে বর্ষবরণ উৎসব। সেটা পরাধীন ভারতবর্ষের ১৯৩৮ সালে। হাওড়া ময়দানে অনুষ্ঠিত হয়েছিল ১ম বর্ষবরণ উৎসব। আর এই উৎসবে সভাপতির আসন অলংকৃত করেছিলেন দেশবরেণ্য নেতা সুভাষ চন্দ্র বোস। জাতীয় শক্তি ও ক্রীড়া সংঘের গৌরমময় ঐতহ্যের কথা স্মরণ করে বলেন যে একমাত্র এই সংগঠন জাতীয় পতাকায় নিজস্ব প্রতীক ব্যবহারের অনুমতি পেয়েছে। এবং এনসিসি সহ আরও অনেক সংগঠন জাতীয় শক্তি ও ক্রীড়া সংঘের অনুকরণে গড়ে উঠেছে। এই রকম ঐতিহ্যবাহী একটি বৃহৎ এনজিওকে কেন সরকারি প্রকল্প রূপায়ণে দায়িত্ব দেওয়া হবে না?

উক্ত অনুষ্ঠানের সভাপতির পদ অলংকৃত করেন কমলাকান্ত নস্কর বিশেষ অতিথিরূপে ছিলেন মদন মোহন লাহা ও আরও অনেকে। উদ্‌বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করেন মাস এডুকেয়ার সেন্টার বিষড়ার শিক্ষক ও শিক্ষিকাবৃন্দ। বিভিন্ন স্কুল ও সংগঠনের ছেলেমেয়েরা সামরিক কায়দায় ড্রিল ও মার্চ করে। ব্রতচারী নৃত্য, যোগ, জিমন্যাসটিক, লোকনৃত্য প্রভৃতি সংঘের নিজস্ব প্রথাগত অনুষ্ঠান এলাকার সাধারণ দর্শকদের মন জয় করে। বাংলার নিজস্ব সাংস্কৃতি রক্ষা, ছাত্র যুবকদের চরিত্রগঠন ও শরীর শিক্ষা মূলত এই কর্মকান্ডের লক্ষ্যে অবিরতভাবে পথ চলছে সংঘ। সেই পথ চলার অন্যতম সঙ্গী দক্ষিণ ২৪ পরগনার সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক সদ্য প্রয়াত সমর মণ্ডলের স্মরণে ১ মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। মঞ্চ ও প্যারেড সঞ্চালনা করেন মানস নস্কর। ছোটছোট ছেলেমেয়েরা যেভাবে দীর্ঘক্ষণ ধরে প্যারেডের জন্য এ্যাটেনসানে দাঁড়িয়ে থেকেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনার জেলার স্বাস্থ্যের কর্মাধ্যক্ষ ডাঃ তরুণ রায় ও সমিতির সভাপতি স্বপন রায়ের উপস্থিতি অনুষ্ঠানের শ্রী বর্দ্ধন করে।

মাঙ্গলিকীর আসর

নিখিল বঙ্গ কল্যাণ সমিতির সাংস্কৃতিক শাখা মাঙ্গলিকীর তরফে আগামী ৩০শে মে এক ঘরোয়া সাহিত্য সংস্কৃতির আসরের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই আসর বসবে মাঙ্গলিকীর সদস্যা জাদু শিল্পী সোনালি কর্মকারের আবাসনে (৪১, কালি ব্যানার্জী লেন, হাওড়া। হাওড়া ময়দান থেকে কালি বাবুর বাজারের ভিতর দিয়ে গিয়ে বঙ্গবাসী ক্লাবের খুব কাছে)।

আসর সঞ্চালনা করবেন মাঙ্গলিকীর উপদেষ্টা ময়না কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ অমরেন্দ্র নাথ বর্ধন। বিকাল ৪টায় আসরের শুরু। গল্প, কবিতা পাঠের সাথে আরও থাকবে সঙ্গীত ও কিছু বৈঠকী জাদু।

আশা করা যায় কিছুক্ষণের জন্যে হলেও সমিতির সাধারণ সম্পাদক শ্রী প্রণব গুহ মহাশয় আসরে উপস্থিত হয়ে সকলকে সমিতির তরফে নববর্ষের শুভেচ্ছা জানাবেন ও ৫০ বছরে পা দিতে চলা সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র আলিপুর বার্তার বিষয়ে বক্তব্য রাখবেন।

অনুষ্ঠানটি সম্পূর্ণই আমন্ত্রণ মূলক।

গুরুকে সম্মান দেন মন্ত্রী–মাতব্বররাও

শঙ্করকুমার প্রামাণিক

বছর চারেক আগের কথা। আমার এক সুন্দরবন প্রেমিক বন্ধু জানিয়েছিলেন যে বাংলা আকাদেমির জীবনানন্দ হলে সুন্দরবনের ওপর আলোচনা হবে। আমি আগ্রহী হলাম এবং নির্দিষ্ট দিনে, ঠিক সময়ে হাজির হলাম। বক্তা ছিলেন শ্রদ্ধেয় তুষার কাঞ্জিলাল এবং তৎকালীন সুন্দরবন মন্ত্রী মাননীয় কান্তি গাঙ্গুলী মশাই। অনুষ্ঠানের সভাপতি ছিলেন আজিজুল হক। হল ভর্তি লোক। অনুষ্ঠান শুরু হল। তুষারবাবু সুন্দরবনের বর্তমান সমস্যা ও তার নানা দিক আমাদের সামনে তুলে ধরলেন। চমৎকার তাঁর বাচনভঙ্গি। আমরা মুগ্ধ হয়ে তাঁর কথা শুনলাম। কান্তিবাবুও সুন্দরবনের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে সরকারি পদক্ষেপ ও বিভিন্ন কর্মসূচি আমাদের সামনে সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করলেন। তারপর অনুষ্ঠানের সভাপতি আজিজুল হক সাহেব সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রেখে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করলেন।

যে কথাটা বলার জন্য গৌরচন্দ্রিকাটা করলাম সেটা হল মাননীয় মন্ত্রী তাঁর বক্তব্যের শুরুতে তাঁর গুরুকে শ্রদ্ধা নিবেদন করলেন। কে তাঁর গুরু? নিশিকান্ত ভক্তা, বাবা : ভাকু ভক্তা, বাড়ি : পশ্চিম দ্বারিকাপুর আদিবাসী পল্লী, থানা : পাথর প্রতিমা। ইনিই গুরু। ইনি একজন শবর কাঁকড়াশিকারি। এই আদিবাসী পল্লীর একজন মহিলা কাঁকড়াশিকারি ২০০৩–এ কাঁকড়া ধরতে গিয়ে বাঘের আক্রমণে মারা যান। তাঁর নাম সত্যবতী ভক্তা। নিশিকান্ত ভক্তা তাঁর স্বামী। এই হতভাগ্য কাঁকড়াশিকারিদের দলে যাঁরা ছিলেন : ১. নিশিকান্ত ভক্তা, ২. সত্যবতী ভক্তা, ৩. রাম ভক্তা, ৪. অঞ্জলী ভক্তা, ৫. সুদর্শন ভক্তা, ৬. বিমলা ভক্তা ৭. মুচি ভক্তা।

সুন্দরবনের ডায়েরি

এঁরা সবাই একই গ্রামের। পরস্পরের আত্মীয়। তিনজন কাঁকড়া মারা সস্ত্রীক দলে ছিলেন। একা ছিলেন একজন। মুচি ভক্তা। নৌকো খাঁড়িতে রেখে সবাই একসাথে বিজিড়িয়া জঙ্গলের (ব্যাঘ্র প্রকল্পের মধ্যে) আংড়ির সাহায্যে কাঁকড়া ধরছিলেন। আংড়ি হল কাঁকড়া ধরা শিক। এছাড়া প্রত্যেকের সঙ্গে আছে একটা খোন্তা আর একটা সিন্থিটিকের ব্যাগ। খোন্তা হল শাবলের মতো বস্তু। সবাই কাছাকাছি ছিলেন। গাছপালা ঝোপঝাড়ের জন্যে কেউ কারোকে দেখতে পারছিলেন না। হঠাৎ সত্যবতীর আর্তচিৎকার শোনা গেল। কাছাকাছি যে দুজন ছিলেন, তাঁরা দৌড়ে আগে চলে এলেন। সত্যবতীকে বাঘে ধরেছে দেখতে পেয়ে তাঁরা খোন্তা নিয়ে বাঘের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। বাঘ সত্যবতীকে ছেড়ে দিয়ে পালাতে বাধ্য হল। সত্যবতী তো আহত হয়েছেনই, দু'জন উদ্ধারকারীরা ও বাঘের আঁচড়ে কামড়ে জখম। ইতিমধ্যে নিশিকান্ত ভক্তা (সত্যবতীর স্বামী) ও ঘটনাস্থলে এসে গিয়েছেন। তখনই তিনি এক এক করে দুই আহত ব্যক্তিকে কাঁধে নিয়ে নৌকোতে রেখে এলেন। তারপর পুনরায় স্ত্রীকে নিয়ে যেতে এসে দেখলেন, বাঘ তাঁকে মুখে করে নিয়ে জঙ্গলে ঢুকছে। আহত স্ত্রীকে আগে উদ্ধার না করে, নিশিকান্তবাবু উদ্ধার করলেন সেই দুজন ব্যক্তিকে যাঁরা সত্যবতীকে বাঁচাতে গিয়ে নিজেরা জখম হয়েছেন।

প্রাক্তন মন্ত্রী তাই তাঁকে গুরুর আসনে বসিয়েছেন। একজন হতদরিদ্র, নিরক্ষর শবর কাঁকড়া শিকারির বিবেচনা বোধের কাছে আমাদের সবারই নত হতে হয়। অতি সম্প্রতি পশ্চিম দ্বারিকাপুর শবর পল্লীতে আমায় যেতে হয়েছিল। খোঁজ নিয়ে জানলাম সত্যবতীর স্বামী নিশিকান্ত ভক্তাও মারা গিয়েছেন। তাঁর দেখানো দৃষ্টান্ত রয়ে গিয়েছে।

জীবনের প্রদীপ হাতে আমাদের সেই লেডি কই

সোনালী কর্মকার ও সবিতা নাহাটা

আলোর শিখা হাতে শুভ্র বসনে উদ্ভাসিত এক নারী ধীর পায়ে এগিয়ে আসছেন আহত সৈনিকদের দিকে। আজ থেকে ১৬০ বছর আগের এই মুহূর্তটাই সারা পৃথিবীর নারীর সামনে উন্মুক্ত করে দিল সেবাব্রতের আর এক দরজা। বিশ্ব চিনল আর্তের সেবায় আত্মনিয়োজিত নারীসত্ত্বাকে। আর এই মুহূর্ত যিনি তৈরি করলেন সেই ফ্লোরেন্স নাইটএঙ্গেল সেবার প্রতীক হয়ে ইতিহাসের পাতা স্বর্ণাক্ষরে ঠাঁই পেলেন 'লেডি উইথ দ্য ল্যাম্প' পরিচয়ে।

ফ্রান্সের ফ্লেরেন্সে এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে ১৯২০ সালের ১১ মে জন্মগ্রহণ করেন আমাদের লেডি নাইটএঙ্গেল। আজ থেকে প্রায় ১৬০ বছর আগের পৃথিবীতে ৩৪ বছর বয়সে মনের সব বাধা অতিক্রম করে বৈভব বিসলাসিতাকে পিছনে ফেলে ১৮৫৪ সালে ৩৮ জন সেবিকাকে নিয়ে ক্রিনিয়ার যুদ্ধে আহত সৈনিকদের সেবায় আত্মনিয়োগ করেন তিনি। হাজার হাজার আর্ত সৈনিকের জীবন ফিরিয়ে দিয়েছেন স্নেহভরা সেবার পরশে। তার অনুপ্রেরণায় ১৮৬০ সালে লন্ডনের সেন্ট টমাস হাসপাতালে প্রতিষ্ঠিত হয় প্রথম নার্সিং স্কুল। এমন এক মহাপ্রাণের আবির্ভাবের দিন তাই হয়ে উঠেছে আজকের বিশ্ব নার্সেস ডে'।

এই বিশ্ব দিবসের প্রাক্কালে দাঁড়িয়ে সমাজের আয়নায় দেখতে ইচ্ছা করে সেবাব্রতীতের বিবর্তনের ছবিটা। দ্রুত বদলে যাচ্ছে আবহ। একসময়ে যা ছিল অসহায়, বিধবা, অল্পশিক্ষিত মহিলাদের একচেটিয়া এখন তা মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের করায়ত্ব। এখন সেবাব্রতের পাশাপাশি নার্সিং জীবিকা অর্জনের এক পুরোদস্তুর মাধ্যম। এখন রীতিমত জয়েনট এন্ট্রান্সের মাধ্যমে সেবার আঙিনায় প্রবেশ করতে হয়। এমনকি নার্সিং নিয়ে এমএসসি; পিএইচডি করার সুযোগ রয়েছে এখন। এছাড়া ৪ বছরের বিএসসি কোর্স ছাড়াও ১৮ মাসের এ এলএম ও সাড়ে তিন বছরের জি এন এম কোর্স রয়েছে নার্সিংএর। তাও প্রতিযোগিতার ঠেলায় সুযোগ পাওয়াই দুষ্কর। আজ আর এই পেশায় শুধু মেয়েরা নয়। ছেলেরাও সামিল। জানলে ভালো লাগে একসময়ে যা ছিল সম্ভ্রান্ত পরিবারে ব্রাত্য তা পেশার দুনিয়ায় আজ জাতে উঠেছে।

পাশাপাশি সমাজে আয়নায় নার্সদের অবস্থানেরও কিন্তু বদল হয়েছে। আজ এদের পরিচয়ে পরিচিত হয়ে উঠেছেন আজকের পেশাদারী 'লেডি উইথ দ্য ল্যাম্প'রা। অথচ ৩৬৫দিন ২৪ ঘন্টা হাসপাতালে যাদের দেখা যায় সেই আমাদের মা, বোন, দিদি, বৌদিদের নিরাপত্তা কতটুকু? রাত বিরেতে তাদের ডিউটিতে যেতে হয় সংসার সন্তান ফেলে। কিন্তু সেই দাম নেওয়ার নেই। একটি নার্সকে একশোভাগ দায়িত্ব পালন করতে তাঁর পরিবার কতটা সহায়ক? আর কর্তৃপক্ষ? হাসপাতালের পরিকাঠামো গত সমস্যা, রাস্তা, ঘাট এবং কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তার অভাব বিশেষ করে নাইট ও ইভনিং ডিউটিতে উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষ ও অধঃস্তন কর্মচারীদের চূড়ান্ত অসহযোগিতা 'সেবা' কে পেশাদারীত্বে উন্নীত করে তুলেছে।

বেসরকারী সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল গুলিতে রোগী ও নার্সের

সিস্টার বলতে সংসয় হয় তথাকথিত শিক্ষিত সমাজের। ম্যাডাম, নার্স, দিদি-র নতুন সংখ্যাগত অনুপাত মেনে চলা হলেও সরকারী হাসপাতালগুলিতে তা কহতব্য নয়। সেকানে নার্স মানে একাধারে ডাক্তারের পিএ, ক্লার্ক, ডায়েটেসিয়ান, স্টুয়ার্ট, ওয়েলফেয়ার ওয়ার্কার, রেকর্ড কিপার এমনকি গেট কিপার পর্যন্ত। এত কাজ যদি একটা পোস্টের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয় তাহলে সেবা করার ইচ্ছে থাকলেও উপায় থাকে না। এসব কারনেই অনেকসময় মেজাজ হারিয়ে মানুষের বিরাগভাজন হন সিস্টাররা। কোনও কোনও সময় ??? ওঠে যা এই পেশায় একেবারে অনভিপ্রেত।

সমাজের আয়নায় আজকের সেবিকাদের মুখছবিটা যে খুব উজ্জ্বল তা বলা যাবে না। বিশেষ করে ভারতবর্ষের মত তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে পরিকাঠামোগত সমস্যা আরও প্রকট। শুধুই সেবার মানসিক শান্তি দিয়ে যে পেশার শুরু চরম পেশাদারিত্বের চাকায় পড়ে আর দশটা জীবীকার স্তরে নেমে এসেছে। কিছুটা হলেও মানুষের মধ্যে সিস্টার বা সেবিকা সম্পর্কে শ্রদ্ধা ভালোবাসা কমেছে। এখন শুধুই অর্থের বিনিময়ে সেবা কেনার হিড়িক।

ভারতবর্ষের তখনকার আর্থসামাজিক অবস্থান ফ্লোরেন্সকে ব্যথিত করেছিল। তিনি তাঁর ডায়রিতে আফশোস করে লিখেছিলেন 'আমি যদি ভারতের জন্য কিছু করতে পারতাম'। তা আর হয়ে ওঠে নি। এমনকি এই স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করতে উত্তরসুরী কোন ভারতীয় নারী এগিয়ে আসেন নি। তাই আমাদের পাওয়া হয় নি আমাদের কোন 'লেডি উইথ দ্য ল্যাম্প'কে। এই সম্মানে কখনও একচেটিয়া অধিকার পাশ্চাত্যের।

এবার এই ২০১৫-র নার্সেস ডে-র স্পেশাল : 'এ ফোর্সে ঘোর চেঞ্জ। কেয়ার এফেকটিভ। কস্ট এফেকটিভ। আদৌ সত্যি হবে এই স্বপ্ন! প্রশ্নটা রয়েই গেল।

মে দিবসের সন্ধ্যায়

বিবেক নিকেতনে উৎসবে মাতোয়ারা শিশু ও পশুপ্রেমীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি: দক্ষিণ শহরতলির সামালির বিবেক নিকেতনে নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতির উদ্যোগে ১ মে শিশু ও পশুপ্রেমী দিবস উদযাপিত হল। ১৯৮৮ সালের ১ মে সামালিতে গড়ে ওঠে অনাথ ও দুঃস্থ বালকদের জন্য শিশু কল্যাণ ভবন। এর পাশাপাশি অসহায় পশুদের

আশ্রয়স্থল এবং প্রিয় পোষ্যদের মৃত্যুর পর সযত্নে শায়িত রাখার জন্য গড়ে ওঠে না-মানুষের সমাধিক্ষেত্র। অসুস্থ পোষ্যদেরও সযত্নে এখানে চিকিৎসা করা হয়। শিশু ও পশুদের এই মেলবন্ধনই আজ নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতির ৫০ বছরের গর্ব।

এদিন সন্ধ্যায় শিশু ও পশুপ্রেমীদের মিলনে সমিতির বিবেক নিকেতন হয়ে উঠেছিল উৎসবের আবহে উল্লসিত। অনুষ্ঠানের সূচনা হয় ছোট্ট আবাসিকের হাতে কেক কেটে। প্রতিটি সমাধিক্ষেত্রে মোমবাতি জ্বালিয়ে গোলাপ দেওয়া হয়। স্বাগত বক্তব্য দেন নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতির সম্পাদক প্রণব গুহ। রক্ত গোলাপের সজ্জিত না-মানুষের সমাধিগুলিতে যখন বাতি জ্বালিয়ে দিলেন পশুপ্রেমী ও শিশুদের ছোট ছোট হাত সারা বিবেক নিকেতনকে তখন মনে হচ্ছিল এক নৈস্বর্গিক আনন্দের দেশ।

এই আবহের মাঝে মনকে আরও উদাস করে দিল দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরের শিল্পী হরিদাস বাউল। অনুষ্ঠানকে অন্য এক মাত্রা দিলেন আর এক সরকারি শিল্পী উদয় মন্ডল তরজা গান পরিবেশনের মাধ্যমে। আরও চমক বাকি ছিল জাদুর খেলায়। খুদে ম্যাজিসিয়ান রুথোজিৎ দাস তার রঙ বেরঙের জাদুর খেলায় মন কেড়ে নিল ছোটদের। উৎসবের শেষ ছাপিয়ে গেল সঙ্গীতের মূর্ছনায়। ব্যান্ডের গান পরিবেশন করলেন আরএক পশুপ্রেমী ও সমিতির প্রিয়জন তুষার রায় ও তার সম্প্রদায়। সুরের দোলায় বেঁধে রাখা গেল না কাউকে। সমিতির বরিষ্ঠ সদস্য থেকে ছোট ছোট শিশু-কিশোর সকলেই তখন নাচে উদ্বেল।

উপস্থিত ছিলেন সমিতির সদস্য-সদস্যা থেকে শুরু করে স্থানীয় মানুষজন। গ্রীষ্মের সন্ধ্যায় চা-কফি আর পকোড়ার স্বাদে সেদিনের উৎসব চললো রাত পর্যন্ত। আকাশের চোখ রাঙানিও থামাতে পারেনি তাকে। থামল পরের বছরের অপেক্ষা নিয়ে।

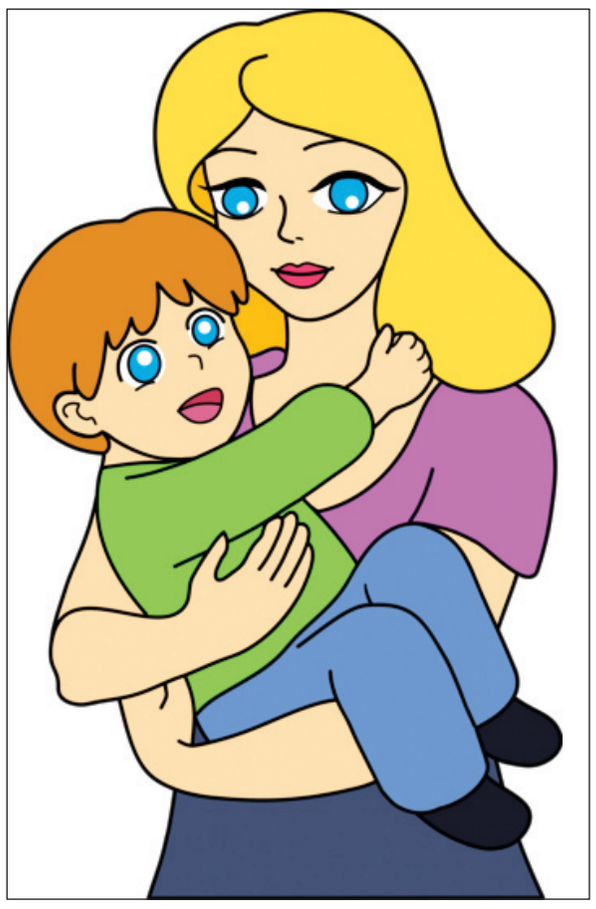

মায়েদের জন্য একটা দিন

সৌমিতা চৌধুরী

কথাতেই আমরা বলি 'মা'-এর সাথে সন্তানের নাড়ির টান। পৃথিবীর আলো দেখার পর একটি শিশু, সাধারণত সবার প্রথম মা ডাক দিয়েই কথা বলার সূত্রপাত করে। মা-ই হয় একজন সন্তানের প্রথম ভালোবাসা। শুধুমাত্র একজন মা-ই পারে তার সন্তানের জন্য নিঃস্বার্থ ভাবে নিজের সম্পূর্ণ জীবন উৎসর্গ করতে।

সেই মায়েদের জন্য একটি বিশেষ দিন হল মাদার্স ডে। দিনটি মাতৃত্ব, মাতৃস্বত্ত্বা এবং মাতৃস্থানীয়দের সম্মান জানানোর একটি আধুনিক প্রয়াস। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন দিনে এটি উদ্‌যাপিত হয়। ফাদার্স ডে-এর মতো মাদার্স-ডেও বর্তমানে খুব প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। সমস্ত আদরের ছেলে-মেয়েরা তাদের মায়েদের একটি বিশেষ অনুভূতি দিতে চায় এই দিনে।

মূলত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেই মাদার্স ডে উদযাপনের সূচনা হয়েছিল। পাশ্চাত্যের দেশগুলো থেকেই এই দিনের ধারণাটি এসেছে আমাদের দেশে। বর্তমানে সারা দেশের মানুষ মে-মাসের দ্বিতীয় রবিবার এই দিনটিকে পালন করে থাকেন। ২০১৫ সালে ১০ মে মাদার্স ডে হিসাবে পালিত হবে।

১৮৭২ সালে সর্বপ্রথম, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সরকারিভাবে মাদার্স ডে পালনের কথা বলেন জুলিয়া ওয়ার্ড হো। যদিও তিনি ২ জুন এটি পালনের কথা বলেন এবং সমস্ত মায়েদের শান্তির উদ্দেশ্যে দিনটিকে উৎসর্গ করার আহ্বান জানান। মাদার্স-ডের এই দিনটিকে সরকারি ভাবে স্বীকৃতি দেওয়া ও ছুটির ব্যবস্থাও মূলত তার উদ্যোগেই সম্ভব হয়েছিল।

অন্যদিকে আন্না জারভিস-কে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মাদার্স-ডের জননী এবং প্রতিস্থাপক বলা হয়। যদিও আন্না সারাজীবন বিয়ে করেননি এবং তার নিজেরও কোনও সন্তান ছিল না। মূলত তার মায়ের ইচ্ছা ছিল, একটি নির্দিষ্ট দিনে সমস্ত মায়েদের সম্মান জানানো হোক। আন্নার মায়ের মৃত্যুর পর, মায়ের ইচ্ছাপূরণের স্বার্থে অনেক অনেক প্রচেষ্টার পর ১৯১৪ সালের ৮ মে, ওই দেশের রাষ্ট্রপতি উড্রো উইলসন মে মাসের দ্বিতীয় রবিবার দিনটিকে মাদার্স ডে হিসাবে ঘোষণা করেন। বর্তমান যুগে সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং এবং বিভিন্ন গণমাধ্যমগুলির সক্রিয় ভূমিকায় মানুষ দিনটি সম্পর্কে বেশি অবগত হচ্ছে। কার্ড, ফুল, বিভিন্ন উপহার, রেস্তরায় খাওয়া-দাওয়া, ঘুরতে যাওয়া ইত্যাদি বিভিন্ন ব্যবস্থার মাধ্যমে স্নেহের ছেলেমেয়েরা এই বিশেষ দিনটিকে প্রকৃত আন্তরিক ও স্মরণীয় করে তুলতে চায় তাদের মায়েদের কাছে।

আজ পাশ্চাত্যের অনুকরণে আমাদের দেশে মাদার্স ডে-র প্রচার-প্রসার ঘটেছে। কিন্তু আমাদের মণিষীদের মাতৃভক্তি আজও আমাদের প্রেরণা জোগায়। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, স্বামী বিবেকানন্দ, স্যার আশুতোষের মাতৃভক্তি প্রেরণা স্বরূপ। পাশাপাশি আধুনিক ভারতে উল্টো ছবি নেহাত কম নয়। শিক্ষার হারের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে পিতা-মাতার প্রতি অবজ্ঞার হার। বৃদ্ধাশ্রমের কর্তৃপক্ষের দফতরে প্রতিনিয়ত বেজে উঠছে বৃদ্ধ-বৃদ্ধার আকুতি-ছেলেমেয়েরা দেখে না, একটু আশ্রয় দিন। মাদার্স ডে-র শপথের দিনে আমরা কি এ নিয়ে এতোটুকুও চিন্তা-ভাবনা করছি? আগামী বছরের মাদার্স ডে-তে আজকের মায়েদের কান্না থেমে যাওয়ার খবর কি পাওয়ার আশা করব? এর উত্তর দিতে পারে একমাত্র সন্তানরাই। যাদের গর্ভে ধরে একদিন এই মায়েরা আনন্দে ভেসে গিয়েছিলেন। আলো দেখিয়েছিলেন পৃথিবীর।

আছিপুরের চীনা মন্দির আর নদীর তীরে বারুদখানা দর্শকের নজর কাড়ে

দীপককুমার বড় পণ্ডা

ভদ্রলোক হনহন করে চলে যাচ্ছিলেন। মার্জনা চেয়ে একটু দাঁড়াতে বললাম। দাঁড়ালেন। বললাম,

– আপনি কি এখানেই থাকেন?

– হ্যাঁ, এর ঠিক পেছনেই আমার বাড়ি। হাত তুলে দেখালেন।

বললাম, এখানকার চীনা মন্দিরটা দেখতে এসেছি। তাই, ভাবলাম, স্থানীয় মানুষের সঙ্গেও একটু কথা বলি। এলাকার সম্পর্কে কিছু জানতে পারব। ভদ্রলোক খুশি হলেন। বললেন,

– বেশ তো, বলুন কী জানতে চান?

ভরসা পেয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনার কাজের কোনো ক্ষতি হবে না তো?'

– না, না, আমি চায়ের দোকানে আড্ডা দিতে যাচ্ছিলাম। চাকরি থেকে রিটায়ার করার পর, সন্ধের সময়টা দোকানে একটু গল্প করি। একদিন দোকানে না গেলে, আর কী ক্ষতি হবে?

– তা, আপনারা এখানে কত বছর আছেন? জানতে চাই।

– আমরা অনেক বছর আছি। কিন্তু এই 'বস্তি'টা যে দেখছেন, ওটা বেশি পুরানো নয়।

– কিন্তু 'বস্তি' কোথায়? বেশ বড়সড় বাড়ি দেখছি তো! বস্তি মানে যে ঝুপড়ি বাড়ি, তার কোনো অস্তিত্ব তো এখানে নেই? ভদ্রলোককে কৌতূহলে জানতে চাই।

– 'ও!' ভদ্রলোক বিরক্ত হন। আবার শুরু করেন। 'পাকার বাড়ি হলেই হল? ওদের পরিবারের লোকেরা বিড়লা কোম্পানির শ্রমিক ছিল। বিড়লা কোম্পানি চলে যাওয়ার সময় শ্রমিকদের থাকার জন্য জায়গা দিয়ে যায়। সেই জায়গায় ওরা বাড়ি করেছে। ওরা সব নিম্ন শ্রেণির

যাওয়া আসার পথে পথে

লোক।' সত্তর উর্দ্ধ ভদ্রলোকের চোখে-মুখে অবজ্ঞা ফুটে ওঠে। সেই অবজ্ঞা প্রতিবেশীদের প্রতি। সেই অবহেলা তাঁর প্রাক্তন সহকর্মীদের প্রতি। তিনি বিড়লা কোম্পানির ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন। সেই সূত্রে ওই শ্রমিকরাও তাঁর সহকর্মী। কিন্তু যেখানে দাঁড়িয়ে এত কথা হচ্ছিল, এবার সেই প্রসঙ্গে ফিরি।

যেখানে দাঁড়িয়েছিলাম, ওটা চীনাদের মন্দির। জায়গাটার নাম আছিপুর চীনাম্যানতলা। ভারতে এখানেই প্রথম চীনারা বসবাস শুরু করেন। ১৭৮০ সালে এক চিনা বণিক টং অছিউ এখানে

এসে ৬৪৬ বিঘা জমি নিয়ে চিনির কল তৈরি করেন। এটাই ভারতের প্রথম চিনির কল। তখন ব্রিটিশ শাসন। ওয়ারেন হেস্টিংস-এর আমল। তবে, এই জায়গার দখলদার ছিলেন বর্ধমানের রাজা। চিনা বণিক ওঁদের থেকে জমি নিয়ে আখের চাষ শুরু করেন। জমে ওঠে ব্যবসা। ধীরে ধীরে আরো অনেক চীনা আসতে শুরু করেন। চীনা বসতি গড়ে ওঠে। জায়গার নাম বদলে যায়। টং অছিউ-র নামে কখন যেন হয়ে যায় অচিপুর। পরবর্তীতে তা হয় আছিপুর। অবশ্য, কেউ কেউ বলেছেন, 'অছিউ জলদস্যু ছিলেন। নদীতে যাতায়াত করা মানুষদের কাছ থেকে সবকিছু কেড়ে নিয়ে অনেক সম্পদ বানিয়েছিলেন অছিউ।' যাকগে, অছিউ সাহেব আজ ইতিহাস এবং কিংবদন্তী। তাঁর উদ্যোগেই এখানে চীনা বসতি গড়ে ওঠে। সেই কারণে, চীনা মানুষদের মতন স্থানীয় মানুষরাও অছিউ সাহেবকে শ্রদ্ধা করে।

চীনা বসতি গড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে ১৭৮০ সালেই তৈরি হয় এই চীনা মন্দির। মন্দিরের গায়ে তিনটি শিলা। এই শিলা স্পর্শ করে চিনারা তাঁদের ভাগ্য নির্ধারণ করেন। মন্দিরটির দেওয়াল সাত ফুট উঁচু। দেওয়ালে চীনা হরফে কিছু লেখা। মন্দিরের ছাদ নৌকোর মত। চারকোণা ঘরের ভেতর আছেন বিগ্রহ। এখানে মন্দিরে ঢুকতে মাথা নিচু করতে হয়। তাই পাঁচিলের গায়ে দরজা নিচু। আগে নববর্ষে এই মন্দির প্রাঙ্গণে মেলা বসত জাঁকজমক করে। দূরদূরান্ত থেকে বহু চীনা গাড়ি করে আসতেন। বাজি পুড়ত, ধূপ- মোমবাতি জ্বলত। নানারকম বাজনা বাজত। জমে উঠত এলাকার পরিবেশ। 'কিন্তু, আজ এসব অতীত। এখন আর তেমন কেউ আসে না।' এই কথা বলেছিলেন এখানকার আঞ্চলিক ইতিহাস গবেষক গণেশ ঘোষ।

তবে, চীনা মন্দিরটি ঐতিহ্যময়। গণেশবাবু বলছেন, 'চীনা মন্দিরের ভিতরেই লুকিয়ে আছে আর একটি নাম – খোদাখুদিতলা।' এখানে দুটি মূর্তি আছে। এই মূর্তিগুলি সাধারণ মানুষের কাছে খোদা এবং খুদি। লৌকিক ধর্ম অনুযায়ী হিন্দু এবং মুসলিম উভয়েই এখানে শ্রদ্ধা জানান। আবার এখানে 'দক্ষিণ রায়'ও আছেন। এই জায়গা যেন সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির পীঠস্থান।

যাঁর হাতে এলাকার এত উন্নতি, সেই অছিউ সাহেব এখানে বেশিদিন বাঁচেননি। ১৭৮২ সালে তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর সমাধি তৈরি হয় নদীর তীরে। চীনারা এই জায়গাকে পরম পবিত্র জায়গা স্মরণ করে প্রতিবছর এখানে আসেন। জানান তাঁদের শ্রদ্ধা।

জায়গাটা হুগলি নদীর একেবারে তীরে। তাই, এখানকার প্রাকৃতিক পরিবেশও বেশ মনোমুগ্ধকর। হাঁটতে হাঁটতে এসে দাঁড়াই নদীর তীরে। ওখানে বিরাট একটি বট গাছ। চারদিকে ঝাঁকড়া ডালপালা নিয়ে মাটি কামড়ে দাঁড়িয়ে আছে।

ওপারে হাওড়া জেলা। নদীর তীর বরাবর গিয়ে পৌঁছে যাই 'বারুদখানা'য়। এটিও ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ জায়গা। ব্রিটিশরা এখানে গোলা-বারুদ জমিয়ে রাখত। দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামীরা এই জায়গা দখল করার চেষ্টা করেছেন অনেকবার। শোনা যায়, স্বাধীনতা সংগ্রামী প্রাক্তন মন্ত্রী প্রভাস রায়, পুঁথি বিশারদ অক্ষয় কয়াল প্রমুখরা এই অভিযানে যুক্ত ছিলেন। বারুদখানার বড় বড় ঘরগুলো এখন ঝোপ-জঙ্গলে ভর্তি। ঘরগুলোর পলেস্তারা খসে খসে পড়ছে। বহু ঘরের দেওয়াল ভাঙা। মাঠের সামনে দাঁড়িয়ে এইসব দেখার সময় একজন এসে বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'এটা কিনবেন নাকি?' উদম গায়ে লুঙ্গি পরা প্রৌঢ় মানুষটাকে জিজ্ঞেস করলাম, এটা বিক্রির কথা হচ্ছে নাকি? কোনো উত্তর নেই। এবার জানতে চাই,

– কী করেন আপনি?

– গরু চরাই, আর খানিকটা চাষ করি।

এটা কেনা-বেচা কোনোটার সঙ্গেই আমার যোগ নেই শুনে কুদ্দুস মন্ডল আমাকে জড়িয়ে ধরলেন। ষাট ছুঁই ছুঁই কুদ্দুসের ভয়, এখন সব বিক্রি হয়ে পুরনোগুলো হারিয়ে যায়। এমনটাই তো হারিয়ে গিয়েছে এখানকার অনেক কিছু।

ভায়া মোহনবাগান, আর্তি বাংলার

জাতীয় সেরা করে তোল মোরে

ফুটবলপতি মহাপাত্র

ভারতীয় ফুটবল জগতের মক্কা এখ দারুণ তৃষ্ণার্ত। তার আর্জি, আমায় যত দ্রুত সম্ভব ভারতসেরা বা দেশের সেরা করে তুলতে হবে। আর এই অভিপ্রায়কে সামনে রেখে এখন সেই অসম্ভবকে সম্ভব করার

দায় এসে পড়েছে শতাব্দী প্রাচীন মোহনবাগান ক্লাবের ঘাড়ে। এখনও পর্যন্ত যে দিকে এগোচ্ছে পরিস্থিতি তাতে কয়েকদিনের মধ্যে বাঙালি চিয়ার-আপ করতে পারে আমরা ভারত সেরা বলে। তার পটভূমিকাও তৈরি। খালি কয়েকটি ম্যাচ জিতে শেষ ল্যাপের বাজি মারতে হবে এই জাতীয় ক্লাবটিকে। সবথেকে বড় কথা সবুজ মেরুনের এই আনন্দোচ্ছ্বাসের সঙ্গে তাল মেলাতে দেখা যাচ্ছে বহু পরিচিত ইস্টবেঙ্গল কিংবা মহমেডান সমর্থককেও।

এই যেমন আমাদের পাড়ার পাড় ইস্টবেঙ্গল সমর্থক প্রদীপ্তবাবু। সমর্থনের ঝাঁঝে ঝলসে থাকেন সবসময়। সর্বোপরি মানুষটির যে জিনিসটি সকলের বড় প্রিয় তা হল এনার স্পোর্টিং মনোভাব বা লড়াকু আমেজ। তা এহেন প্রদীপ্তবাবু পাড়ার চায়ের দোকানে বসে সগর্বে ঘোষণা করে দিয়েছেন যে এবার মোহনবাগান যদি জাতীয় লিগ ঘরে তোলে তবে বাংলার ফুটবলের সোনালী দিন বলে সেদিনটিকে স্মরণীয় করে রাখতে হবে। অনেকটা চাঁদ সওদাগরের মতো একরকম নিজের বাহাঁত দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ সারার মতো আপাদমস্তক ইস্টবেঙ্গলী প্রদীপ্তবাবু এই দিনটিকে নিয়ে মেতে উঠছেন। তার নির্দেশেই বলা চলে পাড়ার একগাদা ফুটবলপ্রেমী ছেলেপুলে মোহনবাগানের বিশাল এক পতাকার অর্ডারও নাকি সেরে ফেলেছে ইতিমধ্যেই। অন্যদিকে আবার প্রদীপ্তবাবুর অঙুলিহেলনেই মোহনবাগানের ভারতসেরা হয়ে ওঠাকে বরণ করে নিতে এক বিশাল ভোজসভার আয়োজনও করা হচ্ছে। যাতে সামিল হতে পারে এলাকার তামাম ফুটবলভক্ত, বয়সের অনুপাতে যাদের অনায়াসে আবালবৃদ্ধবণিতা বলা চলে। অবশ্য এই খাওয়াদাওয়ার আয়োজনটির দায়িত্ব মানে রান্নাবান্না বা ওদিনের হেঁশেল সামলানোর ভার অক্লেশে নিয়ে বসে আছে পাড়ারই এক ছোট ব্যবসায়ী ভাস্কর 'মোহনবাগান' ঘোষ। বলাবাহুল্য এতটাই মোহনবাগান সমর্থনের গ্রাফ চায়ের ব্যাপারী ভাস্করের যে এই ভোজসভার দায়িত্ব নিতে বিন্দুমাত্র বিলম্ব করেনি সে। খাওয়ার মেনুর মধ্যে মোহনবাগানের চিংড়ির সঙ্গে ঠিক জায়গা করে নিয়েছে খাটি ইস্টবেঙ্গলি খাদ্য ম্যানিয়াক ইলিশ মাছ।

বস্তুত দুই ক্লাবের দুই সেরা খাদ্যকে এইভাবে একত্রিত করার মাধ্যমে বাংলার ফুটবল ঐক্যকেই যেন তুলে ধরা হচ্ছে। তবে একটা ব্যাপারে অবশ্য কোনও রেহাই নেই। যেহেতু মোহনবাগানের হাত ধরে এবার জাতীয় লিগে বাংলার দরজায় কড়া নাড়ছে তাই অঞ্চল জুড়ে যে পতাকা শোভা পাবে তা অবশ্যই সবুজ-মেরুন। অন্যতম উদ্যোক্তা তথা আরও এক ইস্টবেঙ্গলী বিটল মুখোপাধ্যায় এ ব্যাপারে নিজের কষ্টের কথা তাঁর অভিব্যক্তির মধ্যে বুঝিয়ে দিয়েছে। বাবু বিটলের বক্তব্য, এক্ষেত্রে বাংলার পতাকা শোভিত হলেই ভালো হয়। আক্ষেপের সঙ্গে তার বক্তব্য, আপাতত মোহনবাগানের পতাকাই বহন করতে হবে। তাও এই প্রদীপ্তবাবু বা বিটলদের সাধুবাদ দিতেই হবে তাদের এই উদারতার জন্য। কট্টর বিরোধী ক্লাবের হয়ে রাজ্যের টানে এমন গলা ফাটাতে। এইরকম উদার মনোভাব যদি দেখা যেত রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে তা হলে বোধহয় রাজনীতির মানচিত্রটাই অন্যরকম হয়ে উঠত।

প্রদীপ্ত বা বিটলদের থেকে এদিক থেকে অনেকটাই সুবিধেজনক অবস্থায় আছেন ক্রীড়াপ্রেমীদের ঠেকের অন্যতম সদস্য খোকনবাবু কিংবা সন্তুদারা। আসলে খোকন-সন্তুরা তো মোহনবাগানের অন্ধ সমর্থক। ওদের সাবধানী মন্তব্য, মোহনবাগান যেভাবে বাংলার মান ফেরাচ্ছে তাতে ইস্টবেঙ্গলীদেরও চোখ খুলে গিয়েছে। এভাবে হয়তো মোহনাবাগানীদের কিছুটা কটাক্ষের মুখে পড়তে হচ্ছে উৎসবের হোঁতা ইস্টবেঙ্গলীদের। যদিও এসব গায়ে না মেখে ফুটবল অবগাহনে গা ভাসিয়ে দিয়েছেন তারা। এখানেই বোধহয় ফুটবলের জয়। তাও আবার যে সে জায়গার নয়। খোদ দেশের ফুটবল রাজধানী বলে পরিচিত বাংলার জয়জয়কার। মোহনবাগানের পাশাপাশি আগামী দিনগুলিতে দেশের সেরা ফুটবল ক্লাবের মানচিত্রে যেন উঠে আসে ইস্টবেঙ্গল-মহমেডানের মতো ক্লাবও। তবেই তো সার্বিকভাবে জয়ী হবে বাংলা, থুরি এখানকার ফুটবল।

বাঙালি যেমন দুধে ভাতে জাতি হিসেবে পরিচিত বা সংস্কৃতির পীঠস্থান হিসেবে কলকাতার সুনাম জগতময় ছড়িয়েছে তার সঙ্গে এখানকার ফুটবল গরিমা বা কৌলিন্যও কোনও অংশে কম নয়। এখনও মাঠে ঘাটে বল পেটাতে বাঙালির কসরত পাড়ায় পাড়ায় নজর কাড়ে। ফুটবল বিশ্বকাপ হলে রাত জেগে খেলা দেখে ঢুলুনি নিয়ে অফিস করেও খুশ মেজাজে থাকেন এখানকার ফুটবলপ্রেমীরা। সেই ফুটবল ঐতিহ্যকেই গত কয়েক দশক ধরে প্রায় খান খান করে দিয়েছে গোয়ার ক্লাবগুলির দাপাদাপি। বিশেষ করে ডেম্পো, সালগাওকর, চার্চিল দলগুলি মোহন-ইস্টের মুখের গ্রাস কেড়ে নিচ্ছে বার বার। এমন কি সন্তোষ ট্রফিতেও বাংলার সেই সুদিন আর নেই। এখান থেকেই মোড় ঘোরানোর দায়িত্ব এখন মোহনবাগানের। যা পুরো বাংলার ফুটবল মহিমাকে জাগাতে পারে।

খোলামেলা ওয়াসিম

নিজস্ব প্রতিনিধি : দিল্লি পাবলিক স্কুলের একটি বিতর্ক সভায় সম্প্রতি উপস্থিত হয়েছিলেন ওয়াসিম আক্রম সঙ্গে ছিলেন স্ত্রী সানিয়েরা থম্পসন। অনুষ্ঠানের শুরু জাতীয় সঙ্গীতে। খোশমেজাজের এই স্টার যুগল মাঝে মধ্যেই দুজনে দুজনের হাতে হাত রেখে হাসি ঠাট্টায় মেতে উঠলেন। তুললেন সেলফি। প্রাক্তন পাক অধিনায়ক, বাঁহাতি ফাস্ট বোলার এখন মাছে ভাতে বাঙালি। কলকাতায় এলে মাছের রেসিপি তাঁর চাই ই চাই।

নাইটদের বোলিং কোচ এখন কলকাতার ক্রিকেটপ্রেমীদের রন্ধ্রে রন্ধ্রে। ইডেনের মেক্সিকান ওয়েভ এখন ঝড় তোলে আক্রম আক্রম ধ্বনিতে। নাইট শিবিরে আক্রমের পরিচয় একটু আলাদা। যেন ঘরেরই ছেলে। ওয়াসিম ভাই। এই নামেই গোটা দল তাঁকে ডাকে। আইপিএলে নাইটদের যে অনবরত দৌড় চলছে, সেই দৌড়ে অন্যতম ভূমিকা রয়েছে মেন্টর আক্রমেরও। নারিনের না থাকাটা নিয়ে কিছুটা চিন্তিত হলেও নারিনের ফিরে আশা নিয়ে আশাবাদী তিনি। নারিন ফ্যাক্টর মাথায় থাকলেও হগ, চাওলাদের স্পিন বোলিংয়ে খুশি আক্রাম। দলে মর্নি মরকেলের কামব্যাক এবং গোটা বোলিং বিভাগের খেলায় নাইটদের জয় সুনিশ্চিত হবে বলেই মত আক্রমের।

শুধু নাইটেই থেমে না থেকে ভারতীয় ক্রিকেট নিয়েও খোলামেলা জবাব দিলেন প্রাক্তন পাক অধিনায়ক। অনুষ্ঠানে উপস্থিত দিলীপ বেঙ্গসরকার এবং আক্রাম দুজনেই, ভারতীয় ক্রিকেটের উন্নতির জন্য দেশি কোচের পক্ষে সওয়াল করলেন। 'দেশিয় কোচরা শুধু দল নয়, গোটা ভারতীয় ক্রিকেটের উন্নতির জন্য কাজ করেন। যেখানে বিদেশি কোচরা শুধু জাতীয় দল নিয়েই ভাবেন' মত ওয়াসিম আক্রামের। যদিও বিদেশি কোচ গ্যারি কার্স্টেনের কোচিংয়ে ২৮ বছর পর বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হয় ভারত, তবুও দেশিয় কোচেদের দায়বদ্ধতা নিয়ে ইতিবাচক সুর শোনা গেল তাঁর গলায়। প্রশ্নান্তরে, পাকিস্তান ক্রিকেটকে তুলোধোনাও করলেন আক্রাম। পাকিস্তান ক্রিকেটের চূড়ান্ত অব্যবস্থাকেই পাকিস্তান ক্রিকেটের বেহাল অবস্থার জন্য দায়ী করলেন ওয়াসিম।

সম্ভাবনাময় ক্রিকেটার আবীরের একটা চাকরি প্রয়োজন

মলয় সুর

অসম্ভব সাধনা এবং অধ্যবসাকে সামনে রেখেই একটির পর একটি সাফল্য অর্জন করে চলেছে ভদ্রেশ্বরের ক্রিকেটার আবির লাল বন্দ্যোপাধ্যায়। আবির মূলত অল রাউন্ডার ক্রিকেটার। গত সাত বছর ধরে অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে সে সাফল্য পেয়ে আসছে। প্রথমে জেলার মাঠ। আবীর একেবারে ছোট বয়স থেকেই চন্দননগর ন্যাশনাল স্পোর্টিং ক্লাবে কোচ আশীষ দে ও প্রদীপ মন্ডলের কাছে ক্রিকেটের অ-আ-ক-খ শিখেছে। এরপরেই ২০০২ সালে প্রাক্তন ক্রিকেটার অরুণ লালের বোর্নভিটা ক্রিকেট অ্যাকাডেমির শিক্ষার্থী হন। সেখানে প্রশিক্ষক গৌতম সোম ও দেবেশ চক্রবর্তীরা তাঁর ছোট খাট ভুল ভ্রান্তি শুধরে দেন। আর পাঁচজনের মতো আবীরের স্বপ্ন ছিল কলকাতা মাঠে খেলার। অতএব যোগ দেয় মহামেডান স্পোর্টিং ক্রিকেট শিবিরে। মহামেডানের প্রশিক্ষক মুনাব্বরই-এর কাছে। ২০০৪-৫ ক্রিকেট মরশুমে বাংলার অনুর্দ্ধ ১৫ বিভাগে এই নির্ভরযোগ্য ক্রিকেটারটির সুযোগ হয়। ২০০৫-৬ সালে হায়দ্রাবাদে পলি উমরিগড় ট্রফিতে উত্তরপ্রদেশের কাছে কোয়ার্টার ফাইনালে হেরে যায়। ২০০৭ সালে ময়দানে প্রথম ডিভিশন ক্লাব ক্রিকেটে কাস্টমস ক্লাবে আত্মপ্রকাশ করে। সেখানে ৩ বছর কাটিয়ে নেতাজি স্পোর্টিং ইন্সটিটিউট (রেলের শিয়ালদহ ডিভিশনের দল) দু'বছর খেলে। ২০০৯ সালে বর্ধমান ইউনিভার্সিটির সাথে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ফাইনাল খেলায় বর্ধমানের বিজয়ী দলের সদস্য ছিলেন তিনি। ২০১১ সালে মুম্বাইয়ে জিমখানা মাঠে নাগপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে অল ইন্ডিয়া ইউনিভার্সিটি খেলে নাগপুর জয়ী হয়। সে চন্দননগর গভর্নমেন্ট কলেজ থেকে কলা বিভাগে স্নাতক। ২০১৪ মরশুমে কলকাতা প্রথম ডিভিশন ঘরোয়া ক্রিকেট লিগে এরিয়ান ক্লাবের বিরুদ্ধে ঝকঝকে ২০০ রানের ডবল শতরানের ইনিংসটির তারিফ করেছেন সকলেই। এরপরই এই মরশুমে এরিয়ানে ডাক পান। বাঁ হাতি ব্যাটসম্যান সেই সঙ্গে অফস্পিন বোলার। ভূকৈলাস ক্লাবে থাকাকালীন বেলগাছিয়া ইউনাইটেডের বিরুদ্ধে সেঞ্চুরি করেন। অন্যদিকে ইয়ংবেঙ্গলের বিরুদ্ধেও সেঞ্চুরি করেন। এছাড়া টালিগঞ্জের বিরুদ্ধে রানের পাহাড় গড়ে ৯৬ নট আউট রান সহ ঝুলিতে ১ উইকেট, বি এন আরের বিরুদ্ধে ৩টি উইকেট। এখানেই শেষ নয় টি-২০ ম্যাচে রেঞ্জার্স মাঠে মোহনবাগানের বিরুদ্ধে ছিল দুর্দান্ত অর্ধশত রানের নজরকাড়া ইনিংস। বাবা দীপক বন্দ্যোপাধ্যায় সদ্য ফুড কর্পোরেশন দফতর থেকে অবসর গ্রহণ করেছেন। সব সময়ই তাকে প্রেরণা দিয়ে গেছেন। মা শুক্লা বন্দ্যোপাধ্যায় উৎসাহ যুগিয়ে এসেছেন।

বছর পঁচিশের পাঁচ ফুট ছয় ইঞ্চি লম্বা তরুণ ছেলেটি এই মুহূর্তে বাংলা দলের হয়ে সাড়া জাগানো নাম। আন্তর্জাতিক ক্রিকেট বহু দূরে। কিন্তু বাংলা রণজি দলের দরজায় কড়া নাড়ছে ওর পারফরম্যান্স। বাংলার ক্রিকেটকে সোনালি দিনে ফিরতে হলে তাকাতেই হবে জেনারেশন ওয়াই-এর দিকে। তবে আবীরের এখন অবশ্যই প্রয়োজন একটা চাকরি। শুধু ব্যাটিং, বোলিং, ফিল্ডিং ক্রিকেটের সব বিভাগেই নিজেকে দিনের পর দিন ভাল জায়গায় নিয়ে চলেছেন তিনি। প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের অন্ধ ভক্ত এই বাঁ হাতি ব্যাটসম্যানের লক্ষ্য এখন শুধুই রান করে যাওয়া। হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রমে নিজেকে গড়ে তুলেছে ও। ওর আদর্শের মতোই নিখুঁত ড্রাইভে লাল বলকে সবুজ ঘাসের বুক চিরে বাউন্ডারিতে পৌঁছে দিতে।

আপনি থাকছেন র‍্যান্টি স্যার

নিজস্ব প্রতিনিধি: মরসুম শেষ হতে এখনও বেশ খানিকটা সময় বাকি। অঙ্কের বিচারে এখনও আই লিগে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার সুযোগ আছে লাল-হলুদের। তবে এখন থেকেই নতুন মরসুমের পরিকল্পনা শুরু করে দিয়েছে ইস্টবেঙ্গল। প্রাথমিকভাবে র‍্যান্টি মার্টিন্স ছাড়া বাকি সব বিদেশিকে ছেড়ে দিতে চলেছে লাল-হলুদ। মার্কি ফুটবলার লিও বার্তোসের সঙ্গে ২ বছরের চুক্তি থাকলেও, কিউই বিশ্বকাপারের সঙ্গে গোল্ডেন হ্যান্ডশেক করে নিতে চলেছে ইস্টবেঙ্গল। অসি ডিফেন্ডার মিলান সুসাককেও আর রাখবে না লাল-হলুদ। এমনকি বিদায় নিতে চলেছেন র‍্যান্টির স্ট্রাইকিং পার্টনার ডুডু। ভাল দল তৈরি করেও ঘরোয়া লিগ ছাড়া চলতি মরসুমে আর কিছুই জিততে পারেনি ইস্টবেঙ্গল। তাই আগামী মরসুমে বিদেশি বাছার ক্ষেত্রে আরও সাবধানী হতে চাইছে লাল-হলুদ কর্তারা।

মনের খেয়াল

বিশ্বজিৎ দাস, চতুর্থ শ্রেণি

তোমাদের যদি কোনও মজার গল্প জানা থাকে তবে এখনই তা পাঠিয়ে দাও মনের খেয়ালে। নাম ঠিকানা লিখতে ভুলোনা কিন্তু।

খুদে বন্ধুরা তোমাদের আঁকা ছবি, ছড়া, ছোটগল্প ও মজার অভিজ্ঞতার কথা পাঠাও পত্রযোগে অথবা ই-মেলে পাঠাও বাংলা ওয়ার্ডে বা *JPEG* ফরম্যাটে

ধাঁধা

সবটা দিতে দেরি করি,
মিষ্টি লেজ বিনা
পেট না থাকলে ভালো,
সঙ্গে থাকলে পিনা।

গত সংখ্যার উত্তর

চালতা

এসএমএস-এর মাধ্যমে উত্তর পাঠাও ১৬-২১ তারিখের মধ্যে ৯০৩৮৬৪০০৩০ এই নম্বরে। ঠিকানা ও বয়স লিখতে ভুলবে না।

তোমরা ধাঁধা পাঠাও এসএমএস বা ইমেলের মাধ্যমে

জেনে রেখো জেনে রেখো জেনে রেখো

দেশনায়ক গোপালকৃষ্ণ গোখলে, জন্ম : ৯ মে, ১৮৬৬

অর্থনীতি ও রাজনীতি জ্ঞানে সুপণ্ডিত গোপালকৃষ্ণ ১৯০৫-এ বারাণসীতে ভারতীয় কংগ্রেস অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন। Servants of India Society-র তিনি অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। তিনি দীর্ঘকাল বোম্বাই ব্যবস্থাপক সভায় সদস্য ছিলেন। তিনি একসময় সাপ্তাহিক 'সুধাকর' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। কংগ্রেসের উদারনৈতিক দলের অন্যতম নেতা গোখলে ভারতীয় নবজাগরণের পথপ্রদর্শক ছিলেন।

শহিদ মনোরঞ্জন সেন, মৃত্যু : ১৫ মে, ১৯৩০

চট্টগ্রাম কামারপোল যুদ্ধে পুলিশের গুলিতে বিপ্লবী মনোরঞ্জনের মৃত্যু ঘটে।

শহিদ বসন্ত বিশ্বাস, মৃত্যু : ১১ মে, ১৯১৫

১৯১০ সালে স্কুল ছেড়ে সম্পূর্ণভাবে দেশের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। বিপ্লবী নায়ক রাসবিহারী বসুর সান্নিধ্যে আসেন ও তাঁর একান্ত বিশ্বাসভাজন হয়ে ওঠেন। ১৯১২ সালের ২৩ ডিসেম্বর রাজধানী স্থানান্তরিত হওয়া উপলক্ষে লর্ড হার্ডিঞ্জ শোভাযাত্রাসহকারে দিল্লির রাজপথ পরিক্রমা করছেন। নির্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত বসন্ত বিশ্বাস, রাসবিহারীর সংকেত পেয়েই ছুঁড়ে দিলেন হাতের বোমাটি। গুরুতর আহত হয়ে লুটিয়ে পড়লেন বড়লাট। এর কিছুদিনের মধ্যেই লাহোরে লর্ড গর্ডনের উপর বোমা আক্রমণ চালান বসন্তকুমার। দলেরই এক কর্মী গ্রেপ্তার হয়ে হলেন রাজসাক্ষী। বসন্ত বিশ্বাস ও অন্য অনেকেই আটক হলেন তার বিশ্বাস ঘাতকতায়। ঐতিহাসিক দিল্লি ষড়যন্ত্র মামলায় বিচারের নামে প্রহসন চলে। ফাঁসির আদেশ হয় তাঁর। আম্বালা জেলে হাসিমুখে বরণ করে নেন ফাঁসির দড়িকে।

বিপ্লবীনায়ক অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য
জন্ম : ৫ এপ্রিল, ১৮৮২

আজীবন বিপ্লবী কর্মী। ছাত্রাবস্থায় স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগদান করেন। শ্রীঅরবিন্দের অন্যতম সহকর্মী ছিলেন। যুগান্তর, সন্ধ্যা, বন্দেমাতরম নবশক্তি প্রভৃতি পত্রিকার সাছে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। মানিকতলা বোমার মামলায় যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরে দণ্ডিত হন। ভগ্ন স্বাস্থ্যের জন্য দীর্ঘকাল পর মুক্তি লাভ করেন। দেশবন্ধু কলকাতা কর্পোরেশনের মেয়র হলে—অবিনাশচন্দ্র পৌরসভার মিউনিসিপ্যাল গেজেটের সম্পাদনায় নিযুক্ত হন।

দেশভক্ত ডাঃ সুবোধচন্দ্র সরকার, মৃত্যু : মে, ১৯৫১

ফরিদপুর জেলার বিপ্লবী জননেতা। ওই অঞ্চলে অনুশীলন দল তিনিই গঠন করেন। চিকিৎসকরূপে দরিদ্রের বন্ধু ছিলেন। নিখরচায় তিনি বহু গরিব লোকের চিকিৎসা করতেন। বৈপ্লবিক কাজের জন্যে বহুবার সরকার কর্তৃক অন্তরীণে আবদ্ধ থাকেন।

Owner: Nikhil Banga Kalyan Samity. Printer & Publisher Sudhir Nandi. Published from 57/1A, Chetla Road,Kolkata- 27 and printed from Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri. Fax No. 033-2479-8591, Email: alipur_barta@yahoo.co.in, alipurbarta1966@gmail.com

সত্বাধিকারী : নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি। প্রকাশক ও মুদ্রক : সুধীর নন্দী। নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতন, গ্রাম-সামালি, পোস্ট-ন'হাজারি, থানা-বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৭ (ফোন-২৪৭৯-৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। যোগাযোগের ঠিকানা : ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৭, ফ্যাক্স নং : ০৩৩-২৪৭৯-৮৫৯১, ই-মেল-alipur_barta@yahoo.co.in, সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক।